লাগিলেন, লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, লঙ্কা সমুন্নত শিরে যেন আকাশ আলিঙ্গন করিতেছে। বিশ্বকর্ম্মা যেন মনের দ্বারাই এই নগশেখরে ইহার রচনা করিয়াছেন। সপ্ততল প্রাসাদপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত হওয়াতে, পাণ্ডুরবর্ণ ঘনমণ্ডলী সমাচ্ছাদিত বিষ্ণুপদ আকাশের ন্যায়, ইহার সুষমা সমুদ্ভূত হইয়াছে। ঐ দেখ, নানাজাতীয় বিহঙ্গম যুক্ত ফলপুষ্পবিশিষ্ট চৈত্ররথোপম সুন্দর কাননসমূহে লঙ্কানগরী বিরাজমান হইতেছে। সুশীতল সমীরণ মত্ত বিহঙ্গম, ভ্রমর ও কোকিলকুলসমাকুল পাদপপুঞ্জ প্রকম্পিত করিয়া, প্রবাহিত হইতেছে।

দাশরথি রাম লক্ষ্মণকে এই প্রকার কহিয়া, শাস্ত্রদৃষ্ট বিধানানুসারে বল বিভাগ ও তাহা হইতে সবল গ্রহণ পূর্ব্বক সেই কপিসেনাকে আদেশ করিলেন, দুর্জ্জয় অঙ্গদ নীলের সহিত এই বানরবাহিনীর হৃদয়ে, ঋষভ বানরসমূহে পরিবৃত হইয়া, ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে, এবং গন্ধহস্তীর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ তরস্বী গন্ধমাদন ইহার সব্যপক্ষে, অবস্থান করুক। আমি লক্ষ্মণের সহিত সাবধানে ইহার শীর্ষ আশ্রয় করিয়া রহিব। জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী এই তিন মহাত্মা ঋক্ষশ্রেষ্ঠ ইহার কুক্ষি, এবং তেজঃপুঞ্জশরীরী প্রচেতা যেমন পশ্চিম দিক্, সেইরূপ, কপিরাজ সুগ্রীব এই বানরসৈন্যের জঘনদেশ রক্ষা করুন। এইরূপে সুবিশাল ব্যূহবিভাগপুরঃসর প্রধান প্রধান বানরগণ রক্ষা করিতে লাগিলে সেই অনীকিনী, জলদপটলসঙ্কীর্ণ গগনপদবীর ন্যায়, বিরাজমান হইল। বানরগণ প্রকাণ্ড পাদপ ও পর্ব্বতশেখর সমস্ত গ্রহণ করিয়া, লঙ্কা বিনাশ করিবার বাসনায় তথায় সমাগত হইল। এবং কপিশ্রেষ্ঠগণ শিখরসমূহে বা মুষ্টি প্রহারে লঙ্কা নিপাতিত করিব, এইপ্রকার সংকল্প করিল।

অনন্তর পরমতেজস্বী রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সৈন্য সকল সুবিভক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই রাবণের চর শুককে ছাড়িয়া দাও। মহাবল সুগ্রীব রামের কথা শুনিয়া, তদীয় আদেশে

শুককে ছাড়িয়া দিলেন। বানরগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত শুক রামের আজ্ঞায় মুক্তিলাভ করিয়া, নিরতিশয় শঙ্কিত হইয়া, রাবণের গোচরে গমন করিল। রাবণ হাসিতে হাসিতে তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, কি জন্য তোমার পক্ষদ্বয় বদ্ধ ও ছিন্ন দেখিতেছি। তুমি ত সেই চঞ্চলচিত্ত বানরগণের বশীভূত হও নাই?

রাবণ এই প্রকার কহিলে, ভয়সংবিগ্ন শুক প্রত্যুত্তর করিল, রাক্ষসরাজ! আমি সাগরের উত্তর তীরে অবস্থান পূর্ব্বক সুমধুর বাক্যে সুগ্রীবকে সান্ত্বনা করিয়া, আপনার আজ্ঞামত সমস্ত কথা বলিলে, বানরগণ আমার দর্শনমাত্র ক্রোধভরে উৎপ্লবন পূর্ব্বক আমারে গ্রহণ করিয়া, মুষ্টিপ্রহার ও পক্ষচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা স্বভাবতঃ কোপন ও তীক্ষ্ণ; সুতরাং তাহাদের সহিত সম্ভাষণ করা যেরূপ দুঃসাধ্য, সেইরূপ কোনরূপ বিচার না করিয়াই, তাহারা আমার পরিভবে প্রবৃত্ত হইল। যাহা হউক, খর, বিরাধ ও কবন্ধ এই সকলের হন্তা রাম সুগ্রীবের সহিত সীতার অবস্থিতি স্থান অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সাগরে সেতুবন্ধন, লবণার্ণব উত্তরণ ও রাক্ষসদিগকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া, অবস্থিতি করিতেছেন। মেঘ ও পর্ব্বতপ্রতিম সহস্র সহস্র ঋক্ষবানরসৈন্যে বসুমতী আচ্ছন্ন হইয়াছে। দেব ও দানবের ন্যায়, রাক্ষস ও বানরবলের সন্ধি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাহারা পুরপ্রাচীরে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তুমি সত্বর হইয়া, হয়, সীতাকে প্রত্যর্পণ, না হয় যুদ্ধ, একতর অনুষ্ঠান কর।

শুকের কথা শুনিয়া রাবণ রোষারুণচিত্তে যেন দগ্ধ করত কহিতে লাগিলেন, যদি দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বেরা প্রতিযোদ্ধা হয় এবং সকল ব্রহ্মাণ্ডও ভয় প্রদর্শন করে, তথাপি, সীতাকে দিব না। বসন্তকালে ভ্রমরগণ মত্ত হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষে যেমন ধাবমান হয়, কতদিনে আমার শর সকল তেমনি রামে ধাবমান হইবে। উল্কা দ্বারা হস্তীকে যেমন, তেমনি আমি কতদিনে প্রদীপ্ত কার্ম্মুকবিমুক্ত শরপরম্পরায় রক্তাক্তকলেবর রামকে আদীপিত করিব।

উদীয়মান দিবাকর যেমন সমুদায় জ্যোতিঃপুঞ্জের প্রভা হরণ করে, তেমনি আমি কবে বিপুল বলে পরিবৃত হইয়া, রামের বল হরণ করিব। সাগরের ন্যায়, আমার বেগ এবং পবনের ন্যায়, আমার বল। রাম ইহা জানে না বলিয়াই, আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। রাম যুদ্ধে আমার তূণীর মধ্যস্থ সবিষ আশীবিষ সদৃশ শর সকল দর্শন করে নাই, সেই জন্য আমার সহিত যুদ্ধোদ্যত হইয়াছে। ফলতঃ, সে পূর্ব্বে কখনও আমার বীর্য্য অবগত হয় নাই। আমি নদীর ন্যায় বিপুলায়ত শত্রুসেনারূপ মহারঙ্গে প্রবেশ করিয়া, শররূপ বাদন-দণ্ডে বাদিত চাপময়ী বীণা বাদন করিব। জ্যাশব্দ এই বীণার তুমুল শব্দ, আর্ত্তনাদ উহার গীতরূপ মহাধ্বনি, এবং নারাচতল উহার সম্বাদ। সহস্র লোচন ইন্দ্র, বরুণ, যম বা কুবের, কেহই আমায় জয় বা শরানলে ধর্ষিত করিতে সমর্থ নহেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

দশরথাত্মজ রাম সাগর পার হইলে, শ্রীমান্ দশানন শুক ও সারণ নামক দুই মন্ত্রিকে কহিলেন, রাম সাগরে সেতু বন্ধন ও সমগ্র বানরবল দুস্তর বারিধি উত্তরণ করিয়াছে, পূর্ব্বে কখনো এরূপ হয় নাই। ফলতঃ, সাগরে সেতু বন্ধন কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারি না। অধুনা বানরসৈন্যের সংখ্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। অতএব তোমরা দুই জনে অলক্ষিতে বানর-সৈন্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের পরিমাণ, বীর্য্য, তাহাদের মধ্যে কাহারা মুখ্য, কাহারা রাম ও সুগ্রীবের মন্ত্রী, কাহারা সবিশেষ শৌর্য্যশালী ও সকল কার্য্যেই অগ্রসর, সাগরে সেতু কি রূপে বদ্ধ হইয়াছে, মহাত্মা বানরগণ কি রূপে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে, রামের ব্যবসায়, বীর্য্য ও আয়ুধ সমস্ত, বীর লক্ষ্মণেরও তত্তৎ-বিষয় এবং পরমতেজস্বী বানরগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সেনানী

হইয়াছে, এই সকল যথাতত্ত্ব অবগত হইয়া, সত্বর আগমন কর।

দশানন এই প্রকার আজ্ঞা করিলে, বীর শুক ও সারণ উভয়ে বানররূপ ধারণ করিয়া, বানরসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু সেই অচিন্ত্য ও লোমহর্ষণ কপিসেনার সংখ্যা করিতে পারিল না। এই কপিসৈন্য পর্ব্বতাগ্র, নির্ঝর, গুহা, সাগরতীর, বন ও উপবন ইত্যাদি বিবিধ প্রদেশ আশ্রয় করিয়াছিল। কেহ সাগর পার হইতেছিল, কেহ পার হইয়াছে এবং কেহ বা পারের উপক্রম করিতেছে। কিয়দংশ সৈন্য শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে। এবং কেহ বা তাহার আয়োজন করিতেছে। শুক ও সারণ এবংবিধ ভীমবল ভীমনাদ ও অক্ষোভ্য বানরার্ণব সন্দর্শন করিল।

পরমতেজস্বী বিভীষণ সেই ছদ্মবেশী শুক সারণকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ গ্রহণ পূর্ব্বক রামের নিকট নিবেদন করিলেন, হে পরপুরবিজয়িন্! ইহারা রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী শুক ও সারণ, লঙ্কাপুর হইতে এখানে সমাগত হইয়াছে। ইহারা রাবণের চর।

শুক সারণ রামকে দর্শনগোচর করিয়া, ব্যথিত ও প্রাণে হতাশ হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সভয়ে কহিতে লাগিল, সৌম্য! আমরা রাবণের প্রেরণায় এখানে আসিয়াছি। হে রঘুনন্দন! আপনার সৈন্যের সংখ্যা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

সর্ব্বভূতহিতেরত দশরথনন্দন তাহাদের কথা শুনিয়া, সহাস্য আস্যে কহিলেন, যদি সমুদায় সৈন্য পরিদর্শন এবং আমাদেরও বলবীর্য্যাদি যথাযথ পরিজ্ঞাত হইয়া থাক; ফলতঃ, রাবণ যাহা বলিয়া দিয়াছে, যদি তোমাদের তদনুরূপ কার্য্যসাধন হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ইচ্ছানুসারে প্রতিগমন কর। আর, যদি কিছু দেখিতে বাকী থাকে, তাহা হইলে, পুনরায় নিজে তাহা দেখিতে পার, না হয়, বিভীষণ তৎসমস্ত দর্শন করাইবেন।

তোমাদিগকে ধরিয়াছে বলিয়া, তোমরা প্রাণের প্রতি কোন ভয় করিও না। তোমরা দূত, সুতরাং তোমাদিগকে কোনরূপে বধ করা উচিত নহে। তোমরা যদি দূত না হইয়া অন্য কেহ হইতে, তাহা হইলে, তোমাদের যখন নিরায়ুধ অবস্থায় গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন কোন ক্রমেই বধ করা হইতে পারে না। অতএব বিভীষণ! ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। ইহারা রাবণের ছদ্মবেশী চর এবং সুগ্রীবের সহিত আমার ভেদাদিসাধনে সতত তৎপর। হে শুক সারণ! তোমরাও লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক ধনদানুজ রাবণকে আমার কথামতে বলিবে, তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া আমার জানকীকে হরণ করিয়াছ, সসৈন্যে ও সবান্ধবে ইচ্ছানুসারে সেই বল প্রদর্শন কর। তুমি প্রাতঃকালেই অবলোকন করিবে, তোমার রাজধানী লঙ্কাপুরী সমুদায় প্রাকার, তোরণ ও রাক্ষসবলের সহিত মদীয় শরে বিধ্বংসিত হইয়াছে। রাবণ! বজ্রধর ইন্দ্র দানবগণে যেমন বজ্র প্রয়োগ করেন, আগামী কল্য প্রাতেই আমিও তেমনি সৈন্য সহিত তোমার উপর ভয়ংকর ক্রোধ মোচন করিব।

ধর্ম্মবৎসল রাম এই প্রকার প্রতিসন্দেশ প্রদান করিলে, শুক ও সারণ উভয়ে জয় হউক বলিয়া তাঁহার প্রতিনন্দন করত লঙ্কায় প্রত্যাগত হইয়া, রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিল, রাজন্! বিভীষণ যথার্থ আমাদের গ্রহণ করিলে, অপরিসীমতেজস্বী ধর্ম্মাত্মা রাম দর্শনমাত্র আমাদের পরিত্রাণ করিলেন। দশরথনন্দন শ্রীমান্ রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও মহেন্দ্র তুল্য পরাক্রান্ত পরমতেজীয়ান্ সুগ্রীব এই চারিজন পুরুষশ্রেষ্ঠ একত্র মিলিত হইয়াছেন। ইঁহারা লোকপাল সদৃশ, শূর, কৃতাস্ত্র ও দৃঢ়বিক্রম। ইঁহারা প্রাকার ও তোরণ সহিত সমুদায় লঙ্কা উৎপাটন করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম; বানরগণ সকলে অবস্থান করুক। ফলতঃ, রামের যে প্রকার প্রহরণ ও যাদৃশ রূপ, তাহাতে, তিনি একাকী লঙ্কানগরী ধ্বংস করিবেন, অন্য তিন

জনের আবশ্যক নাই। রাম, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে, বানরবাহিনী সমস্ত সুরাসুরগণেরও নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে। মহাত্মা বানরগণ সকলেই সংপ্রতি সংগ্রাম করিতে ইচ্ছুক। তাহাদের অনীকিনীস্থ যোদ্ধামাত্রেই নিরতিশয় হর্ষবিশিষ্ট হইয়াছে। অতএব আপনি বিরোধ না করিয়া, শান্তিবিধান ও রামকে জানকী সংপ্রদান করুন।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

সারণের অভিহিত সত্য ও অক্লীব বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা রাবণ কহিতে লাগিলেন, দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণও যদি আমার বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হয়, এবং যদি সমস্ত লোকও আমায় বিভীষিকা প্রদর্শন করে, তাহা হইলেও, আমি সীতাকে দিব না। সৌম্য! তুমি বানরগণ কর্ত্তৃক পীড়িত ও নিতান্ত ত্রস্তভাবাপন্ন হইয়াছ, সেই জন্য এই মুহূর্ত্তেই সীতার প্রতিপ্রদান তোমায় প্রশস্ত কল্প বোধ হইতেছে। দেখ, কোন্ শত্রু যুদ্ধে আমায় পরাজয় করিতে পারে?

রাক্ষসরাজ শ্রীমান্ রাবণ এই প্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, বানরসৈন্য পরিদর্শন মানসে বহুতালসমুন্নত হিমগৌর প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। তিনি ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, শুক সারণের সহিত তথায় আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র, পর্ব্বত ও অরণ্য সর্ব্বত্র দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া দেখিলেন, অপার, অসহ্য ও সুবিপুল বানরবল সমগ্র পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া শয়ন করিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি সারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের মধ্যে কাহারা প্রধান, কাহারা শূর, কাহারা মহাবল, কাহারা অগ্রণী, কাহারা মহোৎসাহসম্পন্ন সুগ্রীব কাহাদের কথা শুনে, এবং কাহারাই বা যূথপগণের যূথপতি, হে সারণ! উহাদের প্রভাবই বা কিরূপ, আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন কর।

বানরগণের মধ্যে কাহারা প্রধান, সারণ তাহা অবগত হইয়াছিল। রাক্ষসরাজ রাবণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া, বানরগণের মধ্যে প্রধানগণের পরিচয় দিয়া সে কহিতে লাগিল, এই যে বানর লঙ্কার অভিমুখে থাকিয়া গর্জ্জন করিতেছে, শত সহস্র যূথপতি বানর যাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, যাহার অত্যুচ্চ নিনাদে প্রাকার, তোরণ, শৈল, কানন ও বন সহিত সমগ্র লঙ্কা প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং সমুদায় বানরগণের রাজা মহাত্মা সুগ্রীব যাহাকে সেনানী করিয়াছেন, ইহার নাম যূথপতি বীর নীল। এই যে বীর্য্যবান বানর মানুষের ন্যায় বাহু উদ্যত করিয়া, পদভরে পৃথিবীতে গমন, লঙ্কার অভিমুখে কোপভরে সর্ব্বদা জৃম্ভা বিসর্জ্জন, অতিমাত্র রোষে বারংবার লাঙ্গুলাস্ফোটন পূর্ব্বক তাহার শব্দে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত এবং তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে, ইহার নাম অঙ্গদ। বানর-রাজ সুগ্রীব এই গিরিশৃঙ্গ প্রতীকাশ ও কমলকিঞ্জল্কসবর্ণ বানরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। এই অঙ্গদ বালীর সদৃশ পুত্র, সুগ্রীবের নিত্য প্রীতিভাজন এবং ইন্দ্রার্থে বরুণের ন্যায়, রামের অর্থে পরাক্রান্ত। রামের হিতৈষী বেগবান্ হনুমান যে জনকাত্মজাকে দেখিয়া গিয়াছে, সে সকলই এই অঙ্গদের বুদ্ধি। বীর্য্যবান্ অঙ্গদ রাজা সুগ্রীবের অধীন বহুসংখ্য যূথ ও স্বকীয় অনীকিনী সমভিব্যাহারে লইয়া, আপনারে বিনাশ করিবার জন্য অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যে সকল বানরযূথপতি গাত্র বিষ্টব্ধ করিয়া, ক্ষেড়ন ও নর্দ্দন এবং আস্থান পূর্ব্বক জৃম্ভা ত্যাগ করিয়া থাকে, শত্রুগণ যাহাদের বলবীর্য্যাদি সহ্য করিতে পারে না, যাহাদের স্বভাব ও পরাক্রম উভয়ই প্রচণ্ড, সেই এই চন্দনবাসী অষ্টশত সহস্র দশকোটি বীর বানর এই নলের অনুগামী হইয়াছে। এই নলও স্বীয় বাহিনী সহায়ে লঙ্কানগরী বিনাশ করিতে কৃতোৎসাহ হইয়াছে। রজতসঙ্কাশ ভীমবিক্রম এই বানর শ্বেত শূর বলিয়া তিন লোকেই বিখ্যাত।

এই দেখুন, শ্বেত বানরবাহিনী বিভক্ত ও প্রহর্ষিত করিয়া, কার্য্যবশতঃ সুগ্রীবের সকাশে আসিয়া পুনরায় গমন করিতেছে। যে বানর পূর্ব্বে গোমতীতীরে রম্যনামক পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিত, সেই এই যূথপতি কুমুদ বিবিধ পাদপপূর্ণ সংরোচন পর্ব্বতে রাজ্যশাসন করিয়া থাকে। সহস্র শত সহস্র বানর ইহার অধীন। যাহার দীর্ঘলাঙ্গুলসমাশ্রিত কেশর সকল বহুব্যাম আয়ত, তাম্র পীত শ্বেত ও সিত বর্ণে লাঞ্ছিত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও ঘোরদর্শন, সেই এই অদীনস্বভাব চণ্ড সংগ্রাম আকাঙ্ক্ষায় অবস্থান করিতেছে এবং স্বকীয় অনীকিনীসহায়ে লঙ্কা বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই যে সিংহসংকাশ, কপিলবর্ণ, দীর্ঘকেশর কপি দৃষ্টিপাতে যেন লঙ্কা দগ্ধ করত একাগ্রচিত্তে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, এবং বিন্ধ্য, কৃষ্ণগিরি, সহ্য ও সুদর্শন এই সকল পর্ব্বতে সতত অধিষ্ঠান করে ইহার নাম যূথপতি সরভ। ঐ দেখ ত্রিংশৎ শতসহস্র প্রচণ্ডস্বভাব প্রচণ্ড প্রকৃতি ঘোরদর্শন বানরপুঙ্গব বল পূর্ব্বক লঙ্কা বিনাশ করিবার জন্য সরভকে পরিবেষ্টিত করিয়া, ইহার অনুগমন করিতেছে। এই যে বানর বারংবার জৃম্ভাত্যাগসহকারে কর্ণযুগল বিবৃত করিতেছে, মৃত্যু হইতেও যাহার ভয় নাই, যে একাকীই যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক যে, রোষভরে প্রকম্পিত হইয়া পুনরায় তির্য্যগ্‌দৃষ্টি নিক্ষেপ ও লাঙ্গুলবিক্ষেপ অবলোকন করত গভীর গর্জ্জন করিতেছে, ইহার নাম রম্ভ। এই রম্ভ রম্ভজাতীয় বানরযূথের নিয়ন্তা। এবং নিরতিশয় তেজপ্রকাশ পুরঃসর নির্ভয়ে সর্ব্বদা সাল্বেয় ও রম্যপর্ব্বতে অবস্থিতি করে। রাজন্! চল্লিশলক্ষ বিহার নামক বলবান যূথপতি বানর এই রম্ভের অনুগত। ঐ যে বানর মেঘের ন্যায়, আকাশ আবরণ পূর্ব্বক সুরগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায়, বানরবীরগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, এবং যাহার ভেরীসদৃশ উচ্চনিনাদ সহবাসী যুদ্ধাভিলাষী কপিশ্রেষ্ঠগণের শব্দ সহিত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে, ইহার নাম যূথপতি পনস। এই পনস যুদ্ধে নিত্য

দুষ্প্রসহ এবং অনুপম পারিযাত্র পর্ব্বতে বাস করে। যাহাদের প্রত্যেকের অধীনে এক এক দল বানর আছে, তাদৃশ যূথপতি পঞ্চাশ লক্ষ বানর এই পনসের উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ যে বানর সাগর তীরে প্রতিষ্ঠিত ভয়ংকর প্রবলগিত চমূর শোভা সমুদ্ভাবন পূর্ব্বক দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছে, এবং যাহার কলেবর দর্দ্দুরগিরির ন্যায় প্রকাণ্ড, ইহার নাম যূথপতি বিনত। এই বিনত ষষ্টি লক্ষ বানরের নেতা এবং সরিদ্বরা বেণা নদীর সলিল পান করত বিচরণ করে। ঐ দেখুন, ক্রথন-নামক বানর যুদ্ধের জন্য আপনাকে আহ্বান করিতেছে। বল-বিক্রমবিশিষ্ট বহুসংখ্য যূথপতি বানর ইহার অধীন। যাহার কলেবর গৈরিক বর্ণসন্নিভ এবং যে সর্ব্বদা বলদর্পিত হইয়া বানর-গণের কাহাকেও গ্রাহ্য করে না; ঐ সেই তেজস্বী গবয় ক্রোধ ভরে আপনার অপেক্ষা করিতেছে। সপ্ততিলক্ষ বানর ইহার পরিচর্য্যা করে। এই গবয়ও স্বীয় অনীক সহায়ে লঙ্কা বিনাশে উৎসুক হইয়াছে। ফলতঃ, এই সকল যূথপতিশ্রেষ্ঠ যূথ-পতিগণ সকলেই বীর ও দুষ্প্রসহ। ইহাদের সংখ্যা নাই।

—:০:—

সপ্তবিংশ সর্গ।

রাজন্! আপনি যূথপতিগণের পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন। আমি আপনার নিকট তাহাদের বিষয় বর্ণন করিব। তাহারা সকলেই রামের জন্য পরাক্রম প্রকাশে উদ্যত হইয়াছে; লঙ্কাপুরে কাহাকেও জীবিত রাখিবে না। যাহার দীর্ঘলাঙ্গুল-সমাশ্রিত কেশরসমূহ বহু ব্যাম বিস্তৃত, স্নিগ্ধ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, তাম্র পীত সিত ও কৃষ্ণবর্ণে অলঙ্কৃত, উৎক্ষিপ্ত সূর্য্যমরীচির ন্যায় প্রকাশমান এবং পৃথিবীতে অনুকৃষ্ট হইয়া থাকে, ঐ সেই তার নামক বানর। শত সহস্র কপি সহসা লঙ্কারোহণে তৎপর হইয়া, বৃক্ষ উদ্যত করত ইহার অনুগমন করিতেছে। ঐ দেখুন,

বানররাজ সুগ্রীবের যূথপতি কিংকর সকল সমুপস্থিত হইয়াছে। ইহারা নীল মহামেঘের ন্যায়, আপনার দর্শনবিষয়ে বিরাজমান হইতেছে। ইহারা সকলেই অসিতাঞ্জনসন্নিভ ও যুদ্ধে সত্যপরাক্রম সাগরের পরপারসংস্থিত রেণুরাশির ন্যায়, ইহাদের সংখ্যা বা নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। পর্ব্বত, নদী ও জনপদবাসী এই সেই সুদারুণ ঋক্ষগণ সকলেই আপনার অপেক্ষা করিতেছে। রাজন্! ইহাদের মধ্যে ঐ ভীমাক্ষি ভীমদর্শন কপি সমন্তাৎ জীমূত পরিবেষ্টিত পর্জন্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, ইহার নাম ধূম্র। এই ধূম্র সমুদায় ঋক্ষের রাজা এবং নর্ম্মদাসলিল পান করত গিরিবর ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে বাস করে। অবলোকন করুন, ঐ পর্ব্বতাকৃতি জাম্ববান ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জাম্ববান অতি শান্তস্বভাব, গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী ও যুদ্ধে অমর্ষী এবং ভ্রাতার সমান সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হইলেও, পরাক্রমে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনেক মহাযূথপতি ইহার অধীন। দেবাসুর যুদ্ধে ধীমান্ জাম্ববান দেবরাজ ইন্দ্রের বিশিষ্টরূপ সাহায্য করিয়া অনেক বর প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার অধীনে অনেক সৈন্য আছে। তাহারা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া, শেখর হইতে মহাভ্রবিপুল শিলা সকল নিক্ষেপ ও গভীর গর্জ্জন করিয়া থাকে; মৃত্যু হইতেও উদ্বিগ্ন হয় না, রাক্ষস ও পিশাচের ন্যায় ক্রূর স্বভাব এবং অপরিসীম তেজঃপ্রকাশ পুরঃসর বিচরণ করিয়া থাকে। ইহাদের শরীর রোমে আচ্ছাদিত। ঐ যে বানর লীলাবশে কখনও লম্ফ প্রদান, কখনও বা অবস্থান করিতেছে, এবং বানরগণ একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতেছে, ইহার নাম দম্ভ। এই যূথপযূথপতি দম্ভ অতি বলবান এবং সৈন্য সমভিব্যাহারে সহস্রলোচন ইন্দ্রের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। গমন সময়ে একযোজন ব্যবহিত পর্ব্বত যাহার শরীরপার্শ্বে প্রতিহত হয়, এবং যাহার কলেবর ঊর্দ্ধেও এক যোজন ব্যপ্ত করিয়া, তত্রস্থ বস্তুজাত স্পর্শ করিয়া থাকে, যাহা অপেক্ষা ভয়ংকর রূপ চতুষ্পদ প্রাণীতে নাই, সন্না-

দন নামে বিখ্যাত এই সেই বানরগণের পিতামহ, অবলোকন করুন। পূর্ব্বে এই যূথপযূথপ ধীমান্ সম্পাদন ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াও, পরাজয় প্রাপ্ত হয় নাই। শক্রের সদৃশ পরাক্রান্ত ঐ বানর বিক্রমপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অগ্নি দেবাসুরযুদ্ধে দেবগণের সাহায্য করিবার জন্য গন্ধর্ব্বীর গর্ভে ইহাকে উৎপাদন করিয়াছেন। রাক্ষসনাথ! আপনার ভ্রাতা কুবের যে পর্ব্বতে জম্বু সেবা করেন, যে পর্ব্বত বহুকিন্নরসেবী পর্ব্বতেন্দ্রগণের রাজা এবং আপনার ভ্রাতার নিত্য বিহারসুখ সংবিধান করে, সেই কৈলাস পর্ব্বতে এই শ্রীমান্ বলবান বানরোত্তম বাস করে। ইহার নাম ক্রথন। যুদ্ধে ইহার আত্মশ্লাঘার লেশমাত্র নাই। ঐ দেখুন, ক্রথন কোটি সহস্র বানরবীরে পরিবৃত্ত ও যথাবিধানে আসীন হইয়া স্বীয় অনীক সহায়ে আপনার লঙ্কাপুরী বিনাশ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। রাজন্! ঐ প্রমাথীনামক বানর বানরের নেতা ও যূথপতি, অবলোকন করুন। এই প্রমাথী হস্তী ও বানরগণের পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক গজযূথদিগকে বিত্রাসিত করিয়া, ভাগীরথীর সমীপে পরিক্রমণ করে, গিরিগুহায় শয়ন পূর্ব্বক গর্জ্জন ও আরণ্য পাদপ সকল ভগ্ন করিয়া হস্তীদিগকে রুদ্ধ করিয়া থাকে, এবং গঙ্গার সমীপস্থ উশীর বীজ নামক পর্ব্বত ও মন্দরগিরি আশ্রয় করিয়া, স্বর্গে স্বয়ং ইন্দ্রের ন্যায়, বিহার করে। বানরবাহিনীর মধ্যে ইহার বিশেষ প্রাধান্য আছে। ইহাকে ধারণ করা দুর্ঘট। দশ কোটি বানর ইহার পরিচর্য্যা করে। তাহারা সকলেই বীর্য্য-বিক্রমদর্পিত, সকলেই বিশিষ্টরূপ বাহুবলবিশিষ্ট এবং সকলেই গর্জ্জনশীল। ঐ দেখুন, প্রমাথী, বায়ুবেগসমুদ্ধত মেঘের ন্যায়, বিরাজমান হইতেছে। ঐ দেখুন, পরমতেজস্বী বানরবাহিনী সংরব্ধ হইয়া, ধূম্রবর্ণ ধূলিপটল সমুত্থিত করিতেছে। ঐ ধূলিরাশি বায়ুবেগে সমন্তাৎ সঞ্চালিত হইয়া, প্রমাথীর সমীপে বারংবার বিক্ষিপ্ত হইতেছে।

মহারাজ! এই শ্বেতমুখ ভয়ংকর মহাবল শতলক্ষ গোলাঙ্গুল সেতুবন্ধ দর্শন পূর্ব্বক গবাক্ষ নামক যূথপতি গোলাঙ্গুলকে বেষ্টন করিয়া লঙ্কা বিনাশ করিবার জন্য সতেজে গর্জ্জন করিতেছে। যেখানে ভ্রমর সকল সর্ব্বদা বিচরণ ও বৃক্ষ সকল সকল কালেই ফল প্রসব করে, যাহার বর্ণ দিবাকর সদৃশ, ও দিবাকর যাহাকে প্রদক্ষিণ করে, মৃগপক্ষিগণ যাহার প্রভায় তৎসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা প্রতিভাত হয়, মহাত্মা মহর্ষিগণ যাহার প্রস্থদেশ পরিত্যাগ করেন না, যত্রত্য পাদপগণ সকলেই কামফল ও ফলপুষ্পসমন্বিত, এবং যাহাতে রাশি রাশি মহামূল্য মধু সমুৎপন্ন হয়, সেই রমণীয় মহামেরুতে এই কপিমুখ্য মুখ্য যূথপতি কেশরী সর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকে। হে অনঘ! তুমি যেমন রাক্ষসগণের শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ষষ্টিসহস্র গিরিগণের মধ্যে প্রধান সাবর্ণি মেরু নামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতস্থ অস্তগগিরিতে কপিল, শ্বেত, তাম্র স্য, মধুপিঙ্গল, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ও নখায়ুধ বানরগণ বাস করে। তাহারা সকলেই সিংহ,ব্যাঘ্র বৈশ্বানর, আশীবিষ, মত্ত মাতঙ্গ, মহাগিরি ও মহামেঘ এই সকলের সদৃশ, সকলেই দীর্ঘাক্ষিপ্ত লাঙ্গুলসম্পন্ন, রক্তপিঙ্গললোচনবিশিষ্ট এবং অতীব ভয়ংকর গতি ও শব্দসমন্বিত। তাহারা সকলেই লঙ্কার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, উহাকে যেন মর্দ্দন করত অবস্থিতি করিতেছে। ঐ দেখ, তাহাদের এই অধিপতি তাহাদের মধ্যে বিরাজমান হইতেছে। রাজন্! ইহার নাম পৃথিবী বিখ্যাত শতবলি। বীর্য্যবান্ শতবলি সর্ব্বদা রক্ষার্থী হইয়া আদিত্যের উপাসনা করে। এবং স্বীয় অনীকসহায়ে ত্বদীয় রাজধানী ধ্বংস করিতে সমুৎসুক হইয়াছে। মহারাজ! এই শতবলি বলবিক্রমশৌর্য্যসম্পন্ন, স্বীয় পৌরুষে ব্যবস্থিত এবং রামের প্রিয়ানুষ্ঠান জন্য প্রাণের মায়া পরিহার করিয়াছে। রাজন্! গয়, গবাক্ষ, নল, নীল, গজ ইহারা প্রত্যেকেই দশ দশ কোটি যোদ্ধার নায়ক। এতদ্ভিন্ন, বিন্ধ্যপর্ব্বতনিবাসী অন্যান্য অনেক প্রধান বানর সম-

যেত হইয়াছে। বহুত্বপ্রযুক্ত তাহাদের সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। মহারাজ! তাহারা সকলেই লঘুবিক্রম, সকলেই মহাপ্রভাব, সকলেই মহাশৈলসদৃশ কলেবর এবং সকলেই ক্ষণমধ্যে পৃথিবীর পর্ব্বত সকল বিধ্বস্ত ও বিকীর্ণ করিতে পারে।

অষ্টাবিংশতি সর্গ।

সারণ এইরূপে সৈন্যনির্দ্দেশ পূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, শুক তাহার কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিল, মহারাজ! এই যে সকল বানর মত্ত মহাগজ, গঙ্গাতটোৎপন্ন বট বৃক্ষ অথবা হিমালয়জাত সাল তরুর ন্যায়, বসিয়া আছে, দেখিতেছেন, ইহারা সকলেই দুষ্প্রসহ, মহাবল ও কামরূপী এবং দৈত্যদানবসকাশ ও যুদ্ধে দেবপরাক্রম। ইহাদের সংখ্যা শতবৃন্দ, সহস্রশঙ্কু ও একবিংশতি সহস্রকোটি। ইহারা সকলে সুগ্রীবের সচিব, সর্ব্বদা কিষ্কিন্ধ্যায় বাস ও ইচ্ছানুসারে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকে এবং দেব ও গন্ধর্ব্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ঐ যে সমানাকৃতি ও দেবরূপী দুই জনকে দেখিতেছেন, ইহাদের নাম মৈন্দ ও দ্বিবিদ। যুদ্ধে ইহাদের প্রতিযোগী নাই। ইহারা ব্রহ্মা কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, অমৃত পান করিয়াছেন। এক্ষণে নিরতিশয় তেজঃপ্রকাশ পূর্ব্বক লঙ্কা বিনাশ করিতে আশংকা করিতেছে।

ঐ যে বানর, মদমত্ত মহাগজের ন্যায়, অবস্থিতি করিতেছে, দেখিতেছেন, ক্রুদ্ধ হইলে, বল পূর্ব্বক মহাসাগরও ক্ষুব্ধ করিতে পারে। এই বানর আপনার ও জানকীর অন্বেষণ প্রসঙ্গে লঙ্কায় আগমন করিয়াছিল। পূর্ব্বে ইহাকে দেখিয়াছেন, এক্ষণে আবার আসিয়াছে; দেখুন। এই কপিকেশরির জ্যেষ্ঠ পুত্র, পবননন্দন ও হনুমান্ নামে বিখ্যাত। এবং সাগর লঙ্ঘন

করিয়া, লঙ্কায় আসিয়াছে। পিতা পবনের ন্যায়, ইহার গতি অনিবার্য্য। এইরূপ বিখ্যাত আছে, বলবান্‌, রূপবান্‌, কামরূপ, হরিশ্রেষ্ঠ এই পবনাত্মজ বাল্যকালে বুভুক্ষিত হইয়া, উদীয়মান ভাস্করদর্শনে ত্রিযোজন সহস্র পথ অবতরণ পূর্ব্বক, আমি এই আদিত্যকে ভক্ষণ করিব, নতুবা আমার ক্ষুধানিবৃত্তি হইবে না, মনে মনে এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া বলদর্পিত হইয়া, লম্ফ প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু দেব, ঋষি ও রাক্ষসগণেরও অতিমাত্র অনাধৃষ্য ভাস্করদেবকে প্রাপ্ত না হইয়া, উদয়গিরিতে পতিত হইল। শিলাতলে পতিত হওয়াতে, আঘাত লাগিয়া ইহার এক দিকের হনু কিঞ্চিৎ ভগ্ন হইয়া গেল। তদবধি এই দৃঢ়হনু বানর হনুমান নামে বিখ্যাত হইয়াছে। রাজন্‌! আমি এই ইতিবৃত্ত সমেত হনুমানকে বিশেষ বিদিত আছি। ইহার বল, রূপ, প্রভাব বর্ণন করা সাধ্য নহে। হনুমান একাকীই সতেজে সমস্ত লঙ্কা বিনাশে উৎসাহী হইয়া থাকে। এই হনুমান সেদিন আপনার লঙ্কায় অগ্নি প্রজ্বালিত ও নিহিত করিয়াছিল, আপনি কিরূপে ইহাকে বিস্মৃত হইবেন?

হনুমানের অব্যবহিত পরেই ঐ যে শৌর্য্যশালী, শ্যামলদেহ, পদ্মপলাশলোচন পুরুষ আসীন রহিয়াছেন, যিনি ইক্ষ্বাকুগণের মধ্যে অতিরথ ও লোকবিখ্যাত-পৌরুষ, যাঁহাতে ধর্ম্ম কখনো বিচলিত ও অতিবর্ত্তিত হয় না, যিনি সমস্ত বেদ ও ব্রহ্মাস্ত্র অবগত আছেন, এবং সমুদায় বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য, যাঁহার বাণে গগনমণ্ডল ও মেদিনীমণ্ডল উভয়ই বিদীর্ণ হইয়া থাকে, মৃত্যুর ন্যায় যাঁহার ক্রোধ, ইন্দ্রের ন্যায় যাঁহার পরাক্রম, আপনি জনস্থান হইতে যাঁহার ভার্য্যা হরণ করিয়া আনিয়াছেন, এই সেই রাম; রাজন্‌! আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিমুখীন রহিয়াছেন।

রামের দক্ষিণ পার্শ্বে ঐ যে বিশুদ্ধ জাম্বুনদপ্রভ, বিশালবক্ষা, তাম্রলোচন, নীলকুঞ্চিত-কেশকলাপবিশিষ্ট মহাপুরুষ বসিয়া আছেন, ইহার নাম লক্ষ্মণ। ইনি ভ্রাতার প্রিয়হিতনিরত,

যুদ্ধে ও নীতিতে নিপুণ, সমুদায় শস্ত্রধরগণের শ্রেষ্ঠ, অমর্ষী, দুর্জ্জয়, জেতা, বিক্রান্ত ও বলদর্পিত, এবং ইনি রামের দক্ষিণ বাহু ও নিত্য বহিশ্চরপ্রাণ স্বরূপ। রামের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ইনিও সমুদায় রাক্ষসংহারে আশংসা করিতেছেন।

ঐ যে পুরুষ রামের সব্য পক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি রাক্ষসগণপরিক্ষিপ্ত রাজা বিভীষণ। রাজরাজ শ্রীমান্ রাম ইঁহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। ইনিও সংরব্ধ হইয়া, আপনার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ঐ যাহাকে অচলভূধরের ন্যায়, অবস্থিত দেখিতেছেন, এই বানর সমুদায় শাখামৃগেন্দ্রের অধিপতি অসীমতেজস্বী সুগ্রীব। তেজ, যশ, বুদ্ধি, বল, অভিজন, সকল বিষয়েই কপিদিগকে অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের ন্যায়, ইহার শোভা হইয়াছে। এই সুগ্রীব প্রধান প্রধান যূথপতির সহিত গহনদ্রুমবিশিষ্ট পর্ব্বতদুর্গস্থ দুর্গম কিষ্কিন্ধ্যা গুহাতে বাস করে। শতপুষ্করশালিনী কাঞ্চনময়ী মালা ইহার গলদেশে লম্বমান। এই মালা দেবমনুষ্য সকলেরই মনোহর ও স্বয়ং লক্ষ্মী উহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাম বালিকে বধ করিয়া এই মালা, তারা ও শাশ্বত কপিরাজ্য সুগ্রীবকে প্রদান করিয়াছেন।

মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, শত শত সহস্রে এককোটি, শতকোটিসহস্রে শঙ্কু, শতশঙ্কুসহস্রে মহাশঙ্কু, মহাশঙ্কুসহস্রে শতবৃন্দ, শতবৃন্দসহস্রে মহাবৃন্দ, মহাবৃন্দ সহস্রে শত পদ্ম, শতপদ্মসহস্রে মহাপদ্ম, মহাপদ্মসহস্রে শত খর্ব্ব, শতখর্ব্ব সহস্রে মহাখর্ব্ব, মহাখর্ব্ব সহস্রে সমুদ্র এবং শত সমুদ্র সহস্রে এক মহৌঘ হয়। বানররাজ সুগ্রীব এইরূপ কোটি সহস্র, শংকুশত, মহাশংকুসহস্র, বৃন্দশত, মহাবৃন্দ সহস্র, পদ্মশত, মহাপদ্মসহস্র, খর্ব্বশত, এক সমুদ্র ও এক মহৌঘ সৈন্য লইয়া বীর বিভীষণ ও সচিবগণে পরিবারিত হইয়া, আপনার সহিত

যুদ্ধার্থ অভিমুখীন হইয়াছে। এই সুগ্রীব মহাবলযুক্ত ও মহাবল পরাক্রম। মহারাজ! প্রজ্বলিত গ্রহোপম এই উপস্থিত বানরবাহিনী সন্দর্শন করিয়া, যাহাতে জয় হয় ও শত্রুগণ পরাভব করিতে না পারে, তদনুরূপ পরম প্রযত্ন বিধান করুন।

উনত্রিংশ সর্গ।

শুক এই প্রকার নির্দ্দেশ করিলে, দশানন সমুদায় বানরযূথপতিদিগকে দর্শন এবং রামের দক্ষিণ বাহুস্বরূপ নিকটে উপবিষ্ট মহাবল লক্ষ্মণ, ভ্রাতা বিভীষণ, সকল বানরের রাজা ভীমবিক্রম সুগ্রীব, বালীর পুত্র বলবান্ অঙ্গদ, বিক্রমশালী হনুমান, দুর্জ্জয় জাম্ববান, প্লবগর্ষভ সুষেণ, কুমুদ, নীল, নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ ইহাদিগকে অবলোকন করিয়া, কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নচিত্ত ও জাতক্রোধ হইয়া, বীর শুক সারণ উভয়কেই ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। তাহারা প্রণতি পূর্ব্বক অধোমুখ হইয়া রহিল। অনন্তর রাবণ রোষগদ্গদ সক্রোধ পরুষবাক্যে তাহাদিগকে কহিলেন, নিগ্রহ অনুগ্রহে সমর্থ রাজার সম্মুখে ঈদৃশ বিপ্রিয়বাদ প্রয়োগ করা অনুজীবী মন্ত্রিগণের কখনই উচিত হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করি নাই, তথাপি তোমরা দুই জনেই যুদ্ধার্থ অভিমুখীন প্রতিকূল শত্রুগণের স্তব করিলে, ইহা কি তোমাদের অনুরূপ হইয়াছে? বুঝিলাম, তোমরা আচার্য্য, গুরু ও বৃদ্ধগণের বৃথা পরিচর্য্যা করিয়াছ। রাজশাস্ত্রের যাহা সার এবং যাহা গ্রহণ করিতে হয়, তোমরা তাহা গ্রহণ কর নাই; অথবা, গ্রহণ করিয়া থাকিলেও, বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ। সেই জন্য তোমাদের অজ্ঞানবাহুল্য সংঘটিত হইয়াছে। আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য, সেই জন্যই তোমাদের ন্যায় ঈদৃশ মূর্খ মন্ত্রিগণের যোগেও আজিও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছি। দেখ,

আমি সকলের শাসনকর্ত্তা এবং আমার বাক্যমাত্রে লোকসকলের অনুগ্রহ নিগ্রহ হইয়া থাকে। অতএব আমাকে পরুষ কথা বলিতে তোমাদের কি মৃত্যুভয় হয় না? অরণ্যমধ্যে পাদপগণ অগ্নিস্পর্শ করিয়াও একদিন বাঁচিতে পারে, কিন্তু রাজদ্রোহী অপরাধিগণ কখনই বাঁচিতে পারে না। তোমরা পূর্ব্বে অনেক উপকার করিয়াছ, সেই জন্য আমার ক্রোধ যদি মৃদুভাব অবলম্বন না করিত, তাহা হইলে, শত্রুপক্ষের প্রশংসাপরায়ণ পাপাত্মা তোমাদের দুই জনকেই সংহার করিতাম। তোমরা আমার নিকট হইতে দূর হও, আর আমার প্রত্যক্ষে আসিও না। তোমাদের কৃত উপকার সকল আমার মনে পড়িতেছে। সেই জন্য তোমাদের সংহারে আমার অভিলাষ হইতেছে না। অথবা তোমরা যখন কৃতঘ্ন ও আমার প্রতি স্নেহ হীন, তখন আপনা হইতেই হত হইয়াছ।

শুক সারণ উভয়ে এই কথা শুনিয়া, লজ্জিত হইয়া, রাবণকে জয় হউক বলিয়া, প্রতিনন্দন করত তথা হইতে বিনিঃসৃত হইল। তাহারা প্রস্থান করিলে, দশানন সমীপস্থিত মহোদরকে কহিলেন, শীঘ্র চারদিগকে উপস্থিত কর। মহোদর যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ চারদিগকে তথায় আসিতে আজ্ঞা করিলে, তাহারা অবিলম্বেই রাজার আজ্ঞানুসারে তথায় সমাগত এবং তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক সম্বর্দ্ধিত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপস্থ হইল। তাহারা চারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিশ্বস্ত, নির্ভীক ও শৌর্য্যসম্পন্ন। রাক্ষসরাজ রাবণ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রামের অভিপ্রায় পরীক্ষার জন্য তোমাদিগকে গমন করিতে হইবে। কোন্ কোন্ ব্যক্তি মন্ত্রণাবিষয়ে রামের পরম অন্তরঙ্গ ও প্রীতিভরে তাঁহার সহিত সমাগত হইয়াছে এবং রাম কিরূপে শয়ন ও জাগরণ করেন এবং অদ্য তিনি কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় নিপুণতাসহকারে সবিশেষ জানিয়া আইস। চারকগুরু শত্রু পরী-

ক্ষিত হইলে, বুদ্ধিমান নরপতিগণ যুদ্ধে স্বল্পায়াসেই তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিরস্ত করিয়া থাকেন।

চারগণ যে আজ্ঞা বলিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়া, শার্দ্দূলকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, মহাত্মা রাক্ষসসত্তম রাবণকে প্রদক্ষিণ করত রাম লক্ষ্মণ যেখানে তথায় প্রস্থান করিল। তাহারা প্রচ্ছন্নবেশে সুবেল শৈলের সমীপদেশে সমাগত হইয়া, বিভীষণ ও সুগ্রীবের সহিত রাম, লক্ষ্মণ ও বানরবাহিনী দর্শন করিল। দর্শন করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া উঠিল। ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া, নিগৃহীত করিলেন। তিনি তাহাদের মধ্যে শার্দ্দূলকে অতিদুষ্ট ভাবিয়া, বানরগণ সকাশে গ্রহণ করিলে সেই কপিগণ তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। পরম দয়ালু রাম তাহাকে ও তাহার সহচর অন্যান্য রাক্ষসদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা লঘুবিক্রম ও বিক্রমশালী বানরগণ কর্ত্তৃক অর্দ্দিত ও হতচেতন হইয়া, নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পুনরায় লঙ্কায় সমাগত হইল। তাহারা পররত্তান্ত পরিজ্ঞান-বাসনায় সর্ব্বদা পররাষ্ট্র বিভাগে বিচরণ করিয়া থাকে। সুবেল শৈলের সমীপদেশে অবস্থিত দশাননের নিকটস্থ হইয়া, ঐ সকল মহাবল নিশাচর চর রামের সৈন্যবৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

—•:•—

ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর চারগণ লঙ্কাধিপতিকে সংবাদ দিল, রাম দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সুবেল শৈলে সেনানিবেশ করিয়াছেন। মহাবল রাম উপস্থিত হইয়াছেন, চারমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া শার্দ্দূলকে কহিলেন, নিশাচর! তোমার বাক্য স্পষ্ট নহে; তুমি কাতরও হইয়াছ; ক্রুদ্ধ শত্রুদিগের হস্তে ত পতিত হও নাই?

ভয়বিধুর শার্দ্দুল এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ক্ষীণবচনে রাক্ষস-শার্দ্দুলকে নিবেদন করিল, রাজন্! চার দ্বারা আপনি বানরশ্রেষ্ঠদিগকে অবগত হইতে পারিবেন না, তাহারা বিক্রমশালী ও বলবান্; এবং রাম তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাহাদিগের সহিত আলাপ করিবারই যোগ্যতা নাই; সুতরাং কোন প্রশ্ন করা দুঃসাধ্য। পর্ব্বতপ্রমাণ বানরগণ সমস্ত পথ রক্ষা করিতেছে। বলনির্দ্ধারণার্থ আমি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষসগণ আমাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া নানা পথে বিচরণ করাইল; এবং অসহিষ্ণুস্বভাব বলবান্ বানরগণ জানু, মুষ্টি, দন্ত ও করতল দ্বারা অতিশয় প্রহার করিতে করিতে আমার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র পরিচয় প্রদান করিয়া অবশেষে রামের সভায় লইয়া উপস্থিত করাইল। তখন আমার অবশ অঙ্গ হইতে রুধিরস্রাব হইতেছিল, আমি বিহ্বল হইয়াছিলাম, আমার ইন্দ্রিয় বিচলিত হইয়াছিল। বানরগণ আমায় বধ করিত, কেবল আমি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করাতেই ভাগ্যবলে রাম, না, না, বলিয়া আমায় মুক্তি দান করিলেন। রাম এই শৈল ও শিলা দ্বারা মহার্ণব পূরণ করিয়া লঙ্কার দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক সশস্ত্র অবস্থিতি করিতেছেন। গরুড়-ব্যূহ রচনা করিয়াছেন, বানরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। আমাকে পরিত্যাগ করিবার পরেই মহাত্মা লঙ্কার দিকেই অগ্রসর হইতেছেন। অগ্রে প্রাকার দেশে আগমন করিবেন। ইতিমধ্যে আপনি সত্বর দুইয়ের এক কাজ করুন, হয় সীতাকে প্রত্যর্পণ না হয় যুদ্ধ দান করুন।

রাবণ সেই কথা শ্রবণ ও মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া শার্দ্দুলকে অতি মহাবাক্য বলিলেন, দেবতা, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ একত্রিত হইয়া যদি আমায় আক্রমণ করে, আমি তথাপি সীতা প্রত্যর্পণ করিব না; নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভয়েও প্রদান করিব না।

মহাতেজা রাবণ এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, তুমি চার ভাবে সমস্ত সেনার পরিচয় পাইয়াছ; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি তন্মধ্যে কোন্ কোন্ বানর শূর। হে সৌম্য! বানরগণের মধ্যে যাহারা দুর্দ্ধর্ষ, তাহাদিগের প্রভা কিরূপ; আকৃতিই বা কিরূপ; তাহারা কাহার পুত্র; কাহারই বা পৌত্র; হে সুব্রত! যথার্থ করিয়া বল। তাহাদিগের বলাবল জ্ঞাত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিব। যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, শত্রুর বলাবল নির্ণয় করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

উত্তম চর শার্দ্দুল রাবণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, তৎসন্নিধানে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল, জাম্ববান নামে যুদ্ধে অজেয় বীর ঋক্ষরাজার ঔরসপুত্র এবং গদ্গদের ক্ষেত্রজ পুত্র। ধূম্র ও গদগদের পুত্র। কেশরী বৃহস্পতির পুত্র; তাহারই পুত্র একাকী শত শত রাক্ষস বিনাশ করিয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা বীর্য্যবান্ সুষেণ ধর্ম্মের পুত্র। রাজন্! সৌম্যদর্শন বানর দধিমুখ চন্দ্রের নন্দন। নিশ্চয়ই বিধাতা সাক্ষাৎ মৃত্যুকে সুমুখ, দুর্ম্মুখ ও বেগদর্শী বানররূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নীল অগ্নির পুত্র; সেই সেনাপতি। বিখ্যাত হনুমান বায়ুর তনয়। বলবান্ যুবা অঙ্গদ ইন্দ্রের পৌত্র। বলশালী মৈন্দ আর দ্বিবিদ দুই অশ্বিনীকুমারের অপত্য। কালান্তকোপম গজ, গবাক্ষ,গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন, এই পঞ্চবানর যমের পুত্র। দশকোটি বীর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী শ্রীমান বানর দেবগণের পুত্র। অপরের পরিচয় বলিতে পারি না।

দূষণ, খর এবং ত্রিশিরাকে যিনি নিপাত করিয়াছেন, তিনি দশরথের পুত্র, নাম রাম; রামের গঠন সিংহের ন্যায় এবং বয়স যৌবন। ভূমণ্ডল মধ্যে বিক্রমে তাঁহার সমান কেহই নাই। তিনি যমসম বিরাধ ও কবন্ধকে সংহার করিয়াছেন। পৃথিবীতে কোন মানব রামের গুণ বর্ণন করিতে পারে না। তিনি জনস্থানবাসী সমুদায় রাক্ষস বিনাশ করিয়াছেন। ধর্ম্মাত্মা

লক্ষ্মণ যেন গজরাজ, তাঁহার বাণপথে পতিত হইলে ইন্দ্রও বাঁচিতে পারেন না।

সেনামধ্যে শ্বেত আর জ্যোতির্ম্মুখ নামে দুই বানর সবিতার আত্মজ। বানর হেমকূট বরুণের পুত্র। বানরশ্রেষ্ঠ বীর নল বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। বিক্রমশালী বেগবান দুর্দ্ধর বসুর নন্দন। আপনার ভ্রাতা রাক্ষসগণের শ্রেষ্ঠ বিভীষণ লঙ্কারাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাঘবের হিতসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সুবেল পর্ব্বতে সন্নিবিষ্ট নিখিল বানর সৈন্যের পরিচয় আপনাকে এই নিবেদন করিলাম। শেষ কর্ত্তব্য এখন আপনার অধীন।

একত্রিংশ সর্গ।

চারগণ আসিয়া সংবাদ দিল, রাম দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যসমভিব্যাহারে লঙ্কামধ্যে সুবেল পর্ব্বতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন। মহাবল রাম আগমন করিয়াছেন, চারমুখে এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাবণ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া মন্ত্রিদিগকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! অবহিতচিত্তে শীঘ্র আগমন কর; আমাদিগের মন্ত্রণার যথার্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে।

তাঁহার সেই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণ সত্বর নিকটে আগমন করিল। তখন রাবণ মন্ত্রী রাক্ষসগণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন; এবং কর্ত্তব্য কার্য্য স্থির করিয়া মন্ত্রিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ আলয়ে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর মহামায়ী দশগ্রীব মহাবল মায়াবী বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া সীতা যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় প্রবিষ্ট হইলেন। এবং মায়াবিৎ বিদ্যুজ্জিহ্বকে কহিলেন, আমরা মায়া দ্বারা জনকনন্দিনী সীতাকে মোহিত করিব। হে নিশাচর! রাঘবের মায়াময়

মুণ্ড এবং এক মায়াময় সশরধনু লইয়া আমার নিকট আগমন কর। এই কথা শ্রবণ করিয়া নিশাচর বিদ্যুজ্জিহ্ব বলিল, যে আজ্ঞা। এবং অবিলম্বেই রাবণকে সেই পরিপাটী মায়া প্রদর্শন করিল। রাজা তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া অলঙ্কার পুরস্কার করিলেন। পরে মহাবল রাক্ষসাধিপতি সীতাদর্শনলালস হইয়া অশোক বনে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া কুবেরানুজ দর্শন করিলেন, অশোকবনমধ্যে দুঃখের অযোগ্যা সীতা দুঃখিতা ও শোকপরায়ণা হইয়া অধোমুখে স্বামীকে ভাবনা করিতেছেন। সন্নিকটে ঘোরা রাক্ষসী সকল উপবেশন করিয়া আছে। দুষ্ট দশানন নিকটবর্ত্তী হইয়া আনন্দ ধ্বনি করিয়া কহিতে লাগিল, ভদ্রে! এ পর্য্যন্ত আমি তোমায় নানা অনুনয় বিনয় করিলেও তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া, কোন কথাই গ্রাহ্য কর নাই, খরের বিনাশকর্ত্তা তোমার সেই স্বামী সমরে নিহত হইয়াছে। আমি তোমার আশার মূলচ্ছেদ এবং তোমার দর্প নাশ করিয়াছি। সীতে! এখন তুমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া অগত্যা আমার ভার্য্যা হইবে। মূঢ়ে! যে অভিপ্রায় করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ কর; মৃত লইয়া আর কি করিবে। ভদ্রে! তুমি আমার সকল ভার্য্যার অধীশ্বরী হও। হে অল্পবুদ্ধে! হে নষ্টসংকল্পে! হে পণ্ডিতমানিনি সীতে! বৃত্রবধের ন্যায় স্বামিবধ সম্বাদ শ্রবণ কর। রাঘব আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত বানররাজসংগৃহীত মহাসৈন্য সমভিব্যাহারে সাগরতীরে উপস্থিত হয়। শেষে দিবাকর অস্তগমন করিলে মহাসৈন্যের সহিত সাগরের উত্তরতীরে সন্নিবেশ করে। প্রথমতঃ অর্দ্ধরাত্রি সময়ে আমার চারগণ দেখিয়া আইসে, সমস্ত সৈন্য পথশ্রান্ত হইয়া গাঢ় নিদ্রা যাইতেছে। পরে প্রহস্ত আমার মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়া, যথায় রাম লক্ষ্মণ অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় গমন করিয়া, রামের সৈন্য নাশ করিয়াছে। রাক্ষসগণ বানরগণের উপর উপর্য্যুপরি পট্টিশ, পরিঘ, চক্র, ঋষ্টি, দণ্ড, বাণজাল, ভাস্বর শূল, কূট, মুদ্-

গদা, যষ্টি, তোমর, পাশ, চক্র ও মুষল প্রভৃতি মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিয়াছিল। অবশেষে রণোন্মত্ত প্রহস্ত মহাখড়্গ দ্বারা নিদ্রিত রামের মস্তক ছেদন করে। বিভীষণ পলায়ন করিতে যাইয়া, গৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্মণ অবশিষ্ট বানরসৈন্যের সহিত কোথায় পলায়ন করিয়াছে। বানররাজ সুগ্রীব ভগ্ন-গ্রীব হইয়া শয়ন করি[illegible] হনুমানকে বিনাশ করিয়াছে, তাহার হনু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। জাম্ববান দুই জানুতে উত্থিত হইতেছিল, এই সময়ে যুদ্ধভূমিতে নিহত এবং বহু পট্টিশ দ্বারা পাদপের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়াছে। বানরশ্রেষ্ঠ মৈন্দ ও দ্বিবিদ শোণিতে লিপ্ত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও ক্রন্দন করিতে করিতে বিনষ্ট হইয়াছে, সেই দুই শত্রুনিসূদন অসি দ্বারা মধ্যভাগে ছিন্ন হইয়া পতিত আছে। পনস পনসের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছে। দরীমুখ বহু নারাচ দ্বারা ছিন্ন হইয়া দরীতে শয়ন করিয়া আছে। মহাতেজা কুমুদ চিচিকুচি শব্দ করিয়া বাণ দ্বারা নিহত হইয়াছে। রাক্ষসগণ আক্রমণ করিয়া বহু শর দ্বারা অঙ্গদকে বিনাশ করিয়াছে। অঙ্গদ ভূমিতে পতিত হইয়া সর্বাঙ্গে রুধির উদ্গার করিতেছে। বায়ুবেগমথিত বারিদের ন্যায়, অপরাপর বানর কতক নাগগণ কর্তৃক বা বাহুজাল দ্বারা মর্দিত হইয়া, শয়ন করিয়া আছে, কতক কতক আহত ও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছে। সিংহ মহাগজের ন্যায়, রাক্ষসগণ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল। কতক সাগরে পতিত হইয়াছে, কতক আকাশমার্গে পলায়ন করিয়াছে। ঋক্ষগণ বানরগণের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানা বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে। পিঙ্গলাক্ষ বহুতর বানর বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণের হস্তে সাগরের তীরে, শৈলে ও বন সকলে বিনাশ পাইয়াছে। আমার সৈন্য এই প্রকারে তোমার স্বামীকে সসৈন্যে বিনাশ করিয়াছে। এই দেখ, তাঁহার রুধিরাক্ত ধূলিম্রক্ষিত মস্তক আনীত হইয়াছে।

এই কথা বলিয়া দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার শ্রবণগোচরে এক রাক্ষসীকে আজ্ঞা করিলেন, যে স্বয়ং সমরস্থলী হইতে রামের মস্তক আহরণ করিয়াছে, সেই ক্রূরকর্ম্মা বিদ্যুজ্জিহ্ব রাক্ষসকে আনয়ন কর। পরে বিদ্যুজ্জিহ্ব ঐ মস্তক ও শরাসন লইয়া, রাবণকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তখন রাজা সমীপে দণ্ডায়মান মহাজিহ্বাসম্পন্ন রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বকে কহিলেন, দাশরথির মুণ্ড শীঘ্র সীতার সম্মুখে রক্ষা কর, কৃপণা ভর্ত্তার অন্তিম দশা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করুক।

এই বাক্য শ্রবণে রাক্ষস সেই প্রিয়দর্শন মস্তক সীতার সমীপে নিক্ষেপ করিয়া সত্বর অদৃশ্য হইল। রাবণও এই রামের শরাসন বলিয়া, সেই ত্রিলোকবিখ্যাত ভাস্বর মহৎ শরাসন নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, এই সেই তোমার রামের সজ্য শরাসন, প্রহস্ত সেই মানুষকে বিনাশ করিয়া ইহা এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে।

রাবণ বিদ্যুৎজিহ্বের সঙ্গে সঙ্গেই সেই মুণ্ড ও শরাসন ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া যশস্বিনী বিদেহরাজনন্দিনীকে কহিলেন, আমার বশবর্ত্তিনী হও।

—০*০—

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

সেই মুণ্ড ও শরাসন দর্শন; হনুমান সুগ্রীবের সহিত যে বন্ধুত্বের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ; এবং স্বামীর নয়নযুগল, মুখবর্ণ, সেই প্রকার মুখ, কেশ, কেশান্ত, ও সুন্দর চূড়ামণি; এই সকল অভিজ্ঞান দ্বারা চিনিতে পারিয়া, সীতা নিরতিশয় দুঃখিতা হইয়া কুররীর ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে কৈকেয়ীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কৈকেয়ি! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল; বংশধর নিহত হইলেন। কলহস্বভাবা

তোমা হইতে সমস্ত কুল উৎসন্ন হইল। আর্য্য রাম কৈকেয়ীর কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন, যে তিনি চীর বসন দান করিয়া, আমার সহিত তাঁহাকে বনে নির্ব্বাসন করিলেন।

তপস্বিনী বালা বিদেহনন্দিনী এই কথা কহিয়া, ছিন্না কদলীর ন্যায়, কম্পিতকলেবরে ভূমিতে পতিত হইলেন। ক্ষণপরেই আশ্বাস ও চেতনা প্রাপ্ত হইয়া, আয়তলোচনা সেই মস্তক নিকটে স্থাপন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; হা মহাবাহো! হা পিতৃসত্যপ্রতিপালক! আমি হত হইলাম, তোমার মরণে আমি এই শেষ দশা প্রাপ্ত হইলাম; আমি বিধবা হইলাম। স্বামীর মরণ নারীর প্রধান বিপদ্; তুমি ত আমাকে সচ্চরিত্র দর্শন এবং নিজ সচ্চরিত্র প্রকাশ করিয়া আমার অগ্রেই প্রস্থান করিলে। আমি মহদ্দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, একমাত্র যিনি আমার উদ্ধার করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সেই তুমিও নিপাতিত হইলে। রাঘব! তুমি আমার শ্বশ্রু কৌশল্যার একমাত্র পুত্র, বৎসলা গাভীর ন্যায় তিনি তোমার প্রতি স্নেহবতী ছিলেন, এক্ষণে তোমার মরণে বিবৎসা হইলেন। রাঘব! দৈবজ্ঞগণও বলিয়াছিলেন, তুমি দীর্ঘায়ু; কিন্তু তাঁহাদিগের বাক্য মিথ্যা; রাঘব! তুমি অল্পায়ু। আহা, এতাদৃশ বিজ্ঞ হইয়া তোমারও এইরূপ বুদ্ধি লোপ হইল যে অসাবধানে নিদ্রিত হইলে! অথবা, কালই প্রাণিদিগের ঈশ্বর; তিনি যেরূপ করান, প্রাণী সেইরূপই করে। তুমি নীতিশাস্ত্রবিৎ, বিপৎপ্রতীকারের উপায় জানিতে, সুতরাং বিপদ নিবারণ করিতে বিলক্ষণ পটু ছিলে; তথাপি পূর্ব্বে না জানিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে! হে কমললোচন! আমি ভীষণ নিষ্ঠুর কালরাত্রি; তোমায় এরূপ বল পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া আকর্ষণ করিলাম, যে তুমি নষ্ট হইলে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তপস্বিনী আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রিয়া নারীর ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া কোথায় শয়ন করিয়া আছ। বীর! এই তোমার

সুবর্ণবিভূষিত শরাসন, আমি ইহাকে ভাল বাসিতাম এবং অতি যত্ন পূর্ব্বক গন্ধমাল্য দ্বারা ইহার অর্চ্চনা করিতাম। হে অনঘ! তুমি স্বর্গে নিশ্চয়ই আমার শ্বশুর তোমার পিতা দশরথ এবং সমুদায় পিতৃদিগের সহিত মিলিত হইয়াছ। তুমি যে মহৎ কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা আকাশে নক্ষত্র স্বরূপ হইয়াছে; সেই জন্যই কি নিজ প্রিয় পবিত্র রাজবংশ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে? রাজন্! আর দেখিতেছ না কেন? আমার সহিত আলাপ করিতেছ না কেন? আমি বালিকা, তুমিও বালক অবস্থাতেই আমায় সহচারিণী ভার্য্যা করিয়াছিলে। পাণিগ্রহণ কালে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমার সহিত ধর্ম্মাদি আচরণ করিবে, হে কাকুৎস্থ! তাহা স্মরণ কর। সেই জন্যই দুঃখিতা আমাকেও লইয়া যাও। হে গতিমৎশ্রেষ্ঠ! দুঃখিতা আমাকে এই লোকোপরি পরিত্যাগ করিয়া, তুমি কি জন্য গমন করিলে? তোমার মঙ্গলময় মনোরম গাত্র, আমিই কেবল আলিঙ্গন করিতাম; এক্ষণে নিশ্চয়ই ক্রব্যাদগণ সেই শরীর ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতেছে। তুমি অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণাস্থ করিয়াছিলে, তথাপি তুমি বৈতান অগ্নি দ্বারা সংস্কার লাভ করিলে না কেন? শোকলালসা কৌশল্যা প্রবাসগত তিন জনের মধ্যে কেবল লক্ষ্মণকেই প্রত্যাগত দর্শন করিবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে পর, লক্ষ্মণ তাঁহাকে নিশাকালে রাক্ষসসৈন্য দ্বারা তোমার মিত্রসৈন্যের এবং তোমার নিজেরও বিনাশের কথা কহিবে। সুষুপ্তি অবস্থায় তুমি বিনষ্ট হইয়াছ, আমি রাক্ষসগৃহে বাস করিতেছি জানিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, তিনি আর থাকিবেন না। নির্দ্দোষ নৃপনন্দন রামচন্দ্র সাগর পার হইয়া আমারই দোষে গোষ্পদে নিহত হইলেন! দাশরথি কুলপাংসনী আমাকে পতিপরায়ণা জানিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভার্য্যাই আর্য্যপুত্র রামের মৃত্যু হইল। হায়! আমি নিশ্চয়ই অন্য জন্মে উত্তম দানে বাধা দিয়াছিলাম; সেই জন্যই সর্ব্বা-

তিথিপ্রিয়ের ভার্য্যা হইয়াও আমায় এই প্রকারে শোক করিতে হইল। রাবণ! তুমি আমাকেও রামের শরীরের উপর বিনাশ কর। পত্নীকে পতির সহিত মিলিত করাইয়া অনুত্তম পুণ্যসঞ্চয় কর। আমার মস্তক ইঁহার মস্তকের, এবং আমার শরীর ইঁহার শরীরের সহিত যোজনা কর, রাবণ! আমি মহাত্মা স্বামীর অনুগমন করিব।

আয়তলোচনা জনকনন্দিনী দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া এই প্রকারে বিলাপ এবং স্বামীর মুণ্ড ও ধনু দর্শন করিতে লাগিলেন।

সীতা এই প্রকার বিলাপ করিতেছেন, ইতিমধ্যে দ্বাররক্ষক রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং স্বামীর জয় হউক বলিয়া অভিবাদন ও স্তব করিয়া নিবেদন করিল, সেনাপতি প্রহস্ত আগমন করিয়াছেন। প্রভো! সকল অমাত্যের সহিত প্রহস্ত আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন, এবং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়া আমায় প্রেরণ করিয়াছেন। মহারাজ! অবশ্যই রাজ্যসংক্রান্ত কোন গুরুতর কার্য্য আছে, অতএব আপনি ক্ষমা করিয়া, তাঁহাদিগকে দর্শন দান করুন।

রাক্ষসের নিবেদিত বাক্যে এই সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক দশানন অশোক বন পরিত্যাগ করিয়া অমাত্যদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। এবং রামের বিক্রম জ্ঞাত হইয়াও মন্ত্রিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সভায় প্রবেশ করত কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিলেন। রাবণ বাহির্গত হইবার পরেই সেই মুণ্ড ও সেই কার্ম্মুক অন্তর্দ্ধান হইল।

এদিকে রাক্ষসরাজ রামসম্বন্ধে কর্ত্তব্যকার্য্য বিষয়ে ভীমবিক্রম মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। পরে নিকটস্থিত সমস্ত হিতৈষী সেনাধ্যক্ষদিগকে কালোচিত আদেশ প্রদান করিলেন; কহিলেন, দণ্ডাহত উচ্চ ভেরী শব্দে তোমরা আমার সৈন্যদিগকে একত্র কর, কোন কারণ ব্যক্ত করিবে না।

যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী দূতগণ যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ মহাসৈন্য একত্রিত করিয়া স্বামীকে সংবাদ দিল।

—:॰:—

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

প্রণয়িনী সখী রাক্ষসী সরমা জনকনন্দিনী প্রিয়া সীতাকে অভিভূতা দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহাকে রাক্ষসরাজ কর্তৃক বঞ্চিতা এবং নিতান্ত দুঃখিতা দর্শন করিয়া মৃদুভাষিণী সরমা আশ্বাস দান করিতে লাগিল। দৃঢ়ব্রতা দয়ালু-হৃদয়া সরমা রক্ষা কার্য্যে নিযুক্তা হইয়া রক্ষমাণা সীতার সহিত সখিতা করিয়াছিল। সরমা দেখিল, সীতা জ্ঞানশূন্যা হইয়া বড়বার ন্যায় বিলুণ্ঠন করিয়া ধূলিধূসরিত গাত্রে উত্থান করিয়াছেন। তখন সে সখীস্নেহপ্রযুক্ত সেই সুব্রতাকে আশ্বাস দান করিতে লাগিল। কাহল, রাবণ তোমাকে যাহা বলিয়াছে, এবং তুমি তাহাকে যে প্রত্যুত্তর করিয়াছ, ভীরু। আমি সখিস্নেহবশতঃ তোমার জন্য নির্জ্জন গহন বনমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, রাবণের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় শ্রবণ করিয়াছি, রাবণ হইতে আমার ভয় নাই। আর রাক্ষসেশ্বর রাবণ যে কারণে অস্তে ব্যস্তে বহির্গমন করিয়াছে, হে মৈথিলি! আমিও বহির্গত হইয়া সে সমস্ত অবগত হইয়াছি। রাম জিতচেতা; তাঁহাকে নিদ্রিতা-বস্থায় আক্রমণ করা অসম্ভব। সেই পুরুষব্যাঘ্রকে বধ করাও অসম্ভাবিত। এতদ্রূপ, পাদপযোধী বানরদিগকে বিনাশ করাও অসাধ্য; ইন্দ্র যেমন দেবতাদিগকে, রাম তেমনি তাহাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিতেছেন। সুগোলদীর্ঘভুজ, বিশালবক্ষা, প্রতাপশালী, বর্ম্মিতগাত্র, ধর্ম্মাত্মা শ্রীমান্ রাম ভুবনে বিখ্যাত। তিনি বিক্রমশালী, এবং সতত নিজের ও পরের রক্ষাকর্ত্তা। শাস্ত্রে তিনি বিলক্ষণ পণ্ডিত, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তিনি কুশলে আছেন। তাঁহার বল পৌরুষ অচিন্ত্য; তিনি শত্রুসৈন্যের

নিহত্য। সীতে! শত্রুজেতা শ্রীমান্ রাঘব নিহত হন নাই। সর্ব্বভূতের বিরোধী অনুচিতবুদ্ধি অন্যায়কর্ম্মা ক্রূরস্বভাব মায়াবী রাবণ তোমার প্রতি মায়া প্রয়োগ করিয়াছে। তোমার শোক দূর হইয়া মঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে, নিশ্চয়ই সৌভাগ্য তোমার ভজনা করিতেছে, তোমার প্রিয়সংবাদ শ্রবণ কর। রাম বানরসেনার সহিত সাগর পার হইয়া সাগরের দক্ষিণ তীরে আসিয়া সন্নিবেশ করিয়াছেন। সাগরপ্রান্তস্থিত সেনা তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। রাবণ যে সকল ক্ষিপ্রগামী রাক্ষসদিগকে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহারা সংবাদ আনিয়াছে, রাম সাগর পার হইয়াছেন। বিশালাক্ষি! সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, রাক্ষসাধিপতি রাবণ সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছে।

সরমা সীতাকে এই সকল কথা কহিতেছে, ইতিমধ্যে সে ও সীতা সর্ব্বোদ্যোগসম্পন্ন সৈন্যদিগের ভীমনাদ শ্রবণ করিলেন। দণ্ডতাড়িত ভেরীর মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া মধুরভাষিণী সরমা সীতাকে কহিল, হে ভীরু! এই ভেরী যুদ্ধ ঘোষণা করে, মেঘ শব্দের ন্যায় এই ভেরীর শব্দ শ্রবণ কর। মত্ত মাতঙ্গ সকল সজ্জিত, রথতুরঙ্গ সকল যোজিত এবং তুরঙ্গারূঢ় প্রাসহস্ত সহস্র সহস্র যোদ্ধা দৃষ্ট হইতেছে। স্থানে স্থানে সহস্র সহস্র কবচধারী সৈনিক একত্রিত হইতেছে। বেগবান্ জলরাশি দ্বারা সাগরের ন্যায়, অদ্ভুতদর্শন সৈন্যগণ দ্বারা রাজপথ পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। রাক্ষসেন্দ্রের অনুচর নিরুষ্টান্তঃকরণ বেগবান্ রাক্ষস এবং রথ বাজি ও হস্তী সকলের মহাসম্ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে বনদগ্ধকারী দিবাকরের ন্যায়, দেখ এই শাণিত নির্ম্মল অস্ত্র শস্ত্র এবং চর্ম্ম ও বর্ম্ম সকলের নানাবর্ণের আভা বহির্গত হইয়াছে। ঘণ্টার স্বান, রথ চক্রের নির্ঘোষ, অশ্ব সকলের হ্রেষা এবং তূর্য্যধ্বনি শ্রবণ কর। উদ্যত-আয়ুধধারী; রাক্ষসেন্দ্রের অনুচারী রাক্ষসগণের লোমহর্ষণ তুমুল সম্ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। হে কমলপত্রাক্ষি! শোকনাশক সৌভাগ্য তোমার

ভজনা করিতেছে, আর বাসব হইতে দৈত্যদিগের ন্যায়, রাম হইতে রাক্ষসদিগের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। তোমার জিতক্রোধ অচিন্ত্যপরাক্রম স্বামী রাবণকে সমরে জয় ও বিনাশ করিয়া তোমাকে লাভ করিবেন। শত্রুঘ্ন বাসব বিষ্ণুর সমভিব্যাহারে যেমন শত্রুদিগের প্রতি, তোমার স্বামী লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে তেমনি রাক্ষসদিগের প্রতি বিক্রমপ্রকাশ করিবেন। শীঘ্রই শত্রুনিপাত হইলে পর আমি দর্শন করিব, তুমি কৃতকর্ম্মা হইয়া আগত রামের ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছ। জানকি! তুমি মিলনলাভ করিয়া আলিঙ্গিত হইয়া সেইবিশালবক্ষার বক্ষঃস্থলে আনন্দজনিত অশ্রুপাত করিবে। সীতে! বহুকাল তুমি যে একবেণী ধারণ করিয়াছ, অবিলম্বেই মহাবল রাম তোমার সেই জঘনবিলম্বিত বেণী মোচন করিবেন। দেবি! সর্পিণী যেমন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তুমি তেমনি তাঁহার সেই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত মুখ দর্শন করিয়া শোকজনা অশ্রুবারি পরিত্যাগ করিবে। মৈথিলি! আর বিলম্ব নাই, সুখোচিত রামচন্দ্র সমরে রাবণকে সংহার করিয়া প্রিয়তমার সহিত সুখলাভ করিবেন। সুবৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া মেদিনী যেমন শস্যে প্রফুল্লিত হয়, মহাত্মা রামের আদর পাইয়া তুমি তেমনি আনন্দিত হইবে। দেবি! অশ্বের ন্যায় মণ্ডলগতিতে যিনি সত্বর মেরুর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করেন, এক্ষণে সেই দিবাকরের শরণাগত হও; যেহেতু ইনি প্রজাদিগের ঈশ্বর।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

রাবণের সেই বাক্যে বঞ্চিতা শোকসন্তপ্তা জানকীকে সরমা জল দ্বারা উত্তপ্তা মহীর ন্যায় এই প্রকারে শান্ত করিল। অনন্তর কালজ্ঞা সখী সখীর হিতসাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক যথাকালে এই কথা কহিল, হে অসিতলোচনে! আমি

ইচ্ছা করিয়াছি, গুপ্তভাবে যাইয়া রামকে কুশল সংবাদ দান করিয়া আবার গুপ্ত ভাবেই প্রত্যাগমন করি। আমি নিরা-লম্বন আকাশপথে গমন করিলে, বায়ু কি গরুড়ও আমার অনু-গমন করিতে পারে না।

সরমা এই কথা বলিলে পর সীতা পূর্ব্বে শোকান্বিত, কিন্তু এক্ষণে সুস্পষ্ট মধুর বাক্যে সরমাকে কহিলেন, তুমি আকাশে বা পাতালেও গমন করিতে পার, কিন্তু উপস্থিতে তোমায় আমার যে কার্য্য করিতে হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদি আমার ইষ্ট তোমার কর্ত্তব্য হয়, যদি তদ্বিষয়ে তোমার স্থির নিশ্চয় থাকে তাহা হইলে আমার ইচ্ছা, তুমি রাবণের নিকট যাইয়া জানিয়া আইস, রাবণ কি করিতেছে। সেই মায়াবী দুষ্টাত্মা শত্রুভীষণ ক্রূর স্বভাব রাবণ, পীত মদ্যের ন্যায়, আমার জ্ঞানলোপ করে। সে অতিভীষণ রাক্ষসীদিগকে আমার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া ইহাদিগের দ্বারা আমাকে নিত্য তর্জ্জন ও বার বার ভর্ৎসনা করিতেছে। আমি উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়াছি; আমার মন সুস্থ নহে। অশোক বনে স্থাপিত হইয়া আমি তাহার ভয়ে উদ্বিগ্ন রহিয়াছি। যদি তুমি আমার মুক্তিবিষয়ে তাহার কোন-রূপ কথা অথবা তাহার যাহা স্থির সিদ্ধান্ত, আমাকে তাহার সংবাদ আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, আমার প্রতি নিতান্ত অনুগ্রহ করা হয়।

সীতা এই কথা বলিলে পর মৃদুভাষিণী সরমা তাঁহার বাষ্প-বিধুর বদন মার্জ্জন করিয়া কহিল, জানকি! যখন তোমার এই-রূপ অভিপ্রায়, তখন আমি চলিলাম। মৈথিলি! শত্রুর অভি-প্রায় অবগত হইয়া, এখনই প্রত্যাগমন করিব। এই কথা বলিয়া সরমা রাবণের নিকট গমন করিয়া, রাবণ ও তাঁহার মন্ত্রিগণের কথোপকথন শ্রবণ করিল। দুরাত্মা রাবণের অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইয়া সরমা পুনর্ব্বার সুন্দর অশোক বনে সত্বর আগমন করিল। দেখিল, জানকী, পদ্মহীনা লক্ষ্মীর

শয্যায় উপবেশন করিয়া, তাহারই অপেক্ষা করিতেছেন। মৃদুভাষিণী সরমা প্রত্যাগমন করিয়াছে, দর্শন করিবামাত্র, সীতা আলিঙ্গন করিয়া, স্বহস্তে তাহাকে আসন দান করিলেন। এবং কহিলেন, এই আসনে উপবেশন করিয়া, তুমি সেই দুরাত্মা ক্রূর-স্বভাব রাবণের স্থির সিদ্ধান্ত উল্লেখ কর। সরমা এই কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ ও তাঁহার মন্ত্রিগণের কথোপকথন সমস্ত উল্লেখ করিল। বলিল, বৈদেহি! তোমায় মুক্ত করিবার জন্য জননী এবং অতি বিশ্বাসী বৃদ্ধ মন্ত্রী, উভয়ে উৎকৃষ্ট হিতোপদেশ দান করিয়াছিলেন। কহিয়াছিলেন, বিবিধমত উপহারাদি প্রদান পূর্ব্বক নরনাথ রামকে মৈথিলী প্রত্যর্পণ কর, জনস্থানে তুমি তাঁহার পরাক্রমের বিলক্ষণ নিদর্শন পাইয়াছ। হনুমানের সাগর লঙ্ঘন ও সীতাসন্দর্শন ও মনে কর। মানুষ হইলেই বা কে যুদ্ধে রাক্ষস বিনাশ করিতে পারে। মাতা এবং সেই বৃদ্ধ মন্ত্রী এই প্রকারে অনেক বুঝাইয়াছিল। কিন্তু যেমন ধনপরায়ণ ব্যক্তি ধন ত্যাগ করে না, সে তেমনি তোমার মুক্তিদান করিতে ইচ্ছা করিল না। মৈথিলি! যুদ্ধে না মরিয়া তোমায় মুক্ত করিতে তাহার অভিপ্রায় নাই। অমাত্যগণের সহিত নিষ্ঠুরের এই নিশ্চয় হইয়াছে। মৃত্যুলোভে তাহার এই বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, যে যুদ্ধে যাবতীয় রাক্ষসগণের ও নিজের বিনাশ দ্বারা নিরস্ত না হইলে, কেবল রামের ভয়ে তোমার মুক্তি দান করিতে পারে না। হে অসিতলোচনে! রাম শাণিত শরগণ দ্বারা সবংশে রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমায় অযোধ্যা লইয়া যাইবেন।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে সৈন্যগণের ভেরী ও শঙ্খমিশ্রিত কোলাহল শব্দ মেদিনী কম্পিত করিয়া কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইল। বানরসৈন্যের সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া লঙ্কাস্থিত রাক্ষসরাজের ভৃত্যবর্গের তেজ হ্রাস এবং চিত্তের উৎসাহভঙ্গ হইল। রাজার দোষে তাহারা আর পরিত্রাণ দেখিতে পাইল না।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

শঙ্খের সহিত ঐ ভেরীর শব্দ করিয়া, মহাবাহু শত্রুপুরজেতা রামচন্দ্র লঙ্কা আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ সেই শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া মন্ত্রিদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। পরে সকলকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক সভা প্রতিধ্বনিত করিয়া জগৎসন্তাপন মহাবল ক্রূর রাক্ষসরাজ রাবণ সকলকে তিরস্কার করিতে করিতে কহিলেন, সাগরলঙ্ঘন, এবং রামের বিক্রম ও বলপৌরুষবিষয়ে তোমরা যাহা বলিলে, আমি তাহা শ্রবণ করিলাম! কিন্তু আমি জানি, যুদ্ধে তোমাদিগের বিক্রম কখনই ব্যর্থ হয় না। তবে এক্ষণে রামের বিক্রম জ্ঞাত হইয়া সকলে বাক্য রোধ করিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছ কেন?

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার মাতামহ অতি প্রাজ্ঞ মাল্যবান্ নামে রাক্ষস কহিল, রাজন্! যে রাজা চতুর্দ্দশ বিদ্যায় শিক্ষিত এবং নীতিমার্গের অনুগামী, তিনিই চিরকাল ঐশ্বর্য্য-ভোগ এবং শত্রুদমন করিতে পারেন। উপযুক্ত সময়ে শত্রুর সহিত সন্ধি এবং উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধ করত যে রাজা স্বপক্ষ বৃদ্ধি করেন, তিনিই অক্ষয় ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। ক্ষীয়মাণ এবং সমান শত্রুর সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য; স্বয়ং প্রবল হইলে যুদ্ধ করিবে। ফলতঃ শত্রুকে কখনই অবজ্ঞা করিবে না। অতএব রাবণ! আমার অভিরুচি তুমি রামের সহিত সন্ধি কর। যাহার জন্য রাম তোমায় আক্রমণ করিয়াছেন, তুমি সেই সীতা রামকে প্রত্যর্পণ কর। দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ, সকলেই রামের জয়াকাঙ্ক্ষী; অতএব রামের সহিত বিরোধ করিও না; সন্ধি কর। ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতা, আর অসুরদিগের জন্য দুইটী পক্ষ করিয়াছেন; ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম ঐ দুই পক্ষের আশ্রয়। শুনা

স্বায়, ধর্ম্ম মহাত্মা দেবতাদিগের পক্ষ, আর অধর্ম্ম অসুর এবং রাক্ষসগণের পক্ষ। যখন সত্যযুগ ছিল, তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে গ্রাস করিত; যখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে গ্রাস করে, তখনই কলিযুগ হয়। তুমি দিগ্‌বিজয় ক্রমে পর্য্যটন করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাশ, এবং অধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছ; সেই জন্যই শত্রুগণ আমাদিগের অপেক্ষা অধিক বলবান্ হইয়াছে। তোমার দুর্ব্বুদ্ধি হেতু বর্দ্ধিত হইয়া অধর্ম্ম আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে, আর দেবতারা যাহার অনুষ্ঠান করেন, সেই ধর্ম্ম দেবতাদিগের পক্ষ বিবর্দ্ধন করিতেছে। বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়া, অগ্নিকল্প ঋষিদিগের মহা উদ্বেগ জন্মাইয়াছ। তাঁহাদিগের প্রভাব প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ। তাঁহাদিগের চিত্ত তপস্যা দ্বারা শুদ্ধীকৃত, তাঁহারা ধর্ম্ম রক্ষায় নিরত। এই সকল ব্রাহ্মণেরা বিবিধ মুখ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বিধানানুসারে অগ্নিতে হোম এবং বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন এবং রাক্ষসদিগকে অভিভব করিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন। সেই বেদশব্দে, গ্রীষ্মকালীন মেঘের ন্যায়, রাক্ষস সকল দশ দিকে ধাবিত হয়। অগ্নিকল্প ঋষিদিগের অগ্নিহোত্রসমুত্থিত ধূম রাক্ষসদিগের তেজ আবরণ পূর্ব্বক দশদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া উত্থিত হয়। নানা পুণ্যস্থানে নিয়মাচারী ঋষিদিগের আচরিত কঠোর তপস্যা রাক্ষসদিগকে তাপিত করে। তুমি দেব, দানব ও যক্ষদিগের হস্তে মরিবে না, এই বরই লইয়াছ। কিন্তু মনুষ্য, এবং মহাবল দৃঢ়বিক্রমশালী বানর, ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুলগণ আগমন করিয়া গর্জ্জন করিতেছে। বহুবিধ বিবিধাকার ঘোর বহু উৎপাত দর্শন করিয়া, আমি সমস্ত রাক্ষসের বিনাশ অনুমান করিতেছি। কর্কশরাবী অতি ভয়ংকর মহামেঘ সকল লঙ্কার সর্ব্বত্র উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করে। রোরূয়মাণ বাহন সকলের নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়। ধূলীতে আচ্ছন্ন হইয়া নগরীর আর তাদৃশ শোভা নাই। মাংসাদ গোমায়ু এবং গৃধ্রগণ লঙ্কার আরাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া

ভয়ানক চীৎকার করে, এবং দলবদ্ধ হয়। নিদ্রাকালে মহাকালী স্ত্রী সকল গৃহসামগ্রী আহরণ করত সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সম্ভাষণ ও শুক্র দন্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক হাস্য করে। কুক্কুর সকল গৃহস্থিত পূজাসামগ্রী দূষিত করিতেছে। গাভীর গর্ভে মূষিক উৎপন্ন হইতেছে। মার্জ্জার দ্বীপীর, শূকর কুক্কুরের এবং কিন্নরগণ রাক্ষস ও মানুষের সহিত সহবাস করিতেছে। পাণ্ডুরবর্ণ লোহিতচরণ কপোত পক্ষী সকল কালপ্রেরিত হইয়া রাক্ষসগণের বিনাশের নিমিত্ত গৃহমধ্যে বিচরণ করিতেছে। গৃহস্থিতা সারিকা সকল কলহাকাঙ্ক্ষী অন্য পক্ষী কর্ত্তৃক নির্জ্জিত ও গ্রথিত হইয়া পতিত হইতেছে। মৃগপক্ষিগণ সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া ক্রন্দন করিতেছে। বিকলাঙ্গ মুণ্ডিতকেশ কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ করাল কাল পুরুষ সকলের গৃহে দৃষ্টি ক্ষেপ করিতেছে।

এই সকল এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উৎপাত আবির্ভূত হইয়াছে। বোধ করি রাম বিষ্ণু, মানুষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এতাদৃশ দৃঢ়বিক্রমশালী রাঘব! যিনি সমুদ্রে তাদৃশ অদ্ভুত সেতু বন্ধন করিয়াছেন তিনি মানুষ নহেন। রাবণ! তুমি মানুষরাজ রামের সহিত সন্ধি কর। জানিয়া শুনিয়া, স্থির করিয়া, শেষে যাহা উত্তরকালে হিতসাধক হয়, এরূপ কর্ম্ম কর।

সর্ব্বোত্তম পৌরুষশালী বলবান্ মাল্যবান্ রাবণকে এই কথা বলিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবা তাঁহার মন বুঝিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

কালের বশবর্ত্তী হওয়ায়, মাল্যবানের সেই হিতবাক্য রাবণের সহ্য হইল না। তিনি ক্রোধের অধীন হইয়া ললাটে ভ্রূকুটী

করিয়া ক্রোধভরে ঘূর্ণিতলোচনে মাল্যবানকে কহিলেন, তুমি শত্রুর প্রবলতা স্বীকার করিয়া হিতবোধে আমায় যে অহিত বাক্য বলিলে, আমি তাহা কর্ণমাত্রে গ্রহণ করিলাম। রাম মানুষ, তাহাতে আবার পিতা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বনবাসে প্রেরণ করিয়াছে; সুতরাং সে দুরবস্থা-গ্রস্ত হইয়া বানরের আশ্রয় লইয়াছে. তুমি তাহাকে কি ভাবিয়া সমর্থ জ্ঞান করিতেছ। আমি রাক্ষসগণের ঈশ্বর, দেবগণ আমায় ভয় করে, কোনপ্রকার বিক্রমেই আমি ভীত নহি। কি দেখিয়া তুমি আমায় হীন বোধ করিতেছ? বুঝিলাম, আমি বীর, সেই জন্য তুমি আমার দ্বেষ করিয়া, অথবা শত্রুর প্রতি পক্ষপাতী হইয়া না হয় আমার উত্তেজন করিবার জন্য আমায় নানা পরুষ বাক্য বলিলে। উত্তেজনার্থ না হইলে কোন্ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি পদস্থ প্রভুকে পরুষ বাক্য বলিতে পারে। পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় সীতাকে বন মধ্য হইতে আনয়ন করিয়া, আমি কি জন্য রামের ভয়ে প্রত্যর্পণ করিব? দেখিবে, কয়েক দিনের মধ্যেই আমি বানরকোটিপরিবৃত সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে বিনাশ করিয়াছি। যুদ্ধে সমস্ত দেবগণও যাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া অবস্থিতি করিতে পারে না, সেই রাবণ কি জন্য যুদ্ধে ভয় প্রাপ্ত হইবে, বরং দ্বিধা ভগ্ন হইব, তথাপি নত হইব না, এই আমার প্রাকৃতিক দোষ, দুস্ত্যজ স্বভাব। যদিই রাম যদৃচ্ছাক্রমে সাগরে সেতু বন্ধন করিয়া থাকে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি যে, সেই জন্য তুমি ভীত হইয়াছ? রাম সাগর পার হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রাম বানরসেনাসমভিব্যাহারে জীবিত থাকিয়া ফিরিতে পারিবে না।

রাবণ এই কথা বলিলে পর, মাল্যবান তাঁহাকে ক্রুদ্ধ ও বিচলিত জানিয়া লজ্জিত হইয়া আর কোন উত্তর করিলেন না। যথোচিতরূপে জয় শব্দ দ্বারা আশীর্ব্বাদ ও স্তব করিয়া, মাল্য-

বান্ তাঁহার অনুমতি লইয়া নিজ আলয়ে গমন করিলেন। রাবণ অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা ও কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া লঙ্কার রক্ষা করাইলেন। পূর্ব্বদ্বারে প্রহস্ত রাক্ষস, দক্ষিণ দ্বারে মহাবীর্য্য মহাপার্শ্ব ও মহোদর আর পশ্চিম দ্বারে বহুরাক্ষসপরিবৃত মহামায়ী পুত্র ইন্দ্রজিৎকে প্রেরণ করিলেন; এবং শুকসারণকে উত্তর দ্বারে প্রেরণ করিয়া মন্ত্রিদিগকে বলিলেন, নিজেও তথায় গমন করিবেন। মহাবীর্য্যশালী বিরূপাক্ষ রাক্ষসকে বহু রাক্ষসের সহিত মধ্যস্থলবর্ত্তি সেনানিবেশে স্থাপন করিলেন।

কালপ্রেরিত রাক্ষসপুঙ্গব রাবণ এই প্রকারে লঙ্কার ব্যবস্থা করিয়া, আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিলেন। নগরীর রক্ষাবিধান আজ্ঞা করিবার পর মন্ত্রিগণকে বিদায় করিয়া, অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; মন্ত্রিগণ জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন।

—•:•—

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

নররাজ ও বানররাজ, বায়ুপুত্র হনুমান, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, রাক্ষস বিভীষণ, বালিপুত্র অঙ্গদ, সুমিত্রাতনয়, শরভ বানর; বন্ধুগণ সহিত সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, কুমুদ, নল, এবং পনস, শত্রুর অধিকারে উপস্থিত হইয়া, সকলে একত্র মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাবণপালিতা লঙ্কানগরী এই ত দৃষ্ট হইতেছে; অসুর, নাগ ও গন্ধর্ব্বগণ সকলে একত্রিত হইয়াও এই নগরী জয় করিতে পারে না। অতএব কার্য্যসিদ্ধি লক্ষ্য করিয়া সকলে কর্ত্তব্যবিষয়ে মন্ত্রণা কর; জানিবে, রাক্ষসাধিপতি রাবণ নিয়ত এই নগরীতে বর্ত্তমান।

তাঁহারা এই কথা বলিলে পর, রাবণের কনিষ্ঠ বিভীষণ সাধুশব্দগ্রথিত পরিপূর্ণার্থ বাক্যে কহিলেন, আমার অমাত্য

অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি লঙ্কানগরীতে গমন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে। তাহারা পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া, শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে। রাম! তাহারা ব্যবস্থার কথা যেরূপ বলিয়াছে, বলিতেছি সমুদায় শ্রবণ করুন। প্রহস্ত সসৈন্যে পূর্ব্বদ্বারে উপনীত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে; মহাবীর্য্যশালী মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণ দ্বার, এবং পট্টিশ, অসি, ধনু, শূল, মুদ্গর ও অন্যান্য নানা শস্ত্রধারী শূর রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিতেছে। আর মন্ত্রণাবিৎ রাবণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, বহুসহস্র রাক্ষসসমভিব্যাহারে স্বয়ং উত্তর দ্বারে অবস্থিতি করিয়াছে। বিরূপাক্ষ শূল খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারী মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাক্ষসগণের সহিত মধ্যস্থিত সেনাসন্নিবেশ রক্ষা করিতেছে। এই প্রকার সেনাসন্নিবেশ সমস্ত দর্শন করিয়া আমার অমাত্যগণ প্রত্যাগমন করিয়াছে। দশ সহস্র গজ, দশ সহস্র রথ, বিংশতি সহস্র অশ্ব এবং এক কোটি কয়েক লক্ষ রাক্ষস যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়াছে। এই সকল রাক্ষস বিক্রমশালী, বলবান্, যুদ্ধে সর্ব্বাগ্রে আক্রমণকারী এবং রাক্ষসরাজের প্রিয়। রাজন্! সহস্র রাক্ষস যুদ্ধকালে এই অনেক লক্ষ রাক্ষসের প্রত্যেকের অনুগমন করে। মহাবাহু বিভীষণ মন্ত্রিগণনিবেদিত লঙ্কার এই সংবাদ দান করিয়া, ঐ চারি রাক্ষসকে দেখাইয়া দিলেন। এবং ঐ মন্ত্রিচতুষ্টয় দ্বারা রামকে লঙ্কার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। পরে শ্রীমান্ রাবণানুজ রামের প্রিয়সাধনেচ্ছায় কমলপত্রাক্ষ রামকে কহিলেন, আমি জানি যখন রাবণ কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করে, তখন ষষ্টি লক্ষ রাক্ষস তাহার অনুগমন করিয়াছিল; এ সকল রাক্ষস পরাক্রম, বীর্য্য, তেজ, বল ও দর্পে দুরাত্মা রাবণেরই সদৃশ। কিন্তু ইহাতে আপনি ভগ্নোৎসাহ হইবেন না। আমি আপনাকে ভীত করিতেছি না, বরং আপনার কোপোৎ-

পাদনই করিতেছি। আপনি বিক্রম দ্বারা দেবগণেরও দণ্ড করিতে পারেন। অতএব আপনি চতুরঙ্গবলসহিত এই বানর-সৈন্যের ব্যূহনির্ম্মাণ করিয়া রাবণকে সংহার করুন।

রাবণানুজ এই কথা বলিলে পর, রাঘব শত্রুপ্রতিরোধার্থ এই কথা কহিলেনঃ—বানরশ্রেষ্ঠ নীল বহুবানরে পরিবৃত হইয়া লঙ্কার পূর্ব্ব দ্বারে প্রহস্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হউন। বালিপুত্র অঙ্গদ বহুসৈনিকসমভিব্যাহারে দক্ষিণ দ্বারে মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে রোধ করুক। অপ্রমেয়স্বরূপ হনুমান বহু বানরে পরিবৃত হইয়া পশ্চিম দ্বার বিলোড়ন করিয়া প্রবেশ করুক। যে ক্ষুদ্র রাক্ষসরাজ দৈত্যদানবগণ ও মহাত্মা ঋষিগণের অপকার করিতে ভালবাসে, যে অধিবাসিবর্গকে সন্তাপিত করিয়া সমস্ত লোক আক্রমণ করিতেছে; আমি স্বয়ং তাহার বধার্থ উদ্যুক্ত হইব। লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে আমি নগরের উত্তর দ্বার নিপীড়িত করিয়া, যথায় রাবণ সবলে অবস্থিতি করিতেছে, তথায় প্রবেশ করিব। বলবান্ বানররাজ, বীর্য্যবান্ ভল্লুকরাজ আর রাক্ষস-রাজের অনুজ, ইঁহারা মধ্যভাগস্থিত সেনানিবেশ রোধ করুন। যুদ্ধে বানরগণ এপ্রকার মানুষরূপ ধারণ করিবে না। আমরা বানররূপ দেখিয়াই বানরসৈন্য বলিয়া জানিব। স্বপক্ষনির্ণয়-পক্ষে বানররূপই তোমাদিগের চিহ্ন হইবে। কেবল আমরা সাতজনই মানুষরূপে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিব। আমি এবং আমার মহাতেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণ, আর আমার সখা বিভীষণ ও তাঁহার চারিজন মন্ত্রী আমরা এই সাত জন।

বুদ্ধিমান্ প্রভু রামচন্দ্র কার্য্যসিদ্ধির জন্য বিভীষণকে এই কথা বলিয়া, সুবেলগিরির তট অতি রমণীয় দর্শন করিয়া সুবেলে আরোহণের নিমিত্ত মন করিলেন। অনন্তর মহাত্মা শত্রুসংহারে অভিপ্রায় করিয়া, মহাসৈন্যে সমস্ত ভূমি আচ্ছাদন পূর্ব্বক, প্রহৃষ্ট কলেবরে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণানুচর রামচন্দ্র সুবেলারোহণে মন করিয়া সুগ্রীব এবং ধর্ম্মজ্ঞ, মন্ত্রজ্ঞ, বিধিজ্ঞ, অনুরক্ত নিশাচর বিভীষণকে স্নিগ্ধ বাক্যে কহিলেন, চল আমরা শত শত বৃক্ষ ও ধাতুপরিব্যাপ্ত সুন্দর সুবেল শৈলে আরোহণ করি ; অদ্য রাত্রি এই পর্ব্বতে বাস এবং সেই রাক্ষসের নিবাস স্থান লঙ্কা অবলোকন করিব ; যে দুরাত্মা রাক্ষস মরণের জন্য আমার ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছে ; যে ধর্ম্ম, সচ্চরিত্র ও কুলের অনুরোধ রাখে নাই ; এবং নীচ রাক্ষসী বুদ্ধিক্রমে যে ঐ সমস্ত নিন্দিত কার্য্য করিয়াছে। এই রাক্ষসাধমের নাম করায়, ইহার প্রতি আমার ক্রোধ বৃদ্ধি হইতেছে। এই নীচের অপরাধে আমি নিশ্চয়ই রাক্ষসকুলের বিনাশ দর্শন করিব। এক ব্যক্তি কালপাশের বশবর্ত্তী হইয়া পাপ করে, আর সেই দুরাত্মার দোষে সমস্ত বংশ নিপাতিত হয়।

রাবণের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া রামচন্দ্র এই প্রকার মন্ত্রণা করিতে করিতে, বাসার্থ বিচিত্র সানুসমন্বিত সুবেল শৈলে আরোহণ করিলেন। পশ্চাতে মহাবিক্রমনিরত লক্ষ্মণ সশর শরাসন হস্তে অতি সাবধানে গমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে সুগ্রীব ও অমাত্যসহিত বিভীষণ এবং হনুমান, অঙ্গদ, নীল, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, পনস, কুমুদ, তার, রম্ভ, জাম্ববান, সুষেণ, শতবলি ও দুর্ম্মুখ প্রভৃতি বেগগামী বানর সকল আরোহণ করিল। বায়ুবেগগামী ক্ষিতিচারী ঐ সকল বানর শত শত সংখ্যায় সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল, যথায় রাম অবস্থিতি করিতেছিলেন।

সুবেলে আরোহণ করিবার পর রামচন্দ্র এক সমতল সুন্দর শৃঙ্গে বানরগণের সহিত বসতি করিলেন। দেখিলেন, লঙ্কা ঐ পর্ব্বতের শিখরেই স্থাপিতা, যেন আকাশে লগ্ন হইয়াছে। বানরযূথপতিগণও ঐ প্রকাণ্ডতোরণা প্রশস্তপ্রাকার-শোভিতা সুন্দর

লঙ্কানগরী দর্শন করিল। লঙ্কা রাক্ষসগণে পরিপূরিতা; নীল-বর্ণ রাক্ষসগণ প্রাকারের উপর অবস্থিতি করিয়া যেন আর এক প্রাকার করিয়াছে। যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ঐ সকল রাক্ষসকে দর্শন করিয়া বানরগণ সকলে বিবিধ প্রকার শব্দ করিতে লাগিল; রাম দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্য সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া অস্তগমন করিলেন; এবং পূর্ণচন্দ্রপ্রতিভাসিতা রজনী উপস্থিত হইল।

অনন্তর বানরবাহিনী পতি রাম লক্ষ্মণ ও যূথপতিগণের সমভিব্যাহারে যথাসুখে সুবেল পর্ব্বতে বাস করিলেন, বিভীষণ অভিনন্দন করিয়া তাঁহার অর্চনা করিলেন।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

ঐ রাত্রি যাপন করিয়া, বানরগণ পর দিন লঙ্কার বন ও উপবন সকল দর্শন করিল। সকল গুলিই সমান সুন্দর, মনোরম ও বিশাল। দৃষ্টিমনোরম ঐ সমস্ত বন ও উপবন দর্শন করিয়া বানরেরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। চম্পক, অশোক, বকুল শাল, তাল, তমাল, পনস ও পুন্নাগ বৃক্ষে সমাচ্ছন্না লঙ্কা পুষ্পিতাগ্র লতামণ্ডিত হিন্তাল, অর্জ্জুন, নীপ, সপ্তপর্ণ, তিলক, কর্ণিকার ও পলাস প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ, বিচিত্রকুসুমযুক্ত রক্তপল্লব, কোমল নীলবর্ণ শাদ্বল এবং বিচিত্র বনরাজি দ্বারা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। তথায় বৃক্ষ সকল উৎকৃষ্ট গন্ধসমন্বিত মনোরম পুষ্প ও ফল সকল ধারণ করিতেছিল, যেমন মনুষ্যগণ ভূষণ ধারণ করে। সেই চৈত্ররথসঙ্কাশ নন্দনোপম সর্ব্বর্তু-কুসুমশোভিত ভ্রমরব্যাপ্ত বন দাত্যূহ, কোযষ্টি, ষট্পদ ও নৃত্যকারী ময়ূরগণ দ্বারা শোভিত হইয়াছিল। বনের নিকুঞ্জপ্রদেশে কোকিলের শব্দ মন হরণ করিতেছিল। কামরূপী বীর বানরগণ

আনন্দিত হইয়া ঐ বন সকলে প্রবেশ করিল। ঐ সকল বনে নিয়ত মত্ত বিহঙ্গম ও ভ্রমরগণ বিচরণ করিতেছিল; বৃক্ষ সকল কোকিলকুলে আকুল হইয়াছিল, পক্ষী সকল কলরব এবং ভৃঙ্গরাজ সকল গান করিতেছিল। অন্যান্য যূথপতি বানরগণ সুগ্রীবের অনুমতিক্রমে পতাকাশোভিতা লঙ্কাভিমুখে গমন করিল। যাইবার সময় স্ব স্ব শব্দে খেচরদিগকে বিত্রাসিত, মৃগপক্ষিদিগকে ত্রাসিত এবং লঙ্কা কম্পিত করিয়া তুলিল। মহাবেগশালি কপিগণ চরণ দ্বারা পৃথিবী নিপীড়ন করিল। তাহাদিগের চরণাঘাতে সহসা ধূলিপটল ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। ভল্লুক, সিংহ, মহিষ, গজ, মৃগ ও পক্ষিগণ ঐ পাদশব্দে ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিল।

ত্রিকূট পর্ব্বতের এক সুবর্ণসঙ্কাশ স্নিগ্ধকান্তি বিমলপ্রভ সুন্দরদর্শন পুষ্পবেষ্টিত অখণ্ড শতযোজনবিস্তীর্ণ উচ্চ শিখর গগন স্পর্শ করিয়াছে। পক্ষীরাও উহাতে আরোহণ করিতে পারে না, বাস্তবিক আরোহণ করা দূরে থাকুক, মনুষ্যগণ মনোদ্বারাও উহাতে আরোহণ করিতে সমর্থ নহে। রাবণপালিতা লঙ্কা উহারই উপর অবস্থাপিত। নগরী দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং বিংশতি যোজন দীর্ঘ। উহার শ্বেতজলধরসঙ্কাশ সিংহদ্বার সকল অতীব উচ্চ। নগরী সুবর্ণ ও রজতশৈল দ্বারা শোভা পাইতেছে। বিবিধ প্রাসাদ ও বিমান সকলে লঙ্কা, গ্রীষ্মাবসানে মেঘমণ্ডল দ্বারা আকাশের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। নগরী মধ্যে সহস্রস্তম্ভোপরি বিনির্ম্মিত এক প্রাসাদ কৈলাসশিখরের ন্যায় আকাশ বিলিখন করিতেছে। ঐ প্রাসাদ রাক্ষসরাজের যজ্ঞ ভবন, নগরীর ভূষণ স্বরূপ হইয়া আছে, এক শত রাক্ষস নিয়ত ঐ প্রাসাদ রক্ষা করে। সর্ব্বোপায়সম্পন্ন লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণাগ্রজ নানাবিহঙ্গমনিনাদিতা নানামৃগনিষেবিতা নানাকুসুমে সমাচ্ছন্না নানা রাক্ষসে অধিবাসিতা স্বর্গের ন্যায় দর্শনীয়া নগরী দর্শন করিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বহু উপকরণ-

সম্পন্না রত্নে পরিপূরিতা প্রাসাদমালায় অলংকৃতা মহাযন্ত্রকবাট-সম্পন্না ঐ নগরী রামচন্দ্র মহতীসেনাসমভিব্যাহারে দর্শন করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রামচন্দ্র দুই যোজন পরিমিত সুবেলশিখরে বানর-যূথ ও সুগ্রীবের সমভিব্যাহারে আরোহণ করিলেন। মুহূর্ত্তকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া ই দশদিক্ অবলোকন পূর্ব্বক দেখিলেন, রম্যকাননশোভিতা লঙ্কা ত্রিকূটের মনোরমশিখরে অতি সুন্দর ভাবে স্থাপিত রহিয়াছে, বিশ্বকর্ম্মা ঐ পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ নগরীতে সিংহদ্বারের প্রাসাদশিখরে দুরাক্রমা রাক্ষস-রাজ উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহার দুই পার্শ্বে চামর ব্যজন এবং মস্তকে ছত্র শোভা পাইতেছে। তাঁহার গাত্রে রক্তচন্দন লিপ্ত এবং ভূষণ সকল রক্তবর্ণ। তিনি দেখিতে নীল মেঘের ন্যায়; তাঁহার বসনে সুবর্ণ খচিত, বক্ষস্থলে ঐরাবতের দন্তা-ঘাত বিদ্ধ রহিয়াছে, পরিধান রক্তবসন, যেন সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘপুঞ্জ।

বানরেন্দ্রগণ ও রামচন্দ্র এইপ্রকারে দশাননকে দর্শন করি-তেছেন, ইতিমধ্যে সুগ্রীব হঠাৎ উত্থিত হইলেন এবং ক্রোধযুক্ত হইয়া সাহস ও বলপূর্ব্বক শৈলাগ্র হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া সিংহদ্বারে পতিত হইলেন। তথায় মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থিতির পর, রাক্ষসরাজকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নির্ভয়চিত্তে দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন, রাক্ষস! আমি লোকনাথ রামের সখা ও দাস। আজ তুই সেই নরনাথের তেজে আমার হস্তে মুক্তি পাইবি না।

এইকথা বলিয়া সহসা তিনি লম্ফপ্রদান করিয়া বিখ্যাত বিচিত্র মুকুট আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার

আক্রমণার্থ অগ্রসর হইলেন। তখন নিশাচর রাবণ তাঁহাকে কহিলেন, সুগ্রীব যত কাল তুই আমার দৃষ্টি পথে পতিত হস্ নাই, তোর গ্রীবা তত কাল সুন্দর ছিল, এক্ষণে তোর গ্রীবা ভগ্ন হইবে। এই কথা বলিয়া উত্থান পূর্ব্বক দুই বাহুতে ধারণ করিয়া সুগ্রীবকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। পরক্ষণেই সুগ্রীব উত্থিত হইয়া দুই হস্ত দ্বারা তাঁহাকে যেন কন্দুকের ন্যায় নিক্ষেপ করিলেন। ক্রমে উভয়ের কলেবর ঘর্ম্ম সিক্ত ও শোণিতে রক্ত হইয়া উঠিল। শাল্মলী ও কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় পরস্পরে জড়িত হইয়া কেহই নড়িতে পারিলেন না। মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত, অরত্নির আঘাত ও নখাঘাত দ্বারা রাক্ষসরাজ ও বানররাজ উভয়ে অসহ্যরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উগ্রবেগশালী উভয়ে উভয়ের দেহ অবনমন পূর্ব্বক কিছু কাল বাহুযুদ্ধ করিয়া পাদবিক্ষেপহেতু ভূমিতে পতিত হইলেন। তথায় পরস্পরকে নিপীড়ন করিতে করিতে আলিঙ্গিত গাত্রে উভয়ে প্রাকারপরিখার মধ্যে নিপতিত হইলেন। পরে ভূমিতল স্পর্শ পূর্ব্বক উত্থান করিয়া মুহূর্ত্ত কাল অবস্থিতি পূর্ব্বক নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ বাহুপাশে আলিঙ্গন করিয়া বাহুপাশ দ্বারাই উভয়ে উভয়কে বন্ধন এবং ক্রোধ, শিক্ষা ও বল অনুসারে সমর স্থলীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। জাতদন্ত শার্দ্দূল ও সিংহের ন্যায়, পরস্পর জড়িতদেহ দুই গজরাজ পোতের ন্যায়, উভয়ে জড়িত ও বাহু দ্বারা পরস্পরকে বন্ধন করিয়া একত্রে ধরাতলে পতিত হইলেন। পরেই উত্থিত হইয়া পরস্পর তিরস্কার করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে বহুপ্রকার বিচরণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই ব্যায়ামে শিক্ষিত এবং বলবান্ ও বীর। কেহই ক্লান্ত হইলেন না। বারণসঙ্কাশ উভয়ে পরবারণনিবারণ দুই বারণের ন্যায় পরস্পরকে নিবারণ পূর্ব্বক অনেকক্ষণ তুমুল যুদ্ধ করিয়া মণ্ডলপথে শীঘ্রগতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে পরস্পরকে ধারণ করিয়া পরস্পরের বিনাশকামনায়, আমিষের জন্য মার্জ্জার-

হয়ের ন্যায়, বার বার প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। যুদ্ধমার্গবিশারদ রাক্ষসরাজ ও বানররাজ পরস্পর বিচিত্র মণ্ডলগতি, বিবিধপ্রকারে অবস্থিতি, গোমূত্ররেখাকার গমনাগমন, বক্রগতি, চক্রগতি, প্রহার হইতে আত্মরক্ষা, শত্রুর চেষ্টা বিফল করিয়া প্রহার, সহসা সম্মুখে ধারণ, থাকিয়া থাকিয়া গমন, অবরোধ করিয়া সম্মুখে অবস্থিতি, পশ্চাদ্গমন, অবনত শরীরে ধাবন, পাদপ্রহারার্থ ধাবন, বিপক্ষ হস্ত ধারণ করিতে না পারে এই জন্য স্বীয় বক্ষঃস্থলে হস্ত স্থাপন, এবং বিপক্ষের হস্তধারণ জন্য হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক, বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রাক্ষস স্বীয় মায়াবল অবলম্বন করিবার উপক্রম করিলেন, জানিয়া জিতভয় জিতশ্রম বানররাজ আকাশে উত্থিত হইলেন, রাক্ষসরাজ বানররাজ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন।

সূর্য্যনন্দন বানররাজ এইরূপে সংগ্রামে যশোলাভ, যুদ্ধে রাক্ষসরাজকে পরিশ্রান্ত ও বিশাল গগনতল লঙ্ঘন করিয়া অবশেষে বানরসৈন্যমধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

পবনগতি প্রভাকরতনয় কপীশ্বর এই প্রকার কার্য্য করিয়া আনন্দিত হইয়া, রঘুবর রাজপুত্রের যুদ্ধোৎসাহ বর্দ্ধন পূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন, বানরগণ সকলে তাঁহার পূজা করিল।

একচত্বারিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণাগ্রজ রাম সুগ্রীবের কলেবরে রক্তপ্রভৃতি যুদ্ধচিহ্ন দর্শন করিয়া, তাঁহাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তুমি আমার সহিত মন্ত্রণা না করিয়াই এই দুরধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কিন্তু নরপতিগণ ঈদৃশ সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। বীর! তুমি সাহসপ্রিয়। আমাকে, সৈন্যদিগকে ও বিভীষণকে সংশয়ে ফেলিয়া, এই ক্লেশজনক সাহসের কার্য্য করিয়াছ। হে অরিন্দম! এক্ষণে আর এরূপ করিও না। কোনরূপে তোমার কিছু অব-

জানকী আদি হইলে, সীতায় আমার প্রয়োজন কি? হে মহাবাহো! হে শত্রুঘ্ন! তাহা হইলে, ভরত, শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ, অধিক কি, আমার শরীরেও কাজ কি? তুমি মহেন্দ্র ও বরুণের ন্যায়, বিক্রম-বিশিষ্ট, ইহা আমি জানি। তথাপি তুমি না আসিবার পূর্ব্বে আমি এই প্রকার স্থির করিয়াছিলাম, যদি তোমার বিপদ্ ঘটে, তাহা হইলে, আমি রাবণকে যুদ্ধে সপুত্রবলবাহনে সংহার, বিভীষণকে লঙ্কায় অভিষেক ও ভরতকে রাজপদ প্রদান করিয়া স্বয়ং দেহত্যাগ করিব।

রাম এই প্রকার কহিলে, সুগ্রীব প্রতিবচনপ্রদান করিয়া কহিলেন, রাঘব! রাবণ আপনার ভার্য্যা হরণ করিয়াছে। আমিও নিজের বিক্রম জানি। এরূপ অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া কিরূপে ক্ষমা করিতে পারি?

রাম এবম্বিধ বাক্যপ্রয়োগপ্রবৃত্ত সুগ্রীবকে অভিনন্দন করিয়া লক্ষ্মীসম্পন্ন লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাই। সুশীতল সলিল ও ফলবান্ অরণ্য সকল আশ্রয় এবং সৈন্যদিগকে যথাযথ বিভাগ ও ব্যূহিত করিয়া, আমাদিগকে থাকিতে হইবে। ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষস-বীরগণের বিনাশজনক এবং সকল লোকের ক্ষয়কারক ভীষণ ভয়নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, দেখিতেছি। ঐ দেখ, বায়ু অসুখ-স্পর্শ হইয়া প্রবাহিত, বসুন্ধরা কম্পিত, শৈলশিখর সমস্ত বেপিত ও পর্ব্বত সকল শব্দিত হইতেছে। গৃধ্র ও গোমায়ুর ন্যায় ধূসর বর্ণ ক্রূর মেঘ সকল দৃষ্টি প্রতিহত করিয়া, শ্রুতিকটু নিনাদে শোণিতবিন্দুমিশ্রিত ক্রূর বর্ষণ করিতেছে। সন্ধ্যা রক্তচন্দনের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিয়া, অতীব দারুণ ভাবে আদিত্যমণ্ডল হইতে প্রজ্বলিত পাবকমণ্ডলে প্রপতিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকেই ক্রূর মৃগ সকল নিরতিশয় ভয় সমুদ্ভাবন করিয়া, ব্যাকুলভাবে ক্ষীণ স্বরে সূর্য্যের অভিমুখে শব্দ করিতেছে। ঐ দেখ, চন্দ্র যেন, প্রলয় কালে সমুদিত ও অপ্রকাশিত হইয়া, সকলের সন্তাপ সমুদ্ভাবন করিতেছেন। ইঁহার পর্য্যন্তপ্রদেশ কৃষ্ণলোহিতবর্ণ

অংশুমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ! বিমল সূর্য্যমণ্ডলের হ্রস্ব, রুক্ষ, সুস্পষ্ট দৃশ্যমান ও লোহিতবর্ণ পরিবেশ এবং নীল-চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। নক্ষত্র সকল নিতান্ত মলিন হওয়াতে রাত্রিযোগে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণ! অব-লোকন কর, নক্ষত্রগণের এই প্রকার ঘটনায় বোধ হইতেছে, যেন প্রলয় উপস্থিত হইবে। কাক, শ্যেন ও গৃধ্রগণ সর্ব্বদাই অধঃ-পতিত হইতেছে। গোমায়ুগণ কর্কশ স্বরে নিরতিশয় ভয়াবহ শব্দ করিতেছে। পৃথিবী অচিরাৎ রাক্ষসবানরের প্রযোজিত শৈল, শূল ও খড়্গাপরম্পরায় পরিবৃত হইবে। আমরা কাল-বিলম্ব পরিহার পূর্ব্বক সদাই সমস্ত বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, রাবণরক্ষিত দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কায় সবেগে অভিগমন করিব। মহাবল বীর লক্ষ্মণাগ্রজ লক্ষ্মণকে এইপ্রকার কহিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই পর্ব্বত শেখর হইতে অবতরণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন পর্ব্বত-হইতে অবরোহণ করিয়া, শত্রুগণের পরম দুর্দ্ধর্ষ স্বকীয় সৈন্য-সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর সেই কালজ্ঞ রাম সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া, সুবিপুল বানরসৈন্য সম্যক্‌রূপে সুরক্ষিত করিয়া, যথাকালে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর মহাবাহু রাঘব ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক মহৎ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, যুদ্ধযোগ্য অবসরে সকলের অগ্রে লঙ্কার অভিমুখে প্রস্থান করিলে, বিভীষণ সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, নল, ঋক্ষরাজ, নীল ও লক্ষ্মণ ইঁহারা তাঁহার অনুগামী হইলেন। তৎপশ্চাতে ঋক্ষবানরগণের সুবিপুল বাহিনী সুবিশাল মেদিনী আচ্ছন্ন করিয়া, শত শত শৈলশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড পাদপপুঞ্জ গ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। বানরগণ সকলেই শত্রুদমন এবং সকলেই হস্তী সদৃশ প্রকাণ্ডাকৃতি।

এইরূপে রাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাই অল্প কাল মধ্যে রাবণের রাজধানী উদ্যানবনশালিনী পতাকামালিনী মনোহারিণী লঙ্কা প্রাপ্ত হইলেন। উহার বপ্র বিচিত্র এবং তোরণ ও প্রাকার

উন্নত। শাখামৃগগণ রামবাক্যপ্রণোদিত হইয়া, আদেশানুরূপে সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ ও নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য লঙ্কা রুদ্ধ করিয়া, সন্নিবিষ্ট হইল। লঙ্কার উত্তর দ্বার শৈলশৃঙ্গসদৃশ সমুন্নত। ধন্বী রাম অনুজের সহিত ঐ দ্বার রোধ করিয়া, স্বীয় সেনা রক্ষা করিতে লাগিলেন। দশানন স্বয়ং উত্তর দ্বারে অবস্থিতি করেন। দশরথনন্দন বীর রাম লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া, উল্লিখিত দ্বার আক্রমণ পূর্ব্বক রাবণের পালিত লঙ্কাপুরে উপনিবিষ্ট হইলেন। রাম ব্যতিরেকে আর কেহই ঐ দ্বার রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। রাবণাধিষ্ঠিত উল্লিখিত ভয়ানক দ্বার আয়ুধধারী ভয়ংকর রাক্ষসগণ সমন্তাৎ রক্ষা করিয়া আছে। দানবগণ কর্তৃক সুরক্ষিত পাতালের ন্যায়, ঐ দ্বার অল্পবীর্য্যগণের ভয় উৎপাদন করে। উহাতে যোধগণের নানাজাতীয় বহুসংখ্য আয়ুধজাল ও কবচ সকল বিন্যস্ত রহিয়াছে।

সেনাপতি নীল মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত পূর্ব্ব দ্বার, পরম মহাবল অঙ্গদ ঋষভ, গবাক্ষ, গবয় ও গজের সহিত দক্ষিণ দ্বার, এবং বলবান্ হনুমান প্রজঙ্ঘ, তরস ও অন্যান্য বীরগণের সহিত মিলিত হইয়া, পশ্চিম দ্বার আক্রমণ পূর্ব্বক সন্নিবিষ্ট হইলেন। স্বয়ং সুগ্রীব সুপর্ণ ও পবনসদৃশ হরিশ্রেষ্ঠগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, মধ্যম গুল্ম আশ্রয় করিয়া রহিলেন। বানরগণের মধ্যে যাহারা বিখ্যাত যূথপতি, তাহাদের সংখ্যা ষট্ত্রিংশৎকোটি। তাহারা লঙ্কা অবরোধ করত উপনিবিষ্ট হইল। সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ রামের আদেশানুসারে যথাবিধি সন্নিবেশ করিলেন। প্রত্যেক দ্বারেই কোটি কোটি বানর অবস্থিতি করিল। জাম্ববান্ সহিত সুষেণ রামের পশ্চিমে অদূরে মধ্যম গুল্মে বহুবলে পরিবৃত হইয়া, সন্নিবেশ করিল। শার্দ্দূলের ন্যায় দংষ্ট্রাসম্পন্ন এই সকল বানরশার্দ্দূল রাশি রাশি পর্ব্বত ও পাদপ গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া রহিল। তাহারা সকলেই বিকৃতলাঙ্গুল, সকলেই নখদংষ্ট্রায়ুধ, সকলেই বিকৃতচিত্রাঙ্গ ও

সকলেই বিকৃতানন। কাহারো দশ হস্তীর বল, কাহারো শত হস্তীর, কাহারো সহস্র হস্তীর, কাহারো অযোঘসংখ্যক হস্তীর ও কাহারো শতগুণ অযোঘ হস্তীর পরাক্রম এবং কাহারো বা বলের সীমা নাই।

এইরূপে লঙ্কানগরে শলভসমূহের ন্যায়, বানরসৈন্যের অদ্ভুত বিচিত্র সমাগম হওয়াতে, উপনিবিষ্ট ও উৎপতিত কপিগণে পৃথিবী ও আকাশ যুগপৎ পূর্ণ হইয়া গেল। তৎকালে এককোটি বানর লঙ্কা দ্বারে সমাগত এবং অবশিষ্টেরা যুদ্ধের জন্য ইতস্ততঃ গমন করিল। তাহাদের সমাগমে ত্রিকূট গিরি চতুর্দ্দিকেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অযুত সহস্র বানর লঙ্কার অভিমুখ আশ্রয় করিয়া রহিল। বলবান্ বানরগণ রক্ষ হস্তে চতুর্দ্দিক আবৃত করাতে, লঙ্কানগরে বায়ুরও প্রবেশ রুদ্ধ হইল। রাক্ষসগণ সহসা নিতান্ত নিপীড়িত হওয়াতে, বিস্ময়াবিষ্ট হইল। বানরগণ সকলেই মেঘসঙ্কাশ ও সকলেই শক্র সদৃশ পরাক্রমসম্পন্ন। সাগরের সেতু ভগ্ন হইলে, জলের যেরূপ শব্দ হয়, তৎকালে বানরগণ শিবিরসন্নিবেশে প্রবৃত্ত হইলে, সেইরূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। সেই তুমুল শব্দে প্রাকার, তোরণ, পর্ব্বত, কানন ও উপবন সহিত সমস্ত লঙ্কা বিচলিত হইয়া উঠিল। তৎকালে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব যথাবিধানে রক্ষা করাতে, বানরসৈন্য সুরাসুরগণেরও সুদুর্দ্ধর্ষ হইল।

সামাদি উপায় সমস্ত যথাক্রমে প্রয়োগ করিলে, যেরূপ ইষ্টাপত্তি হয়, রাম তাহা বিশেষরূপ বিদিত ছিলেন। রাক্ষসগণের যথার্থ স্বীয় সৈন্য সন্নিবিষ্ট করিয়াই, তিনি বিভীষণের মতানুবর্ত্তী হইয়া, অতঃপর যাহা করিতে হইবে, তৎসাধনমানসে মন্ত্রিগণের সহিত পুনঃ পুনঃ মন্ত্রণানন্তর কার্য্য নিশ্চয় ও রাজধর্ম্ম স্মরণ করত বালিতনয় অঙ্গদকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সৌম্য! তুমি নির্ভয়ে ও নিরাকুলচিত্তে লঙ্কাপুরী লঙ্ঘন করিয়া, আমার বচনানুসারে রাবণকে গিয়া বল, হে নিশাচর! তুমি হতৈশ্বর্য্য,

হতচেতন ও মরিতে অভিলাষী হইয়াছ। হে রাক্ষস! তুমি মোহবশতঃ অহঙ্কৃত হইয়া, ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, নাগগণ, যক্ষগণ ও নরপতিগণ, ইঁহাদের অনিষ্ট করিয়া, যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ, অধুনা সেই পাপের দুর্নিবার পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে এবং পিতামহের বরে তোমার যে অহঙ্কার জন্মিয়াছিল, অধুনা তাহাও বিনষ্ট হইয়াছে, এ বিষয়ে কিছু-মাত্র সংশয় নাই। আমি দারাহরণকর্ষিত হইয়া, তোমার দণ্ড-ধর রূপে দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক লঙ্কাদ্বারে অবস্থিতি করিয়াছি। তুমি স্থৈর্য্যসহকারে যুদ্ধ করিলে, পূর্ব্বে যে সকল দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের প্রাণ সংহার করিয়াছ, তাহাদের পদবী গমন করিবে। রে রাক্ষসাধম! যে বল ও মায়া আশ্রয় করিয়া, আমার অসমক্ষে সীতাকে হরণ করিয়াছ, অধুনা সেই বল ও মায়া প্রদর্শন কর। যদি তুমি সীতাকে লইয়া, শরণ গ্রহণ না কর, তাহা হইলে, আমি নিশ্চিত শরসমূহে সমস্ত লোক রাক্ষস-শূন্য করিব। ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ এই বিভীষণ আমার সমী-পস্থ হইয়াছেন। এই শ্রীমান্ নিশ্চয়ই লঙ্কার নিষ্কণ্টক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবেন। তুমি অধর্ম্ম করিয়া, পাপাত্মা ও অবিদিতাত্মা মূর্খ মন্ত্রীর সহায়ে ক্ষণমাত্রও রাজ্যভোগে সমর্থ হইবে না। অত-এব হে নিশাচর! তুমি ধৈর্য্য ও শৌর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ কর; তাহা হইলে, পরম পবিত্রভাবাপন্ন হইবে। যদি তুমি পক্ষী হইয়া ত্রিলোকে প্রবেশ কর, তাহা হইলেও, আমার দৃষ্টি-মার্গে পতিত হইয়া, তোমায় জীবিতশরীরে ফিরিতে হইবে না। আমি হিত কথাই বলিতেছি, তোমার প্রাণ আমার হস্তে; আর তোমায় বাঁচিতে হইবে না। অতএব দানাদি পারলৌকিক কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া, এই বেলা লঙ্কার সন্তোষ বিধান কর।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এই প্রকার আজ্ঞা করিলে, তারানন্দন অঙ্গদ, মূর্ত্তিমান্ হুতাশনের ন্যায়, আকাশে অবগাহন পূর্ব্বক

গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সবেগে গমন করিয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যেই রাবণের মন্দির ও মন্ত্রিগণসহিত সমাসীন স্বয়ং রাবণকে দর্শন করিলেন। অনন্তর কনকময় অঙ্গদমণ্ডিত হরিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ রাবণের অতিদূরে নিপতিত হইয়া, প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় উপবেশন পূর্ব্বক আপনিই আপনার পরিচয় দিয়া, রামের সেই অন্যূনানতিরিক্ত উৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ করাইয়া,মন্ত্রিসমবেত দশাননকে কহিতে লাগিলেন,আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা কোশলপতি রামের দূত; বালির পুত্র, নাম অঙ্গদ। বোধ হয়, আমার নাম তুমি শুনিয়া থাকিবে। কোশলানন্দবর্দ্ধন রাম তোমায় বলিয়াছেন, রে নৃশংস! তুমি পুরীর বহির্গত হইয়া, প্রতিযুদ্ধ প্রদান পূর্ব্বক পুরুষকার প্রদর্শন কর। আমি তোমায় জ্ঞাতি, বান্ধব, পুত্র ও অমাত্য সহিত সংহার করিব। তুমি হত হইলে, তিন লোক নিরুদ্বিগ্ন হইবে। তুমি দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও ঋষিগণের শত্রু ও কণ্টক। অদ্য সেই কণ্টক উদ্ধার করিব। সৎকার ও প্রণিপাত পূর্ব্বক বৈদেহীকে প্রদান না করিলে, তোমায় বধ করিয়া, বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিব। হরিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ এই প্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, নিশাচরগণেশ্বর রাবণ অসহমান হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি রোষবশ হইয়া, সচিবদিগকে বারংবার আজ্ঞা করিতে লাগিলেন, তোমরা ঐ দুর্ব্বুদ্ধি বানরকে গ্রহণ ও বধ কর।

রাবণের কথা শুনিয়া চারিজন প্রচণ্ডস্বভাব নিশাচর প্রজ্বলিতপাবকপ্রতিম অঙ্গদকে ধারণ করিল। আত্মবান্ বীর তারানন্দন রাক্ষসদিগকে বীর্য্য প্রদর্শন করিবার বাসনায় আপনিই আপনাকে ধারণ করাইলেন। রাক্ষসগণ তদীয় বাহুযুগল ধারণ করিলে, তিনি তাহাদিগকে লইয়াই পতঙ্গবৎ তৎক্ষণাৎ শৈলসংকাশ প্রাসাদে উৎপতিত হইলেন। তদীয় উৎপতনবেগে নির্ধূত হইয়া, চারি জন রাক্ষসই রাজা রাবণের সাক্ষাতে

ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর প্রতাপবান্ বালিসুত রাবণের পর্ব্বতশিখরসদৃশ অত্যুন্নত ঐ প্রাসাদশিখর আক্রমণ করিলে, উহা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষে শত খণ্ডে বিশীর্ণ হইয়া গেল। পূর্ব্বে হিমালয়ের শৃঙ্গ বজ্রাঘাতে এইরূপ বিদারিত হইয়াছিল। বালিপুত্র প্রাসাদশিখর ভগ্ন ও আত্মনাম সকলের শ্রবণগোচর করিয়া, গভীর গর্জ্জন পুরঃসর আকাশপথে উৎপতিত এবং সমুদায় রাক্ষসকে ব্যথিত ও বানরদিগকে হর্ষিত করিয়া, কপিগণমধ্যে রামের পার্শ্বে সমাগত হইলেন।

প্রাসাদ ভগ্ন হওয়াতে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভাবী বিনাশ চিন্তা করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রাম সহর্ষে গর্জ্জনশীল বহুসংখ্য বানরে বেষ্টিত হইয়া, শত্রুবধ আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধের জন্য অভিমুখ হইয়া রহিলেন। গিরিকূটাকৃতি মহাবীর দুর্দ্ধর্ষ সুষেণ সুগ্রীবের আদেশে কামরূপী বানরবলে পরিবৃত হইয়া, লঙ্কার দ্বার সকল রোধ করিয়া, নক্ষত্রগণ যেমন চন্দ্রকে, তদ্রূপ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। সাগরের অভিমুখে লঙ্কায় উপনিবিষ্ট বানরগণের শত অক্ষৌহিণী সন্দর্শন করিয়া, রাক্ষসগণ কেহ বিস্মিত, কেহ শঙ্কিত ও কেহবা যুদ্ধপ্রীতিবশতঃ হর্ষাবিষ্ট হইল। প্রাকার ও পরিখান্তর সমস্তই বানরগণ কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং তাহারা স্বয়ং প্রাকার রচনা করিয়াছে, দেখিয়া রাক্ষসগণ দীনভাবাপন্ন ও ভীত হইয়া, হাহাকার করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজধানী লঙ্কানগরে বানরগণের মহাভয়ংকর কোলাহল উত্থিত হইলে, নিশাচরগণ মহায়ুধ সমস্ত গ্রহণ করিয়া প্রলয়পবনের ন্যায়, বিচরণ করিতে লাগিল।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর এই সকল রাক্ষস রাবণের মন্দিরে গমন করিয়া, নিবেদন করিল, রাম বানরগণের সহিত লঙ্কা রোধ করিয়াছেন।

পুরী রুদ্ধ হইয়াছে শুনিয়া দশানন জাতক্রোধ হইয়া, সম্যক্রূপে দ্বার সকলের রক্ষাবিধান পূর্ব্বক প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং দেখিলেন, বানরগণের সংখ্যা নাই। তাহারা শৈলবনকাননসমেত রাক্ষসপরিপূর্ণ সমুদায় পুরীই আবৃত করিয়াছে। এবং লঙ্কার ভূমি তাহাদের অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত কপিলবর্ণ হইয়াছে। তদ্দর্শনে দশগ্রীব যে উপায়ে তাহাদিগকে বধ করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিশাললোচন দশানন ধৈর্য্যসহকারে অনেকক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া, রাম ও বানরযূথপতিদিগকে দর্শন করিলেন।

এদিকে রাম সসৈন্যে হর্ষাবিষ্ট হইয়া, প্রাকারসমীপে গমন করিয়া দেখিলেন, লঙ্কানগরী নিশাচরগণে পরিবৃত ও সম্যগ্‌বিধানে সুরক্ষিত হইয়াছে। বিচিত্রধ্বজপতাকাশালিনী লঙ্কা দর্শন করিয়া, জনকনন্দিনী রামের দুঃখিত হৃদয়ে পদগ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, মৃগশাবলোচনা জনকাত্মজা আমারই জন্য শোকসন্তপ্ত কৃশ শরীরে ভূতলে শয়ন করত রাক্ষসপুরে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ধর্ম্মাত্মা রাম এইরূপ নিপীড়্যমানা জানকীকে স্মরণ করিয়া, বানরদিগকে সত্বর শত্রুসংহারে আজ্ঞা করিলেন।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এই প্রকার আজ্ঞা করিলে, বানরগণ পরস্পর স্পর্দ্ধমান হইয়া, সিংহনাদে দশদিক পরিপূরিত করিল। এবং তাহাদের যূথপতিগণ, হয় শিখরাঘাতে, না হয়, মুষ্টিপ্রহারে লঙ্কা চূর্ণ করিব, এই প্রকার সংকল্প করিয়া, সুবিশাল গিরিশিখর ও শৃঙ্গ সকল গ্রহণ এবং নানাজাতীয় পাদপ সমুৎপাটন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা রামের প্রিয়কামনায় লঙ্কায় আরোহণ করিল। রাবণ প্রাসাদে আরোহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। সেই তাম্রবদন, স্বর্ণবর্ণ ও রাম পর্য্যন্তযোধী বানরেরা রামের জন্য প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া, লঙ্কায় আরোহণ পূর্ব্বক রাশি রাশি পাদপ, পর্ব্বত-

শেখর ও মুষ্টির আঘাতে অসংখ্য তোরণ ও প্রাকারশিখর ভগ্ন করিয়া ফেলিল, এবং ভূরি ভূরি ভূধরশেখর, তৃণ কাষ্ঠ ও পাংশু বর্ষণ পূর্ব্বক সুনির্ম্মলজলসম্পন্ন পরিখা সকল পূর্ণ করিল।

অনন্তর অন্যান্য সহস্রযূথ, কোটিযূথ, শতকোটি যূথপতি বানর সকল লঙ্কায় আরোহণ করিল এবং কাঞ্চনময় তোরণ সকল প্রমর্দ্দিত ও কৈলাসশিখরসদৃশ গোপুর সকল প্রমথিত করিয়া, কখনো আপ্লবন, কখনো প্লবন, কখনো গর্জ্জন করিতে করিতে মত্ত মাতঙ্গযূথের ন্যায়, লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। প্রবলপরাক্রম রামের জয়, মহাবল লক্ষ্মণের জয়, এবং রামের পরিপালিত রাজা সুগ্রীবের জয়, এই প্রকার ঘোষণা পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে করিতে কামরূপ বানরগণ লঙ্কার প্রাকারোপরি ধাবমান হইল। বীরবাহু, সুবাহু, পনস ও নল এই সকল বানরযূথপতি লঙ্কার প্রাকার রোধ করত উপনিবিষ্ট হইয়া, এবং বহিঃপ্রাকার ভগ্ন করিয়া সেনাপ্রবেশসময়ে স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। কুমুদ জয়মদে গর্ব্বিত ও দশকোটি বানরে পরিবৃত হইয়া, পূর্ব্ব দ্বার রোধ করত অবস্থান করিল। পনস ও প্রঘস বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, তাহার সাহায্য নিমিত্ত তথায় সন্নিবিষ্ট হইল। বীর ও বলবান্ শতবলি বিংশতিকোটি বানরে পরিবৃত হইয়া, দক্ষিণ দ্বার আবরণ পূর্ব্বক অবস্থান করিল। তাহার পিতা বলবান্ সুষেণ কোটি কোটি বানরে বেষ্টিত হইয়া, পশ্চিম দ্বার রোধ করত সন্নিবিষ্ট হইল। স্বয়ং রাম মহাবল লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত উত্তর দ্বারে আগমন পূর্ব্বক তাহা রোধ করিয়া রহিলেন। মহাকায় মহাবীর্য্য, ভীমদর্শন গোলাঙ্গুল গবাক্ষ এককোটি বানর ও মহাবীর শত্রুনিবর্হণ ধূম্র এককোটি ভীমকোপ ঋক্ষের সহিত রামের পার্শ্বে এবং মহাবীর্য্য বিভীষণ সম্যক্‌রূপে অবহিতচিত্ত মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া, কবচ পরিধান ও গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রাম যেখানে তথায় অবস্থান করিলেন। গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ,

ও গন্ধমাদন ইহারা চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বানরবাহিনী রক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে, রাক্ষসরাজ রাবণ রোষপরীতচিত্তে আজ্ঞা করিলেন, সৈন্যগণ সকলে সত্বর যুদ্ধে যাত্রা করুক। এই বাক্য শ্রবণ মাত্র রাক্ষসগণ সহসা ভীমনির্ঘোষে শব্দ করিয়া উঠিল। এবং চতুর্দ্দিকে হেমময় বাদনদণ্ড সহকারে চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণমুখবিশিষ্ট ভেরী সকল বাজাইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মুখমারুতে পরিপূরিত হইয়া শত সহস্র শঙ্খ মহাঘোষে শব্দ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ স্বভাবতঃ শুকের ন্যায়, নীলবর্ণ। শঙ্খ ধারণ করাতে, বিদ্যুন্মালামণ্ডিত সবলাক জলদপটলের ন্যায়, তাহাদের শোভা হইল। অনন্তর রাবণের আদেশানুসারে সৈন্যগণ হৃষ্টচিত্তে যথাসময়ে, পূর্য্যমাণ মহাসাগরবেগের ন্যায়, বিনিষ্ক্রান্ত হইল। ঐ সময়ে বীরগণের গম্ভীর নিনাদে মলয়পর্ব্বত সানু, প্রস্থ ও কন্দরের সহিত একবারেই পরিপূরিত হইয়া উঠিল। তেজস্বী বীরগণের সিংহনাদ ও শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষ হস্তিগণের বৃংহিত, অশ্বগণের হ্রেষিত, রথসকলের চক্রশব্দ ও রাক্ষসগণের পদবিক্ষেপ এই সকলের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সাগর প্রতিধ্বনিত করিল।

এই অবসরে পূর্ব্বকালীন দেবাসুরযুদ্ধের ন্যায়, রাক্ষস ও বানরগণের তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। নিশাচরগণ স্বকীয় বিক্রম প্রখ্যাপন করত প্রদীপ্ত গদা, শক্তি, শূল ও পরশ্বধসমূহ প্রয়োগ করিয়া, বানরগণের সকলকে নিহত করিতে লাগিল। এবং বেগবান্ মহাকায় বানরগণও বৃক্ষ, পর্ব্বতশেখর, নখ ও দন্ত দ্বারা রাক্ষসদিগকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। একদিকে, রাজা সুগ্রীবের জয় হউক, অন্যদিকে স্ব স্ব নাম কথন পূর্ব্বক, রাজন্ রাবণ! তোমার জয় হউক, জয় হউক, বলিয়া, তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। অন্যান্য ভয়ংকর নিশাচরগণ প্রাকার আশ্রয় করিয়া, ভিন্দিপাল ও শূলসমূহের আঘাতে মহীতলগত

বানরদিগকে বিদারিত করিতে লাগিল। পৃথিবীস্থ বানরগণও নিরতিশয় জাতক্রোধ হইয়া, আকাশে উত্থান পূর্ব্বক স্ব-বাহু-সহায়ে প্রাকারস্থিত রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে রাক্ষস ও বানরগণের সেই মাংসশোণিত-কর্দ্দম তুমুল যুদ্ধ অদ্ভুতোপম হইয়া উঠিল।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর মনস্বী বানর ও নিশাচরগণ যুদ্ধ করিতে করিতে পরস্পরের বলদর্শনে সুদারুণ রোষে আক্রান্ত হইল। রাবণের জয়াভিলাষী ভীমকর্ম্মা নিশাচরবর্গ কাঞ্চনভূষিত অশ্ব, অগ্নি-শিখোপম ধ্বজ, আদিত্যসঙ্কাশ রথ ও মনোরম কবচ সমূহে সজ্জিত হইয়া, দশ দিক শব্দায়মান করিয়া, বিনির্গত হইলে, জয়াকাঙ্ক্ষী বানরগণের সুবিপুল সৈন্যও সেই ঘোরকর্ম্মা রাক্ষসসৈন্যের অভিমুখে সবেগে গমন করিল। এই অবসরে পরস্পর অভিমুখে ধাবমান রাক্ষস ও বানরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরমতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ বালিনন্দন অঙ্গদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, বোধ হইল, যেন অন্ধকাসুর মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। নিত্যযুদ্ধদুর্ম্মর্ষণ সম্পাতি প্রজঙ্ঘের সহিত ও হনু-মান জম্বুমালীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণের অনুজ সুমহাক্রোধ বিভীষণ তীক্ষ্ণবেগ শত্রুঘ্নের সহিত সমরে সঙ্গত হইলেন। অনন্তর মহাবল গজ ও নিশাচর তপন, মহাতেজা নীল ও নিকুম্ভ, বানররাজ সুগ্রীব ও প্রঘাস, শ্রীমান্ লক্ষ্মণ ও বিরূপাক্ষ ইঁহারা পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সুদুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মিত্রঘ্ন ও যজ্ঞকোপ এই চারিজন রাক্ষস রামের সহিত, বজ্রমুষ্টি মৈন্দের সহিত, অশনিপ্রভ দ্বিবিদের সহিত, ঘোরস্বভাব বীর রণদুর্দ্ধর প্রতপন তীক্ষ্ণবেগ নলের সহিত এবং ধর্ম্মের পুত্র সুবিখ্যাত বলবান্ সুষেণ বিদ্যুন্মালী নিশাচরের

সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল। অন্যান্য বলবান্ বানরেরা অন্যান্য রাক্ষসের সহিত তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

এইরূপে জয়াভিলাষী বীর রাক্ষস ও বানরগণের রোমহর্ষণ তুমুল মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইলে, তাহাদের দেহ হইতে সমুদ্গত শোণিত নদী সকল ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। কেশকলাপ ঐ সকল নদীর শৈবাল এবং শরীর সকল কাষ্ঠনিচয়। ঐ সময়ে ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া, ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা, সেইরূপ গদা দ্বারা শত্রুসৈন্যবিদারণ বীর অঙ্গদকে আঘাত করিল। বেগবান্ শ্রীমান্ বানর অঙ্গদ সেই গদা গ্রহণ করিয়া, তাহার দ্বারাই ইন্দ্রজিতের স্বর্ণবিচিত্রিত রথ অশ্ব ও সারথির সহিত বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সম্পাতি প্রজঙ্ঘের শরত্রয়ে সমাহত হইয়া, অশ্বকর্ণ বৃক্ষের আঘাতে তাহাকে সংহার করিল। মহাবল জম্বুমালী রথে থাকিয়া, ক্রোধভরে শক্তিপ্রহারে হনুমানের স্তনান্তর বিদারিত করিলে, সেই পবননন্দন তৎক্ষণাৎ রথগ্রহণ পূর্ব্বক তলাঘাতে জম্বুমালীর সহিত তাহা প্রমথিত করিলেন। ঘোরস্বভাব প্রতপন গর্জ্জন করিতে করিতে নলের প্রতি ধাবমান হইলে, নল ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তাহার দুই চক্ষু উৎপাটিত করিলেন। রাক্ষস প্রঘস ক্ষিপ্র হস্তে তীক্ষ্ণ শরসমূহে সুগ্রীবের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া, বানরসৈন্য যেন গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, বানররাজ সবেগে সপ্তপর্ণ বৃক্ষের আঘাতে তাহাকে বধ করিলেন। লক্ষ্মণ প্রথমে শরবৃষ্টি করিয়া, ভীমদর্শন বিরূপাক্ষকে প্রপীড়িত ও পরে একমাত্র শরে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মিত্রঘ্ন ও যজ্ঞঘ্ন ইহারা শরপরম্পরা দ্বারা রামকে আদীপিত করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, অগ্নিশিখা সদৃশ ভয়ংকর চারি শরে তাহাদের চারি জনের মস্তক ছেদন করিলেন। মৈন্দ মুষ্টিপ্রহার পূর্ব্বক বজ্রমুষ্টিকে নিহত করিলে, সে রথ ও অশ্বের সহিত, বিমানের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল। অংশুমান্ সূর্য্য যেমন কিরণমালায় জলধরকে, নিকুম্ভ তেমনি

তীক্ষ্ণ শরসমূহে নীলাঞ্জনচয়সন্নিভ নীলকে বিদারিত করিয়া, পুনরায় ক্ষিপ্রহস্ততা সহকারে একশত শরে বিদ্ধ করত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। নীল, বিষ্ণুর ন্যায়, তাহারই রথচক্র গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা সারথি সহিত তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বজ্রাশনিসমস্পর্শ দ্বিবিদ সকল রাক্ষসের সমক্ষে নিশাচর অশনিপ্রভকে গিরিশৃঙ্গের আঘাত করিলে, সে সেই দ্রুমযোধী বানরেন্দ্রকে অশনিসংকাশ শরপরম্পরায় বিদ্ধ করিল। দ্বিবিদ শরসমূহে সম্যক বিদ্ধদেহ ও ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, শাল বৃক্ষের আঘাতে অশ্ব ও রথের সহিত তাহার প্রাণ সংহার করিল। বিদ্যুন্মালী রথে থাকিয়া, কাঞ্চনভূষিত বাণ সকল দ্বারা সুষেণকে তাড়না করিয়া, বারংবার গর্জ্জন করিতে লাগিল। বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ তাহাকে রথারূঢ় দেখিয়া, সুবৃহৎ পর্ব্বতশৃঙ্গ দ্বারা তৎক্ষণাৎ ঐ রথ ভূপাতিত করিল। ক্ষিপ্রকারী বিদ্যুন্মালী রথ হইতে সত্বর অপক্রান্ত হইয়া, গদা হস্তে পৃথিবীপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইল। তদ্দর্শনে বানরপুঙ্গব সুষেণ জাতক্রোধ হইয়া, তাহার অভিমুখে গমন করিল। বিদ্যুন্মালী ঐ সময় তাহার বক্ষস্থলে গদাঘাত করিলে, বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ গদার সেই গুরুতর আঘাত কোন মতেই গণনা না করিয়া, তুষ্ণীম্ভাবে উল্লিখিত গিরিশৃঙ্গ তদীয় মস্তকে নিপাতিত করিল। শিলাপ্রহারে নিতান্ত আহত হইয়া, হৃদয় নিষ্পিষ্ট হইলে, বিদ্যুন্মালী গতাসু হইয়া, ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল।

এইরূপে দেবগণ যেমন দৈত্যগণকে, শূর বানরগণ তেমনি শূর রাক্ষসদিগকে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিনাশ করিতে লাগিল। রাশি রাশি ভল্ল, গদা, শক্তি, তোমর, সায়ক ও সাংগ্রামিক রথ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ভূরি ভূরি অশ্ব, মত্ত হস্তী, রাক্ষস ও বানরসমূহ নিহত এবং চক্র, অক্ষ, যুগ ও দণ্ড সমস্ত ভগ্ন হইয়া পৃথিবীতে পতিত হওয়াতে, রণভূমি ভয়ংকর ও গোমায়ুগণে পরিবৃত হইয়া উঠিল। বানর ও রাক্ষসগণের কবন্ধ সকল সমুৎপতিত হইতে লাগিল।

ফলতঃ, সেই যুদ্ধ দেবাসুরযুদ্ধের ন্যায়, তুমুল ভাব ধারণ করিল। নিশাচরগণ প্রধান প্রধান বানরশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক নিহন্যমান ও শোণিতগন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া, দিবাকরের অস্তগমন আকাঙ্ক্ষায় পুনরায় সদর্পে ও সতেজে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

এইরূপে রাক্ষস ও বানরেরা যুদ্ধ করিতে লাগিলে, দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী ও প্রাণহারিণী রজনী সমাগত হইল। তখন ঘোরস্বভাব বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর বদ্ধবৈর ও জিগীষু হইয়া, রাত্রিযুদ্ধ আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরা, তুমি বানর এবং বানরেরা, তুমি রাক্ষস, এই বলিয়া রাত্রির সেই দারুণ অন্ধকারে পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। বধ কর, বিদীর্ণ কর, আগমন কর, কি জন্য পলাইতেছ, এইরূপ অতিমাত্র তুমুল শব্দ সৈন্যমধ্যে শ্রুত হইতে লাগিল। কাঞ্চনময়-কবচধারী কৃষ্ণবর্ণ নিশাচরগণ, প্রদীপ্ত ওষধি-কানন-সমেত শৈলেন্দ্রসমূহের ন্যায়, সেই দারুণ অন্ধকারমধ্যে দৃষ্ট এবং ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, মহাবেগে বানরদিগকে ভক্ষণ করত দুষ্পার অন্ধকার মধ্যে পরিপতিত হইতে লাগিল। ভীমকোপ বানরগণও লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ দশনাঘাতে কাঞ্চনভূষিত অশ্ব ও আশীবিষসদৃশ ধ্বজসকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। এইরূপে বলবান বানরগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, রাক্ষসী-সেনা ক্ষুব্ধ করিয়া, দশনপ্রয়োগে হস্তী, হস্ত্যারোহী এবং ধ্বজপতাকামালী রথ সকল আকর্ষণ ও দংশন করিতে আরম্ভ করিল।

রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনে আশীবিষসদৃশ শর দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য রাক্ষসপ্রবরগণের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তুরগ-খুরবিক্ষত ও রথনেমিসমুত্থিত ধরণীরজ যোধগণের কর্ণ ও নেত্র রুদ্ধ করিল। এই প্রকার লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে,

রক্তপ্রবাহশালিনী মহাঘোর নদী সকল প্রবাহিত হইল। ভেরী মৃদঙ্গ ও পণবসমূহের সহিত শঙ্খ ও চক্র ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া, অদ্ভুতরূপে পরিণত হইল। গর্জ্জনশীল অশ্ব, রাক্ষস ও বানর-সমূহ এবং অস্ত্র সকলের দারুণ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। প্রধান প্রধান বানরগণ নিহত, রাশি রাশি শক্তি, শূল ও পরশ্বধ বিনষ্ট এবং পর্ব্বতাকৃতি কামরূপ নিশাচরগণ মৃতপতিত হওয়াতে যুদ্ধভূমি শস্ত্ররূপ পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত দুর্জ্জেয়, দুর্নিবেশ ও শোণিতস্রাবপ্রযুক্ত কর্দ্দমময়ী হইয়া উঠিল। রাক্ষস ও বানর-গণের জীবিতহারিণী সেই নিশীথিনীও সমুদায় ভূতগণের সংহাররজনীর ন্যায়, ভয়ংকর মূর্তি পরিগ্রহ করিল।

অনন্তর রাক্ষসসেনা ঘোরতর অন্ধকারে শরবৃষ্টি করিতে করিতে সংহৃষ্ট হইয়া, রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। তাহারা ক্রোধভরে গর্জ্জন করিয়া, ঐ রূপে ধাবমান হইলে, প্রলয় সময়ে সপ্ত সাগরের শব্দ সদৃশ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। রাম অগ্নি-শিখাসদৃশ ভয়ংকর ছয় শরে তাহাদের মধ্যে ছয় জনকে নিমেষ-মধ্যেই আহত করিলেন। ঐ ছয় জনের নাম দুর্দ্ধর্ষ যজ্ঞশত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর, মহাকায় বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ। ইহারা রামের শরসমূহে মর্ম্মাহত ও ক্ষীণায়ু হইয়া, যুদ্ধ হইতে অপসৃত হইল। মহারথ রাম নিমেষান্তরমাত্রেই অগ্নিশিখাসদৃশ শরসমূহে দিক্ বিদিক্ সমুদায় আলোকিত করিলেন। অন্যান্য যে সকল রাক্ষসবীর তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহারা সকলেই, পাবক-পতিত পতঙ্গপ্রচয়ের ন্যায়, বিনষ্ট হইয়া গেল। সুবর্ণপুঙ্খ শর সকল সমন্ততঃ সম্পতিত হওয়াতে, সেই যুদ্ধরজনী, শরৎকালীন খদ্যোতমণ্ডিত রাত্রির ন্যায়, বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিল। পুনশ্চ, রাক্ষসগণ ও ভেরী সকলের গভীর শব্দের সান্নিধ্যবশতঃ সেই ঘোর নিশীথিনী আরও ঘোর হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকেই অত্যুচ্চ তুমুল শব্দ হওয়াতে, কন্দরাকীর্ণ ত্রিকূটপর্ব্বত মুখরিত হইয়া উঠিল।

অন্ধকারসবর্ণ মহাকায় গোলাঙ্গুল সকল বাহুযুগলে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া, রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। অঙ্গদ শত্রুবিনাশনিমিত্ত সংগ্রামে সমুপস্থিত হইয়া, অশ্ব ও সারথির সহিত ইন্দ্রজিৎকে প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে সারথি ও অশ্ব হত হইলে, ইন্দ্রজিৎ রথ ত্যাগ করিয়া, মহামায়া অবলম্বন পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল। সমস্ত দেবতা ও মহর্ষি এবং স্বয়ং রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা পূজার্হ অঙ্গদের এই কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের প্রভাব প্রাণিমাত্রেরই অবগত ছিল। তজ্জন্য, তাহাকে পরাভূত দেখিয়া সকলেরই আনন্দ হইল। অনন্তর শত্রুকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, সুগ্রীব ও বিভীষণপ্রমুখ বানরগণ সকলেই সাধু সাধু বাক্য শব্দ করিয়া উঠিল। এবং তাহাদের অতিমাত্র হর্ষ উপস্থিত হইল।

বালীর পুত্র ভীমকর্ম্মা অঙ্গদ যুদ্ধে জয় করাতে, রাবণের পুত্র পাপাত্মা রণকর্কশ ইন্দ্রজিতের দারুণ ক্রোধ জন্মিল। সে ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াছিল। ক্রোধে হতজ্ঞান ও অন্তর্দ্ধান পূর্ব্বক অদৃশ্য হইয়া, অশনিসন্নিভ শর সকল মোচন করিতে লাগিল। এবং সায়কসমূহে রাম লক্ষ্মণ উভয়েরই সর্ব্ব শরীর বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। সে মায়াবলে লুক্কায়িত ও সকলের অদৃশ্য হইয়া, কূটযুদ্ধে রাম লক্ষ্মণ উভয়কে মোহিত করিয়া, পাশে বন্ধন করিল। বানরগণ সহসা সন্দর্শন করিল বীর ইন্দ্রজিৎ অতি-ক্রোধ হইয়া, পুরুষব্যাঘ্র রাম লক্ষ্মণকে সর্পময় শরে বন্ধন করিয়াছে।

রাক্ষসরাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ যখন প্রকাশ্যে রাম লক্ষ্মণকে বন্ধন করিতে অসমর্থ হইল, তখন দুরাত্মা মায়াপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইয়া, তৎপ্রভাবে এই কার্য্য সাধন করিল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

প্রতাপবান্ অতিবল রাজপুত্র রাম ইন্দ্রজিতের স্থান অন্বেষণ-জন্য বানরাধিপতি নীল, বালিপুত্র অঙ্গদ, তেজস্বী শরভ, মহাবল হনুমান, দ্বিবিদ, সানুপ্রস্থ, ঋষভ, ঋষভস্কন্ধ এবং সুষেণের দুই জ্ঞাতি, এই দশযূথপতি বানরকে আজ্ঞা করিলেন। তাহারা সকলে অতিশয় হর্ষিত হইয়া, দশদিক্ অন্বেষণ করত ভয়ংকর পাদপহস্তে আকাশে প্রবিষ্ট হইল। অস্ত্রবিৎ ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া, অতিশয় বেগশীল শরজালে সেই বেগবান্ বানরগণের বেগরোধ এবং নারাচসমূহে তাহাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিল। তাহারা মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায়, অন্ধকারে তাহাকে দেখিতে পাইল না। যুদ্ধজয়ী রাবণনন্দন সর্ব্বশরীর-ভেদী শরজালে রামলক্ষ্মণের কলেবর অতিমাত্র বিদ্ধ করিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পশরে তাঁহাদিগকে এরূপে বিদ্ধ করিল যে, তাঁহাদের শরীরে কিছুমাত্র স্থান রহিল না। ক্ষতমুখ দিয়া রাশি রাশি রক্ত বহির্গত হইলে, তাঁহারা উভয়ে কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায়, শোভমান হইলেন।

ইন্দ্রজিতের নয়নপ্রান্ত রক্তবর্ণ ও কলেবর ভিন্নাঞ্জনচয়সন্নিভ। সে অন্তর্হিত থাকিয়া, রাম লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিল, আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, আমার দর্শন পাওয়া অসাধ্য। অথবা, দর্শন পাইলেও, স্বয়ং ইন্দ্র আমাকে আয়ত্ত করিতে পারেন না, তোমাদের কথা কি বলিব। দেখ, আমি তোমাদিগকে কঙ্কপত্রবিশিষ্ট শরজালে বদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে কোপপরীত চিত্তে যমসদনে প্রেরণ করিব। এই বলিয়া ভিন্নাঞ্জনচয়শ্যাম ইন্দ্রজিৎ ধর্ম্মজ্ঞ রাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাকে সুশাণিত শরে বিদ্ধ করিয়া, হাস্য ও গর্জ্জন করিতে লাগিল। এবং পুনরায় বিপুল ধনু বিস্ফারিত করিয়া, ভয়ংকর সায়কসমূহ বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর মর্ম্মজ্ঞ রাবণতনয় বীর রাম লক্ষ্মণের মর্ম্মদেশে নিশিত

শরজাল নির্মজ্জিত করিয়া, বারংবার গর্জ্জন করিতে লাগিল তাঁহারা দুই ভ্রাতা নাগপাশে বদ্ধ হইয়া, নিমেষমধ্যেই স্তম্ভিত দৃষ্টি হইলেন। তাঁহাদের সর্ব্ব শরীর শর-শল্য সমন্বিত ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। ইন্দ্রজিৎ তাঁহাদিগকে রজ্জুমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, নিতান্ত কম্পান্বিত করিলে, একান্ত বলশালী মহাধনু জগৎপতি বীর রাম লক্ষ্মণ মর্ম্মভেদপ্রযুক্ত কম্পিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। সর্ব্ব শরীর রুধিরাক্ত ও শরবেষ্টিত, তদবস্থায় তাঁহারা নিতান্ত পীড়িত ও কাতরভাবাপন্ন হইয়া, বীর শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাদের দেহ এরূপ বিদ্ধ হইল যে, এক অঙ্গুলও অক্ষত রহিল না। এমন কি, করাগ্র পর্য্যন্ত শরসমূহে রুদ্ধ ও বিদারিত হইল। তাঁহারা কামরূপী ক্রূর নিশাচরের আঘাতে অনবরত রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিলে, বোধ হইল যেন, প্রস্রবণময় জলধারা বর্ষণ করিতেছে। রাম মর্ম্মাহত হইয়া প্রথমে পতিত হইলেন।

ইন্দ্রজিৎ পূর্ব্বে ক্রুদ্ধ হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিল। সে বায়ুকর্ত্তৃক বিক্ষীর্য্যমাণ ধূলির ন্যায় অবিচ্ছিন্ন পতমান রুক্মপুঙ্খ প্রসন্নাগ্র শরসমূহ এবং রাশি রাশি নারাচ, অর্দ্ধ নারাচ, ভল্ল, অঞ্জলিক, বৎসদন্ত, সিংহদংষ্ট্র ও ক্ষুর সমস্ত প্রয়োগ পূর্ব্বক রামকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার শরাঘাতে রামের কোদণ্ড জ্যাহীন এবং তাহার মুষ্টিবন্ধও ছিন্ন হইয়া গেল। ঐ কার্ম্মুক তিন স্থানে নত এবং স্বর্ণ ভূষিত। তিনি তদবস্থ ধনু পরিত্যাগ করিয়া, বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। পুরুষর্ষভ রামকে শরশয্যা মধ্যে নিপাতিত দর্শন করিয়া, লক্ষ্মণ প্রাণের আশা ত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি সর্ব্বভূতের শরণ্য ও রণতোষণ পদ্মপলাশলোচন ভ্রাতাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া শোক করিতে লাগিলেন। বানরগণও তদ্দর্শনে নিরতিশয় সন্তপ্ত ও শোকার্ত্ত হইয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে দারুণ চীৎকার আরম্ভ করিল। হনুমানপ্রমুখ বানরগণ সকলেই তথায় সমাগত হইয়া,

বীরশয্যাশায়ী ভ্রাতৃদ্বয়কে বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিল। এবং সকলেই নিরতিশয় বিষণ্ণ ও ব্যাকুলভাবাপন্ন হইল।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

রামলক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা শরপরম্পরায় আচ্ছন্ন হইলে, বানরগণ ভয়বশতঃ আকাশ ও পৃথিবীর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করত, তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বারিবর্ষণ করিয়া, নিরস্ত হয়েন, তদ্বৎ ইন্দ্রজিৎ কৃতকার্য্য হইয়া, বিনিবৃত্ত হইলে, সুগ্রীব, বিভীষণ, নীল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, সুষেণ, কুমুদ ও অঙ্গদ ইঁহারা তথায় আগমন পূর্ব্বক হনুমানের সহিত মিলিত হইয়া, দুই ভ্রাতার উদ্দেশে শোক করিতে লাগিল। তাঁহাদের উভয়ের স্পন্দনশক্তি শূন্য, নিশ্বাস মৃদুভাবাপন্ন, শরীর শোণিতাক্ত ও শরজালে আচ্ছন্ন, এবং নিতান্ত অবসন্ন। তদবস্থায় তাঁহারা স্বর্ণময় ইন্দ্রধ্বজদ্বয়ের ন্যায়, শরশয্যায় শয়ন করিয়া, বিক্রমহীন চেষ্টাহীন সর্পের ন্যায়, নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন। চতুর্দ্দিকে আপনার অধীন যূথপতিগণ পরিবেষ্টন করিয়া আছে। লোচনযুগল বাষ্পবারিপরিপূর্ণ। এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায়ই একপ্রকার অবশ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া, বীরশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন, দর্শন করিয়া, বিভীষণপ্রমুখ বানরগণ সকলেই ব্যথিত হইল। এবং বারংবার অন্তরীক্ষ ও দশ দিক্ দেখিতে লাগিল। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহাকে দেখিতে পাইল না। অনন্তর বিভীষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করত সেই মহামায়াচ্ছন্ন ইন্দ্রজিৎকে সম্মুখে দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিমকর্ম্মা রাবণনন্দন পিতামহের বরদানবলে সকলের অলক্ষ্যে অবস্থিতি করিতেছে।

এদিকে তেজ, যশ ও বিক্রমসম্পন্ন ইন্দ্রজিৎ রামলক্ষ্মণকে বীরশয্যায় শয়ন করিতে দেখিয়া, আপনার কর্ম্ম পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পরমহর্ষিত হইয়া, রাক্ষসগণের প্রীতি উৎপাদন করিয়া কহিতে লাগিল, ঐ দেখ, খর দূষণের হন্তা রাম লক্ষ্মণ মহাবল দুই ভ্রাতাই আমার শরে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঋষিগণসহিত সমস্ত সুরাসুর সমবেত হইলেও, ইহাদিগকে এই নাগপাশ হইতে মোচন করিতে পারিবে না। পিতা আমার যাহাদের জন্য শোকে ও চিন্তায় অভিভূত হইয়া, শয্যাস্পর্শ না করিয়াই যামিনী যাপন করেন এবং যাহাদের জন্য সমস্ত লঙ্কানগরী বর্ষাকালীন নদীর ন্যায়, ব্যাকুলভাবাপন্ন হইয়াছে, সেই এই সকলের মূলহর অনর্থস্বরূপে বিদ্যমান রাম লক্ষ্মণকে আমি নিরাকৃত করিলাম। ইহাদের উভয়ের এবং সমুদায় কপিগণের সমস্ত বিক্রম, শরৎকালীন মেঘের ন্যায়, নিষ্ফল হইল। সে, রাক্ষসগণের সকলকে এই প্রকার কহিয়া, তাহাদের সমক্ষেই যূথপতি বানরদিগকে আক্রমণ করিল। নীলকে নয় বাণে আহত করিয়া, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে তিন তিন শরে সন্তাপিত করিল। পরে জাম্ববানের হৃদয়ে বাণ বিদ্ধ করিয়া, বেগবান্ হনুমানের প্রতি দশ শর প্রয়োগ করিল। অনন্তর শরভ ও গবাক্ষ এই দুই অমিতবিক্রম বানরকে দুই দুই শরে আঘাত করিয়া, ক্ষিপ্রহস্ততাসহকারে বালিনন্দন অঙ্গদকে বহু বাণে বিদ্ধ করিল। এই রূপে অগ্নিশিখাসদৃশ শরজালে ঐ সকল বানরকে বিদ্ধ করিয়া, মহাবল মহাসত্ত্ব মহাবেগ মহাধনু অমিত্রঘ্ন ইন্দ্রজিৎ গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল।

বানরদিগকে শরসমূহে ত্রাসিত ও নিপীড়িত করিয়া, মহাবাহু রাবণনন্দন সহাস্য আস্যে রাক্ষসদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, রাক্ষসগণ! অবলোকন কর, আমি সেনামুখে ভয়ংকর নাগপাশে দুই ভ্রাতাকে একত্রে বন্ধন করিয়াছি। কূটযোধী রাক্ষসগণ সকলেই এই প্রকার অভিহিত হইয়া, এই ব্যাপার

দর্শন পূর্ব্বক পরম হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইল। এবং রাম হত হইয়াছেন, ভাবিয়া, জলদগম্ভীর নিনাদে শব্দ করিয়া, ইন্দ্রজিতের সমুচিত পূজা করিল। তৎকালে, দুই ভ্রাতা স্পন্দহীন ও শ্বাসহীন হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন, দর্শন করিয়া, ইন্দ্রজিৎ মনে করিল, তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে। তজ্জন্য স্বয়ং আনন্দযুক্ত হইয়া, চরদিগকেও হর্ষিত করিয়া, পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল।

এদিকে, রাম লক্ষ্মণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই শরব্যাপ্ত হইয়াছে, দেখিয়া সুগ্রীবের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার, বদনমণ্ডল বাষ্পপূর্ণ, লোচনযুগল ক্রোধে ব্যাকুল এবং নিতান্ত অবসাদ দশায় আবির্ভাব হইল। বিভীষণ তদবস্থ সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বানররাজ! ভয় করিবার আবশ্যকতা নাই। বাষ্পবেগ নিগৃহীত কর। প্রায়ই লোকের এই প্রকার বিপদ ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বদা জয় লাভ করাও সাধ্য নহে। হে বীর! আমাদের যদি কিছুমাত্র ভাগ্যশেষ থাকে, তাহা হইলে, আমি এই মহাবল মহাত্মা রাম লক্ষ্মণকে মুক্ত করিব। এক্ষণে অসহায় আমাকে ও তোমার আপনাকে আশ্বাসিত কর। যাহারা সত্যধর্ম্মে বিশেষ রূপে আসক্ত, তাঁহাদের মৃত্যু জন্য ভয় নাই। এই বিষম সময়ে অতিস্নেহপ্রযুক্ত রোদনাদি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেও, মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব সর্ব্বকার্য্যহানিকর বৈক্লব্য ত্যাগ করিয়া, রামপ্রমুখ সৈন্যগণের হিত চিন্তা কর। অথবা, রাম যাবৎ মোহাচ্ছন্ন থাকেন, তাবৎ ইঁহার রক্ষা কর। পরে চৈতন্য হইলে, ইঁহারা উভয়ে আমাদের ভয় ব্যপনীত করিবেন। রামের পক্ষে ইহা কিছুই নহে, তিনি ইহাতে কখনই প্রাণ ত্যাগ করিবেন না। ঐ দেখ, গতায়ু ব্যক্তিগণ যাহা লাভ করিতে সমর্থ হয় না, সেই লক্ষ্মী রামকে ত্যাগ করেন নাই। অতএব আপনাকে ও আপনার সৈন্যদিগকে আশ্বাসিত কর। আমি এই অবসরে সকলকে স্থির করিয়া লই। হে

বানরসত্তম! এই প্রফুল্লনয়ন কপিগণ ভয়ে আক্রান্ত হইয়া, কর্ণে কর্ণে রামের কথা কহিতেছে। আমি সকলের আশ্বাসনার্থ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছি, দেখিয়া, সৈন্যগণ অতিমাত্র হর্ষিত হইয়াছে। অধুনা, কপিগণ ভুক্তপূর্ব্ব মাল্যের ন্যায়, ভয় পরিহার করুক। রাক্ষসরাজ বিভীষণ সুগ্রীবকে আশ্বাসিত করিয়া, পুনরায় ইতস্ততঃ পলায়মান বানরসৈন্যকে আশ্বাসিত করিলেন।

এদিকে, পরমমায়াবী ইন্দ্রজিৎ সর্ব্বসৈন্যসমাবৃত হইয়া, লঙ্কানগরে প্রবেশ ও পিতৃদেব সমীপে গমন করিল। এবং পিতাকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিয়া, রাম লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছেন, এই প্রিয় সংবাদ প্রদান করিল। রাবণ রাক্ষসগণমধ্যে শত্রুনিপাতবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুত্রকে হৃষ্টচিত্তে আলিঙ্গন এবং প্রীতহৃদয়ে মস্তক আঘ্রাণ করিয়া, সমস্ত সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন ইন্দ্রজিৎ যেরূপে রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট ও নিষ্প্রভ করিয়াছে, তাহা যথাযথ তাঁহার নিকট নিবেদন করিল। মহারথ পুত্রের ঐ কথা শুনিয়া, রাবণের অন্তরাত্মা হর্ষাতিশয্যসমন্বিত এবং রাম কর্ত্তৃক সমুত্থাপিত দারুণ সন্তাপও বিগলিত হইল। তিনি পরম হৃষ্ট বাক্যে পুত্রের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

—•:•—

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিৎ কৃতার্থ হইয়া, লঙ্কায় প্রবেশ করিলে, হনুমান, অঙ্গদ, নীল, সুষেণ, কুমুদ, নল, গজ, গবাক্ষ, পনস, সানুপ্রস্থ, জাম্ববান, ঋষভ, স্কন্দ, রম্ভ, শতবলি ও পৃথু এই সকল প্রধান প্রধান বানর, সৈন্যদিগকে ব্যূহবদ্ধ করিয়া, তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ সকল দিক সর্ব্বতোভাবে নিরীক্ষণ করত পাদপ হস্তে সাবধানে

গ্রামের চারিদিক রক্ষা করিতে লাগিল। তৃণ নড়িলেও, রাক্ষস বলিয়া তাহাদের মনে হইতে লাগিল।

এদিকে রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎকে হৃষ্ট চিত্তে বিদায় দিয়া, যে সকল রাক্ষসী সীতার রক্ষা করে, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিলেন। ত্রিজটাপ্রমুখ ঐ সকল নিশাচরী তদীয় আদেশে তথায় উপস্থিত হইলে, তিনি সহর্ষে তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা বৈদেহীকে বল, ইন্দ্রজিৎ রাম লক্ষ্মণকে বধ করিয়াছে। এবং সীতাকে পুষ্পকরথে আরোহণ করাইয়া, এই ব্যাপার প্রদর্শনও কর। যাহার আশ্রয়বশতঃ গর্ব্বিতা হইয়া, জানকী আমায় উপেক্ষা করে, তাহার সেই স্বামী রাম ভ্রাতার সহিত সংগ্রামমুখে নিহত হইয়াছে। এই কথা বলিলেই, জানকী নির্ব্বিশঙ্কা, নিরুদ্বিগ্না, নিরপেক্ষা ও সর্ব্বাভরণভূষিত হইয়া, আমার পরিচর্য্যা করিবে। ফলতঃ, রাম লক্ষ্মণের সহিত কালের বশতাপন্ন হইয়াছে, দর্শন করিলেই, জানকী অনন্যগতি ও হতাশা হইয়া, প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজেই আমার উপাসনা করিবে।

দুরাত্মা রাবণের এই কথা শুনিয়া, ঐ সকল রাক্ষসী যে আজ্ঞা বলিয়া, পুষ্পক বিমানসমীপে গমন করিল। অনন্তর তাহারা রাবণের আজ্ঞানুসারে পুষ্পক রথ লইয়া, অশোক বনে জানকীর নিকট উপস্থিত করিল। সীতা স্বামিশোকে অভিভূতা হইয়াছিলেন। নিশাচরীরা তাঁহাকে লইয়া, পুষ্পকবিমানে আরোহণ করাইল। অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ ত্রিজটার সহিত সীতাকে পুষ্পকে আরোহণ করাইয়া, পতাকাধ্বজমালিনী সমস্ত লঙ্কা মধ্যে সহর্ষে ঘোষণা করিয়া দিলেন, ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে রাম লক্ষ্মণকে নিহত করিয়াছেন, তোমরা সকলে দেখিয়া আইস।

জনকনন্দিনী ত্রিজটার সহিত বিমানযোগে গমন করিয়া দেখিলেন, সমস্ত বানরসৈন্য নিপাতিত হইয়াছে। তিনি পুনরায় দেখিলেন, রাক্ষসগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়াছে এবং বানরগণ দুঃখার্ত্ত

হইয়া রাম লক্ষ্মণের পার্শ্বে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তদনন্তর তিনি অবলোকন করিলেন, রাম লক্ষ্মণ উভয়েই শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞান শূন্য, নিরতিশয় বেদনা উপস্থিত, কবচ বিনষ্ট, শরাসন বিপ্রবিদ্ধ, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও শরময় হইয়াছে। তদবস্থায় সেই পুরুষব্যাঘ্র বীর্য্যশালী পুণ্ডরীকলোচন দুই ভ্রাতা ধরাতলে শয়ন করিয়াছেন। বোধ হয়, যেন পাবকনন্দন কুমারদ্বয় পতিত রহিয়াছেন। সীতা তাঁহাদের দুই জনকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, দুঃখার্ত্ত হইয়া, নিরতি করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদের দুই জনকে ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া, সেই অনবদ্যাঙ্গী অসিতেক্ষণার লোচনযুগল অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি এইরূপে বাষ্প ও শোকে আচ্ছন্ন হইয়া, দেবসুতসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু চিন্তা করিতে করিতে দুঃখান্বিত হৃদয়ে বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিলেন।

—০*০—

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

মহাবল রাম লক্ষ্মণকে নিহত দেখিয়া, সীতা শোককর্ষিতা হইয়া, করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, সামুদ্রিক পুরুষগণ বলিয়াছিলেন, আমি অবিধবা ও পুত্রের জননী হইব। রাম নিহত হওয়াতে, অদ্য সেই জ্ঞানিগণও মিথ্যাবাদী হইলেন। যাঁহারা বলিতেন, আমি অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠাতার মহিষী এবং বিবিধ সত্রকর্ত্তার পত্নী হইবে, অদ্য রামের মৃত্যুতে তাঁহাদেরও বাক্য মিথ্যা হইল। যাঁহাদের জ্ঞান ছিল, আমি বীর পার্থিব পত্নীগণের মধ্যে পূজ্যা এবং স্বামীর বহুমানভাগিনী, তাঁহাদের কথাও মিথ্যা হইল। অথবা যে সকল জ্যোতিঃ-শাস্ত্রবিৎ জ্ঞানী পুরুষগণ আমার সমক্ষে আমাকে অবিধবা বলিয়া উল্লেখ করিতেন, অদ্য রাম নিহত হওয়াতে, তাঁহারাও

অনৃতবাদী হইলেন। যে লক্ষণ থাকিলে, কুলস্ত্রীরা রাজেন্দ্র-পতির সহিত অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হয়, সেই পদ্মরেখা আমার হস্তপদে বিরাজমান। যে সকল লক্ষণযুক্ত হইলে, নারী বিধবা ও দুর্ভগা হয়, সে সকল অলক্ষণ আমার দেখিতে পাই না। তথাপি আমার লক্ষণের উপযুক্ত ফল হইল না। লক্ষণজ্ঞ পুরুষগণ বলিয়া থাকেন, স্ত্রীলোকের পদ্মরেখা কখনই ব্যর্থ হয় না। অদ্য রাম নিহত হওয়াতে, তাহাও মিথ্যা হইল। আমার কেশকলাপ সূক্ষ্ম, সম ও নীলবর্ণ, ভ্রূযুগল অসংহত, জঙ্ঘাদ্বয় বৃত্তভাবাপন্ন ও অলোমশ, দশন সকল বিরল, ললাট-ফলক, নেত্র, কর, পাদ, গুল্‌ফ ও ঊরুযুগল সমস্থিত, নখ সকল অনুরক্ত, অঙ্গুলিরাজি স্নিগ্ধ ও সমসমা, স্তনদ্বয় অবিরল ও পীন, চূচকদ্বয় মগ্ন, নাভি গভীর ও পার্শ্বে উৎসিক্ত, দুই পার্শ্ব ও বক্ষঃ-স্থল উপচিত, বর্ণ মণিসদৃশ, লোমরাজি মৃদুভাবাপন্ন, এবং আমার দুই পাদের দশ অঙ্গুলি ও তল ভাগ সুপ্রতিষ্ঠ। এইরূপে কেশাদি পাদপর্য্যন্ত লক্ষণপরম্পরা পরিদর্শন করিয়া, লোকে আমায় শুভলক্ষণা বলিত। কন্যার শুভাশুভ লক্ষণবেত্তারাও জানিতেন, আমার পাণিপাদ উভয়ই সমগ্র যবলেখায় লাঞ্ছিত ও উৎকৃষ্ট বর্ণবিশিষ্ট এবং তাহাদের অঙ্গুলিরাজি পরস্পর সং-সক্ত। এতদ্ভিন্ন, আমার হাস্যও মৃদুমন্দ ভাবান্বিত। এই সকল শুভ লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া, জ্যোতিঃশাস্ত্রের সিদ্ধান্তবিৎ ব্রাহ্মণগণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, আমি স্বামীর সহিত ভবিষ্যতে অধি-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতা হইব। কিন্তু সে সকলই মিথ্যা হইল। হায়! ভ্রাতৃদ্বয় জনস্থানের কণ্টক উৎপাটন, আমার সংবাদ সংকলন ও অক্ষোভ্য সাগর উত্তরণ করিয়া, শেষে গোষ্পদে মগ্ন হইলেন! তাঁহারা দুই জনেই বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, বায়ব্য ও ব্রহ্মশির এই সকল অস্ত্রে প্রতিপন্ন, দুই জনেই ইন্দ্রের সদৃশ এবং দুই জনেই অনাথা আমার রক্ষাকর্ত্তা। ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য হইয়া, দুই জনকেই নিহত করিল। শত্রু যদিও মনের ন্যায় বেগবান্ হয়, তথাপি,

রামের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া, প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারে না। কালের পক্ষে কিছুই অতিভার নাই, কৃতান্তকেও জয় করা দুর্ঘট। দেখ, স্বয়ং রামও ভ্রাতার সহিত শত্রুহস্তে নিপাতিত হইয়া, শয়ন করিয়াছেন। তপস্বিনী শ্বশ্রূ কৌশল্যার জন্য আমার যেরূপ শোক হইতেছে, আমার নিজের জন্য, জননীর জন্য এবং মহারথ রাম ও লক্ষ্মণের জন্যও সেরূপ হয় না। কেননা, কৌশল্যা নিয়তই চিন্তা করিতেছেন, রামকে কত দিনে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাসব্রত সমাপ্ত করিয়া, অযোধ্যায় সমাগত দেখিব।

সীতা এই বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, রাক্ষসী ত্রিজটা তাঁহাকে কহিল, দেবি। বিষণ্ণ হইও না। তোমার স্বামীর মৃত্যু নাই। আমি ইহার অনুরূপ গুরুতর কারণ সকল নির্দ্দেশ করিব। তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে, রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতার মৃত্যু হয় নাই। তথাহি, প্রভু নিহত হইলে, যুদ্ধে যোধগণের বদনমণ্ডল কখনো কোপযুক্ত ও হর্ষপর্য্যুৎসুক হয় না। হে বৈদেহি! যদি ইঁহারা প্রাণ ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে, এই পুষ্পকনামক পবিত্র বিমান কখনই তোমাকে ধারণ করিত না। কর্ণধার বিনষ্ট হইলে, নৌকা যেমন জলমধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ সকলের প্রধান বীর নিহত হইলে, সেনা সকলও উৎসাহহীন ও উদ্যমহীন হইয়া, রণমধ্যে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু ঐ দেখ, বানরসেনা নির্ভীক, নিরুদ্বেগ ও নিতান্ত তেজোবলসমন্বিত হইয়া, রাম লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতেছে। আমি এই জন্য প্রীতিভরে তোমায় জানাইতেছি, রাম লক্ষ্মণ জীবিত আছেন। তুমি এই ভাবী সুখের নিদর্শনভূত অনুমানপরম্পরায় আমার কথায় বিশেষরূপে বিশ্বাসবদ্ধ হইয়া, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। এবং আমি স্নেহপ্রযুক্ত বলিতেছি, রাম লক্ষ্মণ নিহত হয়েন নাই, অবলোকন কর। হে মৈথিলি। তুমি পাতিব্রত্যগুণে অনায়াসেই লোকের মনে সুখ সম্পাদন কর। সেই জন্য আমার অতিমাত্র অনুরাগ

হইয়াছে। আর, আমিও কখনো মিথ্যা বলি নাই এবং বলিবও না। বলিতে কি, ইন্দ্রপ্রমুখ সুরাসুরগণও ইঁহাদের দুই জনকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে না। আমিও সৈন্যগণের আকার-ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া, ইঁহারা জীবিত আছেন, বলিয়াছি। মৈথিলি! চাহিয়া দেখ, ইহা অতিমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয়, যে, শরাঘাতে সংজ্ঞাহীন ও ভূপতিত হইলেও, ইঁহাদের শ্রী বা কান্তিভ্রষ্ট বা মলিন হয় নাই। গতসত্ত্ব গতপ্রাণ পুরুষগণের প্রায়ই অতিমাত্র মুখবিকার লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব জনক-নন্দিনি! শোক, দুঃখ ও মোহ ত্যাগ কর। ইহাঁদের মুখকান্তি যখন ম্লান হয় নাই, তখন ইহাঁরা বাঁচিয়া না থাকিতে পারেন না।

অমরসুতাসদৃশী মৈথিলী তাহার এই কথা শুনিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হউক। তখন ত্রিজটা মনের ন্যায় বেগশীল পুষ্পকরথ সন্নিবর্ত্তিত করিয়া, দীনা সীতাকে লঙ্কায় প্রবেশ করাইলে, রাক্ষসীরা ত্রিজটার সহিত তাঁহাকে রথ হইতে অবরোপিত ও অশোক বনে প্রবেশিত করিল। সীতা রাবণের বিহারভূমি বহুবৃক্ষপূর্ণ অশোককাননে প্রবেশ করিয়া, দশ দিক্ নিরীক্ষণ করত রাম লক্ষ্মণের ধ্যানে মগ্ন ও নিরতি বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

দশরথনন্দন রাম লক্ষ্মণ উভয়ে ঘোরতর নাগপাশে বদ্ধ হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে শয়ন করিয়া, সর্পের ন্যায়, নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব প্রভৃতি মহাবল বানরশ্রেষ্ঠ সকল শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া, দুই মহাত্মাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। এই অবসরে বীর্য্যবান্ রাম শরপরম্পরায় দৃঢ়তর বদ্ধ হইলেও, অতীব দৃঢ় শরীর ও নিরতিবলশালিতা প্রযুক্ত প্রতিবুদ্ধ হইলেন। এবং

ভ্রাতা লক্ষ্মণকে রুধিরাক্ত, বিষণ্ণ, গাঢ়বিদ্ধ ও দীনবদন নিরীক্ষণ করিয়া, আতুরের ন্যায়, বিলাপ করিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ যুদ্ধে নির্জ্জিত হইয়া, শয়ন করিয়াছেন, যখন দেখিতে হইল, তখন সীতাকে পাইয়া অথবা বাঁচিয়া আমার ফল কি? লক্ষ্মণ আমার সহায় ও যুদ্ধে সবিশেষ নিপুণ। পৃথিবীতে অন্বেষণ করিলে, সীতার সমান স্ত্রী মিলিতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মণের সমান ভাই পাওয়া যাইবে না। সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন যদি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, বানরগণের সমক্ষে প্রাণ ত্যাগ করিব। আমি জননী কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে কি বলিব। এবং পুত্রদর্শনলালসা সুমিত্রাকেই বা কিরূপে কি বলিব! আমি যদি লক্ষ্মণ বিনা গমন করি, তাহা হইলে, বিবৎসা কুররীর ন্যায় বেপমানা অম্বা সুমিত্রাকে কি বলিয়া আশ্বাস দিব। যশস্বী ভরত ও শত্রুঘ্নকেই বা এ কথা কিরূপে বলিব, যে, লক্ষ্মণ আমার সহিত বনে গিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। হায়, সুমিত্রা আমায় যে ভৎসনা করিবেন, তাহা সহিতে পারিব না। এই খানেই দেহ ত্যাগ করিব; বাঁচিতে আর উৎসাহ নাই। দুষ্কৃতকর্ম্মা অনার্য্য আমায় ধিক্! দেখ, লক্ষ্মণ আমারই জন্য শত্রুহস্তে নিপতিত ও শরশয্যায় গতাসুবৎ শয়ান হইয়াছেন। ভাই লক্ষ্মণ! আমি বিষণ্ণ হইলে, তুমি সর্ব্বদা আমাকে আশ্বাস দিয়া থাক। অদ্য আমি অতিমাত্র কাতর হইয়াছি। কিন্তু তুমি গতাসু হইয়া, আমায় সম্ভাষণ করিতে সমর্থ হইতেছ না। অদ্য যুদ্ধে যে পৃথিবীতে তুমি অনেক রাক্ষসকে নিপাতিত করিয়াছ, নিজে শৌর্য্যশালী হইয়াও, শত্রুশরে বিনিহত হইয়া, সেই পৃথিবীতেই শয়ন করিয়াছ। ভাই! তুমি শর ও শোণিতময় কলেবরে শরশয্যায় শয়ন করিয়া, অস্তাচলগমনোন্মুখ দিবাকরের ন্যায়, শোভা বিস্তার করিয়াছ। মর্ম্মস্থল বাণাঘাতে নিতান্ত আহত হওয়াতে, তোমার কথা কহিবার শক্তি নাই। কিন্তু কথা কহিতে না পারিলেও, দৃষ্টি ও

মুখবর্ণ তোমার আন্তরিক বেদনা সূচনা করিতেছে। আমি বনে আসিলে, এই মহাদ্যুতি লক্ষ্মণ যেমন আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, আমিও তেমনি ইঁহার সঙ্গে যমালয়ে গমন করিব। লক্ষ্মণ বন্ধুজনকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন এবং নিত্য আমার অনুগত। অনার্য্য আমার দুর্নয় বশত অদ্য ইঁহার এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইল। আমার মনে পড়ে না, যে, বীর লক্ষ্মণ অতিমাত্র রুষ্ট হইয়াও, কখনো কাহাকে পরুষ বা বিপ্রিয় কথা শ্রবণ করাইয়াছেন। যে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন একবেগে পাঁচ শত বাণ বিসর্জ্জন করিতেন, লক্ষ্মণ সেই কার্ত্তবীর্য্য অপেক্ষাও অধিক বাণ ও অধিক অস্ত্র এক উদ্যমে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যিনি অস্ত্র দ্বারা মহাত্মা ইন্দ্রেরও অস্ত্র ছেদন করিতে পারেন, মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিবার উপযুক্ত পাত্র সেই লক্ষ্মণ শত্রুহস্তে নিহত হইয়া, পৃথিবীতে শয়ন করিতেছেন, আমি বিভীষণকেও রাক্ষসগণের রাজা করিতে পারিলাম না। অতএব, তাঁহাকে রাজা করিব, বলিয়া, যে মিথ্যা প্রলাপ বলিয়াছি, তাহা, নিঃসন্দেহই আমাকে দগ্ধ করিবে। সুগ্রীব! এই মুহূর্ত্তেই তোমার এখান হইতে দেশে ফিরিয়া যাওয়া উচিত হইতেছে। কেননা, আমার সহিত বলহীন তোমায় রাবণ পরাভব করিবে। অতএব সুগ্রীব! তুমি অঙ্গদকে অগ্রে করিয়া, নল, নীল, সমুদায় সৈন্য ও পরিচ্ছদের সহিত সাগর পার হও। হনুমান, ঋক্ষরাজ, গোলাঙ্গুলগণের অধিপতি, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কেশরি, সম্পাতি, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গজ, এবং অন্যান্য বানরগণ যুদ্ধে আমার জন্য জীবিত দান করিয়া, অন্যের দুঃসাধ্য যে ঘোর কার্য্য করিয়াছে, আমি তাহাতেই তুষ্ট আছি। হে সুগ্রীব! দৈব অতিক্রম করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। সুহৃৎ বা বয়স্য যত দূর করিতে পারেন, সুগ্রীব! অধর্ম্মভীরু তুমি আমার সে সকলই সুসম্পন্ন করিয়াছ। হে বানরশ্রেষ্ঠসকল! তোমরাও প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিয়াছ। এক্ষণে আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, সকলে যথেচ্ছ গমন

করিতে পার। রামের এই বিলাপবাক্য যে সকল বানরের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল,তাহাদেরই চক্ষু হইতে বাষ্পবারি বিনির্গলিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে বিভীষণ সমুদায় সৈন্য প্রকৃতিস্থ করিয়া, গদা হস্তে সত্বর রামের নিকট সমাগত হইলেন। নীলাঞ্জনচয়সন্নিভ বিভীষণকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, বানরগণ সকলে রাবণ মনে করিয়া, পলাইতে আরম্ভ করিল।

—:০:—

পঞ্চাশ সর্গ।

তদ্দর্শনে মহাবল মহাতেজা সুগ্রীব অঙ্গদকে কহিলেন, জল-মধ্যে প্রতিকূলবায়ুবশে প্রতিহত নৌকার ন্যায়, বানরীসেনা কি জন্য ব্যথিত হইয়াছে? সুগ্রীবের কথা শুনিয়া, বালিপুত্র অঙ্গদ কহিলেন, আপনি দেখিতেছেন না, দশরথের আত্মজ বীর্য্যশালী মহানুভাব মহারথ রাম লক্ষ্মণ উভয়ে শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া, রুধিরাক্ত দেহে শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন বানররাজ সুগ্রীব অঙ্গদকে কহিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা নহে। আমার বোধ হয়,অন্য কোনো ভয় উপস্থিত হইয়া থাকিবে। দেখ, বানরগণ এযাবৎ অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া, বিষণ্ণ বদনে এখানে উপস্থিত ছিল, পলায়ন করে নাই। কিন্তু সংপ্রাপ্ত ত্রাস বশতঃ পলায়ন করিতেছে, পরস্পর তজ্জন্য লজ্জিত হইতেছে না। পৃষ্ঠের দিকেও চাহিয়া দেখিতেছে না এবং পরস্পরকে আকর্ষণ ও পতিতকে লঙ্ঘন করিয়া ধাবমান হইতেছে।

এই অবসরে বীর বিভীষণ গদাহস্তে তথায় সমাগত হইয়া, জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক সুগ্রীবের সহিত রামকে সংবর্দ্ধিত করিলেন। সুগ্রীব বানর ভীষণ বিভীষণকে দর্শন করিয়া, নিকটে উপবিষ্ট মহাত্মা ঋক্ষরাজকে কহিলেন, বিভীষণ আসিয়াছেন, দেখিয়া, ইন্দ্রজিৎ মনে করিয়া, এই সকল বানরশ্রেষ্ঠ ভয়ে

পলায়ন করিতেছে। অতএব তুমি, বিভীষণ আসিয়াছে, এই কথা বলিয়া ঐ সকল পলায়িত ও ভীত বানরদিগকে প্রকৃতিস্থ কর।

ঋক্ষরাজ জাম্ববান সুগ্রীব কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া, পলায়মান বানরদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করত সান্ত্বনা করিলেন। বানরগণ ঋক্ষরাজের কথা শুনিয়া, বিভীষণকে দর্শন করত ভয় ত্যাগ করিয়া, প্রতিনিবৃত্ত হইল। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ রাম লক্ষ্মণের সমস্ত শরীর শরসমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া, ব্যথিত হইলেন এবং জলক্লিন্ন হস্ত দ্বারা তাঁহাদের নেত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক শোকসংপীড়িত হৃদয়ে এই বলিয়া রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন, ইঁহারা উভয়েই সবংশের বল ও বিক্রমসম্পন্ন এবং যুদ্ধে নিরতি প্রীতিমান্। কূটযোধী রাক্ষসগণ ইঁহাদেরও ঈদৃশী অবস্থা সমুদ্ভাবিত করিল! ভ্রাতার পুত্র কুপুত্র দুরাত্মা মেঘনাদ ক্রূর রাক্ষসী বুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া, ঋজুবিক্রম এই রাম লক্ষ্মণকে বঞ্চনা করিল। ইঁহারা রুধিররাশিতে অভিষিক্ত ও শরসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া, ধরাতলে শয়ন পূর্ব্বক শল্যকদ্বয়ের ন্যায়, প্রতীয়মান হইতেছেন। আমি যাঁহাদের বীর্য্য আশ্রয় করিয়া, রাজত্বের অভিলাষ করিয়াছিলাম, সেই এই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম লক্ষ্মণ উভয়েই শরীরবিনাশজন্য শয়ন করিয়াছেন। হায়, অদ্য আমি প্রাণ থাকিতেও বিপন্ন ও রাজ্যলাভপ্রত্যাশায় বঞ্চিত হইলাম! শত্রু রাবণের প্রতিজ্ঞা ও মনোরথ সকলই পূর্ণ হইল।

সত্ত্বসম্পন্ন বানররাজ সুগ্রীব এইরূপ বিলাপমান বিভীষণকে আলিঙ্গন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি নিঃসন্দেহই লঙ্কারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং রাবণ সপুত্রে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবে। আর, এই রাম লক্ষ্মণ উভয়েই গরুড়াধিষ্ঠিত, অবশ্যই মোহ ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধে রাবণকে সগণে সংহার করিবেন। বিভীষণকে এইরূপে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান করিয়া তিনি

পার্শ্বোপবিষ্ট শ্বশুর সুষেণকে কহিলেন, যাবৎ এই অরিন্দম ভ্রাতৃদ্বয় সংজ্ঞা লাভ না করেন, তাবৎ তুমি ইহাঁদিগকে লইয়া বলবান্ বানরগণের সহিত কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর; আমি রাবণকে পুত্র ও বান্ধবের সহিত সংহার করিয়া, ইন্দ্র যেমন আপনার নষ্ট শ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সীতাকে আনয়ন করিব।

সুষেণ সুগ্রীবের এই কথা শুনিয়া, কহিলেন, পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। দেবগণ লক্ষ্যবেধ ও শস্ত্র প্রয়োগ, উভয়ত্রই সবিশেষ পারদর্শী। দানবগণ মুহুর্মুহু মায়াবলে আত্মপ্রচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আঘাত করিলে, তাঁহারা নিতান্ত ব্যাকুল ও সংজ্ঞাহীন হইয়া, প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে বৃহস্পতি মন্ত্রসহিত বিদ্যা ও ঔষধি বলে তাঁহাদের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। সম্পাতি ও পনস প্রভৃতি বেগবান বানরগণ সেই সকল ঔষধ সংগ্রহ জন্য ক্ষীরোদ তীরে সত্বর গমন করুক। ঐ ঔষধের নাম সঞ্জীবকরণী ও বিশল্যকরণী। ব্রহ্মা স্বয়ং উহাদের রচনা করিয়াছেন এবং যেখানে অমৃত মন্থন হইয়াছিল, সেই ক্ষীরোদ সাগরে চন্দ্র ও দ্রোণ নামক পর্ব্বতে ঐ দুই ঔষধি জন্মিয়া থাকে। বানরগণ এই পরমৌষধি বিদিত আছে। দেবগণ মহোদধিতে উল্লিখিত পর্ব্বতদ্বয় নিহিত করিয়াছেন। রাজন্! এই বায়ুসুত হনুমান তথায় গমন করুক।

এই অবসরে বায়ু প্রবাহিত ও সৌদামিনী সহিত জলদপটল প্রাদুর্ভূত হইল। এবং সেই বায়ুবেগে সাগরসলিল পর্য্যন্ত পর্ব্বত সকল কম্পিত, দ্বীপস্থ প্রকাণ্ড পাদপ সকল জলমধ্যে পতিত ও তাহাদের শাখা সকল ভগ্ন, মলয়বাসী মহাকায় সর্প সকল ত্রস্ত ও সমুদায় যাদোগণ তৎক্ষণাৎ সাগরসলিলে মগ্ন হইয়া গেল। অনন্তর মুহূর্ত্ত পরে বিনতানন্দন মহাবল গরুড় প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, বানরগণের নয়নপথে নিপতিত হইলেন। যে

সকল মহাবল সর্প শর স্বরূপ হইয়া, রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকে বদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়াই পলায়নপরায়ণ হইল। অনন্তর গরুড় তাঁহাদের দুই জনকে দর্শন ও প্রত্যভিনন্দন করিয়া, পাণিযুগল দ্বারা তাঁহাদের চন্দ্রসদৃশ প্রভাসম্পন্ন মুখ-মণ্ডল পরিমার্জ্জন করিলেন। বিনতানন্দনের স্পর্শমাত্র তাঁহা-দের ব্রণ সকল নিরাকৃত ও কলেবর তৎক্ষণাৎ স্নিগ্ধ ও মনোহর-কান্তিবিশিষ্ট এবং তেজ, বল, বীর্য্য, ওজ, মহাগুণ উৎসাহ, বহু-দর্শিতা, বুদ্ধি ও স্মৃতি দ্বিগুণরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। পরম-তেজস্বী গরুড় বাসবোপম উভয়কে উত্থাপিত করিয়া, সহর্ষে আলিঙ্গন করিলেন। রাম তাঁহাকে কহিলেন, আপনার প্রসাদে আমরা দুই জনেই ইন্দ্রজিৎপ্রেরিত এই ঘোর বিপদ অতিক্রম ও সত্বর বললাভ করিলাম। পিতা দশরথ ও পিতামহ অজ এই উভয়কে যেমন, আপনাকে তেমনি প্রাপ্ত হইয়া আমার হৃদয় প্রসন্ন হইতেছে। আপনি কে? আপনার শরীর নিরতিশয় সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, দিব্য মাল্য দিব্য অনুলেপন ও দিব্য আভরণে ভূষিত এবং বিমল বস্ত্রে অলংকৃত।

মহাবল মহাতেজা পতগপতি গরুড় হর্ষপর্য্যাকুল লোচনে সহর্ষ চিত্তে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে কাকুৎস্থ। আমি আপনার পরম প্রীতিভাজন সখা ও বহিশ্চর প্রাণ, আপনাদের সাহায্য নিমিত্ত আসিয়াছি, আমার নাম গরুড়। মহাবীর্য্য অসুরগণ, মহাবল বানরগণ কিংবা ইন্দ্রপুরোগম দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণও এই সুদারুণ নাগপাশ মোচন করিতে সমর্থ নহে। ক্রূরকর্ম্মা ইন্দ্র-জিৎ মায়াবলে ইহা প্রণয়ন করিয়াছে। এই কদ্রুসুতসমুৎপন্ন তীক্ষ্ণদংষ্ট্র বিষোল্বণ নাগগণ রাক্ষসের মায়াপ্রভাবে শর হইয়া, আপনাকে আশ্রয় করিয়াছে। আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যপরাক্রম। দৈব সমরে শত্রুজিৎ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আপনার অনুকূল। আমি এই নাগপাশবন্ধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, আপনাদের প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত সখিত্বের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, সত্বর সমাগত হই-

লাম। এক্ষণে আপনারা ভয়ংকর নাগপাশ হইতে মুক্ত হইলেন। অতঃপর সর্ব্বথা সাবধানে থাকিবেন। রাক্ষসগণ স্বভাবতই কূটযুদ্ধপরায়ণ; কিন্তু আপনাদের ন্যায়, শূর ও শুদ্ধস্বভাব ব্যক্তিগণের সরলতাই বল। অতএব রাক্ষসদিগকে রণাঙ্গনে বিশ্বাস করিবেন না। এই দৃষ্টান্তে স্পষ্টই বুঝিয়া লইবেন, রাক্ষসগণ নিত্যই ক্রূরস্বভাব।

মহাবল সুপর্ণ তৎকালে রামকে এই কথা বলিয়া, আলিঙ্গন পূর্ব্বক মিষ্টবাক্যে বিদায়গ্রহণের উপক্রম করিয়া কহিলেন, সখে! রাম! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও রিপুগণেরও বৎসল। এক্ষণে অনুমতি প্রার্থনা করি, যথাসুখে গমন করিব। হে রঘুনন্দন! আমি যে সখিত্বের কথা কহিলাম, তদ্বিষয়ে কোনরূপ কৌতূহল প্রকাশের আবশ্যকতা নাই। বীর! রণে কৃতকার্য্য হইলে, পরে ইহা জানিতে পারিবেন। আপনি শরসমূহে শত্রু রাবণকে সংহার করিয়া, লঙ্কায় বালক ও বৃদ্ধমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া, সীতাকে লাভ করিবেন। শীঘ্রবিক্রম বীর্য্যবান্ সুপর্ণ বানরসভামধ্যে এই কথা বলিয়া, রামকে সুস্থ, প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন করিয়া, আকাশপথে পবনের ন্যায়, গমন করিলেন।

বানরযূথপতিগণ রাম লক্ষ্মণকে সর্ব্বথা সুস্থ দর্শন করিয়া, লাঙ্গূল কম্পন সহকারে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর তাহারা সকলে নিরতিশয় হর্ষবিশিষ্ট হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায়, গভীর গর্জ্জন পুরঃসর ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খনাদে প্রবৃত্ত হইল। অন্যান্য নগযোধী বিক্রান্ত শতসহস্র বানর আস্ফোটন সহকারে বিবিধ পাদপ উৎপাটন করিয়া, যুদ্ধের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিল। অনন্তর কপিগণ ঘোর গভীর শব্দ ও নিশাচরদিগকে ত্রাসিত করিয়া, যুদ্ধবাসনায় লঙ্কাদ্বারে সমাগত হইল। গ্রীষ্মাবসানে নিশীথসময়ে মেঘ সকল যেরূপ ভয়ংকর শব্দ করে, শাখামৃগপতিগণ গর্জ্জন করাতে, সেইরূপ সুভীষণ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল।

একপঞ্চাশ সর্গ।

তখন সমুদায় রাক্ষসগণ ও রাবণ শব্দায়মান মহাতেজস্বী বানরদিগের তুমুল শব্দ শুনিতে পাইলেন। সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণ করিয়া রাবণ সচিবদিগের মধ্যে কহিলেন, আহ্লাদিত বহু বানরের যেরূপ শব্দ উঠিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, ইহাদিগের মহা সন্তোষ হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই জন্যই তুমুল শব্দে লবণার্ণব বিক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে। রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাই ত তীক্ষ্ণবাণে বদ্ধ হইয়াছে, অথচ এই মহাশব্দ হইতেছে, সেই জন্যই আমার আশঙ্কা হইয়াছে।

রাক্ষসরাজ মন্ত্রিদিগকে এই কথা বলিয়া সমীপচারী রাক্ষসদিগকে বলিলেন, জানিয়া আইস, এই শোকের সময় বানরদিগের আনন্দের কি কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা ব্যস্ত হইয়া প্রাকারে আরোহণ করিয়া মহাত্মা সুগ্রীবপালিতা সেনা দেখিতে লাগিল। দেখিল মহাভাগ রাম লক্ষ্মণ অতি ঘোর বাণবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্থিত হইয়াছেন। তদ্দর্শনে তাহারা ব্যথিত হইল; এবং ভীতহৃদয়ে সকলে প্রাকার হইতে অবরোহণ করিয়া বিবর্ণ মুখে রাক্ষসরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই অপ্রিয় ঘটনার প্রকৃত সংবাদ দান করিল। কহিল, যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ যে দুই ভ্রাতা রাম লক্ষ্মণকে শরবন্ধনে বন্ধন করিয়া হস্ত রোধ করিয়াছিলেন, গজ যেমন রজ্জুচ্ছেদন করে, গজের ন্যায় বিক্রমশালী তাঁহারা দুই জন তেমনি শর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া রণ স্থলে দৃষ্ট হইতেছে। তাহাদিগের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ চিন্তিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার বদন বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কহিলেন, ইন্দ্রজিৎ বহুকাল তপস্যা করিয়া বর স্বরূপে যে সকল বাণ লাভ করিয়াছিল, আশীবিষসদৃশ সূর্য্যসকাশ সেই

সকল বাণ দ্বারা সে দুই জনকে বন্ধন করিয়াছিল, যদি তাহারা সেই সকল বাণে বদ্ধ হইয়াও মুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি দেখিতেছি, আমার সমস্ত সৈন্য থাকে কি না থাকে। যাহারা যুদ্ধে আমার শত্রুদিগের প্রাণ হরণ করিয়াছিল,সেই সকল অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বাণ ব্যর্থ হইল।

ধীমান্ রাক্ষসরাজের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ধূম্রাক্ষ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বেগে রাজভবন হইতে বহির্গত হইল। দ্বার হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইয়াই সেনাধ্যক্ষকে কহিল, শীঘ্র সৈন্যচালনা কর; আর বিলম্ব কেন, আমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

সেনাপরিবৃত সেনাধ্যক্ষ ধূম্রাক্ষের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক রাবণের আজ্ঞা লইয়া সত্বর সৈন্যসজ্জা করাইল। বলবান্ ঘোররূপ রাক্ষসযোধগণ কটিদেশে ঘণ্টা বন্ধন করিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ত্যাগ করিতে করিতে ধূম্রাক্ষের চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হইল। হস্তে শূল, মুদ্গর, গদা, পট্টিশ, লৌহদণ্ড, মুসল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভল্ল, পাশ ও পরশ্বধ ধারণ করিয়া ঘোর রাক্ষসগণ জলদের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কোন কবচী সুসজ্জিত রথে,কেহ কেহ স্বর্ণজালে অলংকৃত বিবিধমুখ অশ্বতরে কেহ অতিশীঘ্রগামী অশ্বে, কেহ বা মদমত্ত গজে আরোহণ করিয়া, রাক্ষসব্যাঘ্রগণ দুর্দ্ধর্ষ ব্যাঘ্রগণের ন্যায় বহির্গত হইল। কেহ কেহ অলঙ্কৃত ধ্বজ লইয়া চলিল। অনন্তর ধূম্রাক্ষ বৃক ও সিংহের ন্যায় মুখ ও কনকভূষিত অশ্বতরগণে যোজিত দিব্যরথে আরোহণ করিল; এবং রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া মহাবীর্য্য ধূম্রাক্ষ হাস্য বদনে পশ্চিম দ্বার দিয়া নির্গত হইল, যথায় হনুমান্ অবস্থিতি করিতেছিলেন। অনন্তর, খরযুক্ত মহারথে আরোহণ করিয়া ভীষণদর্শন ঘোর রাক্ষস ধূম্রাক্ষ যাত্রা করিলে পর আকাশচারী অশুভ পক্ষী সকল তাহাকে রোধ করিতে লাগিল। মহাভীষণ গৃধ্র রথের চূড়ায় পতিত হইল, ধ্বজাগ্রেও গৃধ্র সকল পরস্পর গ্রথিত হইয়া পতিত হইল। রুধিরসিক্ত শ্বেত কবন্ধ ও

বিকট শব্দ করিয়া ধূম্রাক্ষের সন্নিকটে ভূমিতে পতিত হইল। ইন্দ্র রুধির বর্ষণ করিতে লাগিলেন; মেদিনী কম্পিত হইতে থাকিল। এবং বায়ু নির্ঘাতের ন্যায় শব্দ করিয়া বহিতে আরম্ভ করিল। দিক্ সকল তিমির রাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া অস্পষ্ট হইল।

ধূম্রাক্ষ রাক্ষসদিগের ভয়ঙ্কর এই সকল ভয়ানক কুলক্ষণ উত্থিত হইতে দর্শন করিয়া ব্যথিত হইল। ধূম্রাক্ষের অগ্রচারী রাক্ষসগণও ভীত হইল।

অনন্তর রণোৎসুক বলবান্ সেই ভয়ানক ধূম্রাক্ষ নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া বহির্গমন পূর্ব্বক রাঘবপালিতা সাগরসদৃশী বহু বানরীসেনা দর্শন করিল।

—○:○—

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

ভীমবিক্রমশালী ধূম্রাক্ষ বহির্গত হইল দর্শন করিয়া, যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী বানরগণ আনন্দিত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ, আর শূল ও মুদ্গর দ্বারা বানর আর রাক্ষসগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষসেরা বানরদিগকে চারিদিক হইতে প্রহার করিতে লাগিল; বানরেরাও বৃক্ষাঘাতে রাক্ষসদিগকে মৃত্তিকার সমান করিল। রাক্ষসগণ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া, ঘোররূপ কঙ্কপত্রসমন্বিত শাণিত বাণজালে বানরদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ভীষণ গদা, পট্টিশ, কূট মুদ্গর ও ঘোর পরিঘধারী রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া বানরগণও ক্রোধে অধিকতর উৎসাহী হইয়া নির্ভয়ে অদ্ভুত কাণ্ড করিতে লাগিল। শর দ্বারা অঙ্গে এবং শূল দ্বারা দেহে বিদ্ধ হইয়া প্রচণ্ডবেগ বানরযূথপতি সকল বৃক্ষ ও প্রস্তর ধারণ করিল। এবং নিজ নিজ নাম শ্রবণ করাইয়া উচ্চৈঃশব্দ করিতে করিতে রাক্ষসযোধদিগকে মন্থন করিতে লাগিল। বানর ও

রাক্ষসগণের এই প্রকার অদ্ভুত ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। কতক রাক্ষস জিতভয় বানরগণ কর্ত্তৃক বিবিধ শিলা ও বহুসংখ্য বৃক্ষ দ্বারা মথিত হইল; কতক রুধির বমন করিতে লাগিল, কতক পার্শ্বে দারিত, কতক বৃক্ষাঘাতে পিণ্ডীকৃত, কতক শিলা দ্বারা চূর্ণীকৃত, কতক বা দণ্ড দ্বারা বিদারিত হইল। কতক মথিত ভগ্ন ধ্বজ, খড়্গ ও চূর্ণীকৃত রথ দ্বারা বিনষ্ট, আর কতক বা ব্যথিত হইল। পর্ব্বতাকার গজেন্দ্র, বানরগণের শিলা ও আরোহী সহিত বিনাশিত অশ্বগণ দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল। কোন ভীমবিক্রমশালী বানরগণ বার বার বেগে লম্ফ প্রদান করিয়া নখ দ্বারা রাক্ষসদিগের মুখ বিদারণ করিতে লাগিল। অনেক রাক্ষস শোণিতগন্ধে অজ্ঞান হইয়া বিষণ্ণ বদনে বিস্রস্ত-কেশে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিল। অন্যান্য ভীষণ বিক্রমশালী রাক্ষস পরম ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রস্পর্শ করতল দ্বারাই বানরদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু বেগে নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র অধিকতর বেগশালী বানরগণ মুষ্টি, পাদ ও পাদপ দ্বারা তাহা-দিগকে পুতিয়া ফেলিল।

সৈন্য ভগ্ন হইল দর্শন করিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ধূম্রাক্ষ ক্রোধে যুদ্ধকারী বানরদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। কতক বানর প্রাশ দ্বারা মথিত হইল। কতক রুধির স্রাব করিতে লাগিল। কতক মুদ্গর দ্বারা আহত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। কতক পরিঘ দ্বারা মথিত; কতক ভিন্দিপাল দ্বারা বিদারিত; কতক পট্টিশ দ্বারা মথিত হইয়া বিহ্বল ও মরমর হইল। কতক বানর নিহত হইয়া রুধিরার্দ্র কলেবরে ভূতলে শয়ন করিল, কতক বা ক্রুদ্ধ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক নিরুদ্দেশ হইল। কতক বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইয়া এক পার্শ্বে শয়ন করিল। ত্রিশূল দ্বারা বিদারিত হইয়া কতক বানরের নাড়ী বহির্গত হইয়া পড়িল। এই প্রকারে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র এবং শিলা ও পাদপ দ্বারা রাক্ষস ও বানরের তুমুল সঙ্কুল যুদ্ধ হইল। যুদ্ধ যেন

গীতিসংপ্রদায়ের ন্যায় প্রকাশ পাইল, ধনুর জ্যা উহার মধুর তন্ত্রী; অশ্বের হ্রেষা উহার তাল; এবং গভীর শব্দ উহার গীত। ধনুষ্পাণি ধূম্রাক্ষ রণ স্থলে হাসিতে হাসিতে শরবৃষ্টি করিয়া বানরদিগকে দশ দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল।

ধূম্রাক্ষ সৈন্য আকুল করিয়া তুলিল দর্শন করিয়া, পবননন্দন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক প্রকাণ্ড প্রস্তর গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। তিনি তাঁহার পিতার তুল্য পরাক্রমশালী, ক্রোধে তাঁহার লোচনযুগল দ্বিগুণতর পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ শিলা তিনি ধূম্রাক্ষের রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। শিলা বেগে আসিতেছে দর্শন করিয়া, ধূম্রাক্ষ গদা উত্তোলন পূর্ব্বক বেগে রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া, ধরাতলে দণ্ডায়মান হইল। শিলাও চক্র, কূবর, অশ্ব, ধ্বজ ও শরাসনের সহিত তাহার রথ চূর্ণ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। হনুমান তাহার রথ পরিত্যাগ করিয়া স্কন্ধ সহিত বৃক্ষ দ্বারা রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ ভগ্নমস্তক হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে ধরণী-তলে শয়ন করিল, কতক বৃক্ষাঘাতে মথিত হইল। পবন-নন্দন হনুমান এইরূপে রাক্ষসসৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া, এক গিরি-শৃঙ্গ লইয়া ধূম্রাক্ষের প্রতি ধাবিত হইলেন। বীর্য্যবান্ ধূম্রাক্ষও গদা উত্তোলন পূর্ব্বক সহসা চীৎকার করিয়া হনুমানের প্রতি ধাবিত হইল, এবং রোষভরে ক্রুদ্ধ হনুমানের মস্তকে সেই লৌহকণ্টকাকীর্ণ গদা প্রহার করিল। কিন্তু পবনের ন্যায় বলশালী পবননন্দন ঐ ভীমবেগ গদার আঘাত গ্রাহ্যও করিলেন না। ধূম্রাক্ষের মস্তকে গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। গিরিশৃঙ্গ দ্বারা আহত হইয়া ধূম্রাক্ষের সর্ব্বাঙ্গ বিভ্রষ্ট হইল, সে চূর্ণীকৃত পর্ব্ব-তের ন্যায় সহসা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। ধূম্রাক্ষ নিহত হইল দর্শন করিয়া, হতাবশিষ্ট নিশাচর সকল ভীত হইয়া লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল; বানরেরা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। মহাত্মা পবননন্দন শত্রুদিগকে সংহার এবং শোণিতে বিবিধ নদী উৎ-

পাদন করিয়া শত্রুবধজনিত আয়াসে শ্রান্ত হইলেন; কিন্তু বানরগণ তাঁহার পূজা করায় তিনি আনন্দানুভব করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ মহাক্রুদ্ধ হইয়া সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রূরকর্ম্মা মহাবল বজ্রদংষ্ট্র নামক রাক্ষসকে কহিলেন, বীর! তুমি গমন কর; রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হও; দাশরথি রাম ও বানরগণের সহিত সুগ্রীবকে বিনাশ কর।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মায়াবী বজ্রদংষ্ট্র যে আজ্ঞা বলিয়া, বহুসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া, নির্গত হইল। শত শত নাগ, অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র, এবং বিচিত্র ধ্বজ ও পতাকার সহিত অনেক সৈন্যাধ্যক্ষ অনুগমনার্থ সজ্জিত হইল। অনন্তর বজ্রদংষ্ট্র বিচিত্র কেয়ূর ও মুকুট ভূষণ পরিধান এবং বর্ম্ম বন্ধন করিয়া সত্বর নির্গত হইল। সেনাপতি পতাকালঙ্কৃত তপ্তকাঞ্চনভূষিত সমুজ্জ্বল রথ প্রদক্ষিণ করিয়া তদুপরি আরোহণ করিল। বিচিত্রবাসা প্রধান প্রধান পদাতি সকল ঋষ্টি, বিচিত্র তোমর, সমুজ্জ্বল মুষল, ভিন্দিপাল, ধনু, শক্তি, পট্টিশ, খড়্গ, চক্র, গদা ও শাণিত পরশু প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া নির্গত হইল। যুদ্ধনিপুণ মদোৎকট সাহসী গজ সকল তোমরাঙ্কুশধারী যোধদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া জঙ্গম পর্ব্বতের ন্যায় বহির্গত হইল। অন্যান্য সুলক্ষণযুক্ত মহাবল নাগসকলও বীরদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া নির্গত হইল। সেই ঘোর রাক্ষসসৈন্য যাইতে যাইতে বর্ষাকালীন গর্জ্জায়মান বিদ্যুৎসংক্রান্ত মেঘের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত সৈন্য, অঙ্গদ যথায় সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই দক্ষিণ দ্বার দিয়া বহির্গত হইল। বহির্গমন সময়ে তাহা

দিগের বিবিধ অমঙ্গল দর্শন হইল। আকাশ হইতে দুর্দ্দর্শ উল্কা এবং জ্বলন্ত অঙ্গার সকল পতিত হইতে লাগিল। ভীষণ শিবা, অগ্নিশিখা উদ্গীরণ করিয়া শব্দ করিতে আরম্ভ করিল, মৃগগণ রাক্ষসদিগের বিনাশ বলিয়া দিতে লাগিল। সৈন্যগণ যাইতে যাইতে স্খলিতপাদ হইয়া দরুণ আহত হইল।

এই সকল উৎপাত দর্শন করিয়াও মহাবল তেজস্বী বজ্রদংষ্ট্র ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উৎসুক হইয়া বহির্গত হইল। তাহাদিগকে বহির্গত হইতে দর্শন করিয়া, জিতভয় বানরগণ দশ দিক্ পূর্ণ করিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। তদনন্তর পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী ঘোররূপ ভীষণ বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহা উৎসাহ সহকারে পরস্পর আক্রমণ করিয়া ভগ্নদেহ ভগ্নমস্তক, এবং সর্ব্বাঙ্গে রুধিরলিপ্ত হইয়া ধরণীতে পতিত হইতে লাগিল। পরিঘবাহু সমরে অপরাঙ্মুখ কতক বীর পরস্পর আক্রমণ করিয়া, বিবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে থাকিল। যুদ্ধস্থলে বৃক্ষ শিলা ও নানা অস্ত্র শস্ত্রের হৃদয়ভেদী মহাশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। রথনেমির শব্দ, ধনুঃশব্দ, এবং শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গের শব্দে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। কতক অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যুদ্ধদুর্ম্মদ বানরগণ চপেটাঘাত করিয়া কতক রাক্ষসের দেহ ভগ্ন করিল। বজ্রদংষ্ট্র এই ব্যাপার দর্শন করিয়া, সৃষ্টি সংহার কালে পাশহস্ত অন্তকের ন্যায়, যাবতীয় বানরদিগকে বিত্রস্ত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। বলবান্ অস্ত্রসংস্কৃত নানাস্ত্রধারী রাক্ষসগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, বানরসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল।

রাক্ষসগণ বানরদিগকে বিনাশ করিতেছে, দর্শন করিয়া, বালিনন্দন অঙ্গদ দ্বিগুণতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণস্থলে যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় লক্ষিত হইলেন। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম ক্রোধরক্তলোচন বীর্য্যবান্ অঙ্গদ বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া, সিংহ ক্ষুদ্র মৃগদিগের ন্যায়, বিস্তর রাক্ষস বিনাশ করিলেন। অঙ্গ-

দের আঘাতে ভগ্নমস্তক হইয়া, ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ ছিন্ন পাদপের ন্যায়, পতিত হইতে লাগিল। বিচিত্র রথ, ধ্বজ, অশ্ব এবং বানর ও রাক্ষসগণের দেহ ও রুধিরে আচ্ছন্ন হইয়া, তৎকালে ভূমি ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিল। হার কেয়ূর, বস্ত্র ও শস্ত্রে অলঙ্কৃত হইয়া রণস্থলী শারদীয়া নিশার ন্যায় প্রকাশ পাইল। অঙ্গদের বেগে তৎকালে সেই মহা রাক্ষসসৈন্য বায়ুবেগে মেঘের ন্যায় চালিত হইতে লাগিল।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

নিজসৈন্যের বিনাশ আর অঙ্গদের বেগ দর্শন করিয়া মহাবল বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষস ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, এবং ইন্দ্রশরাসনের ন্যায় প্রভাশালী শরাসন বিস্ফারণ করিয়া শরবৃষ্টি বর্ষণ পূর্ব্বক বানরবাহিনী সমাচ্ছন্ন করিল। তখন রথারূঢ় নানা অস্ত্রশস্ত্রধারী বীর রাক্ষসেরাও যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে বানরশ্রেষ্ঠ বানরবীরগণও শিলা হস্তে করিয়া চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরা রণস্থলে বানরদিগের উপর সহস্র সহস্র অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। মত্তবারণসঙ্কাশ বানর বীরগণও রাক্ষসদিগের উপর অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও শিলা সকল নিক্ষেপ করিল। সমরে অপরাঙ্মুখ বীর রাক্ষসগণ তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। কত শত বানর ও রাক্ষস কেহ ভগ্নশিরা কেহ ছিন্নপাদ, কেহবা ছিন্নবাহু ও শস্ত্রার্দ্দিত হইয়া শোণিত লিপ্ত কলেবরে ভূতলে শয়ন করিল। পৃথিবী কঙ্ক, গৃধ্র ও বলাকাগণে পরিপূর্ণ এবং গোমায়ুগণে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ভীরুজনের ভয়ঙ্কর শত শত কবন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল। বানর ও রাক্ষসগণ ছিন্নভুজ, ছিন্নপাণি, ছিন্নমস্তক ও ছিন্নদেহ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে থাকিল। অনন্তর বানরসৈন্য কর্তৃক হন্যমান হইয়া সমস্ত রাক্ষসসৈন্য বজ্রদংষ্ট্রের সমক্ষেই রণে ভঙ্গ দিল।

রাক্ষসগণ বানরগণ কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া অতীব ত্রস্ত হইয়াছে দর্শন করিয়া প্রতাপশালী বজ্রদংষ্ট্রের চক্ষু রোষে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে বানরবাহিনী বিত্রাসিত করিয়া ধনুর্হস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হইয়া কঙ্কপত্র-সংযুক্ত সরলগামী এক এক বাণে সাত সাত, আট আট, নয় নয়, পাঁচ পাঁচ বানর বিদ্ধ করিতে লাগিল। শরভিন্নদেহ বানরগণ সকলেই ভীত হইয়া, প্রজাপতির নিকট প্রজাগণের ন্যায়, অঙ্গদের নিকট ধাবিত হইল।

বানরগণ ভগ্ন হইল দর্শন করিয়া বালিনন্দন ক্রোধে বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বজ্রদংষ্ট্রও তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। অনন্তর বজ্রদংষ্ট্র আর অঙ্গদ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরম ক্রুদ্ধ হইয়া উভয়ে মত্ত বারণের ন্যায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বজ্রদংষ্ট্র অগ্নিকল্প সহস্র বাণ মহাবল অঙ্গদের মর্ম্মস্থলে প্রহার করিল। রুধিরাক্ত-কলেবর ভীমপরাক্রম মহাবল বালিপুত্রও বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি এক বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। বৃক্ষ আসিতেছে দর্শন করিয়া রাক্ষস বেগে উহাকে শতধা ছেদন করিল, বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল। বজ্রদংষ্ট্রের সেই বিক্রম দর্শন পূর্ব্বক বানরশ্রেষ্ঠ এক প্রকাণ্ড প্রস্তর লইয়া নিক্ষেপ ও উচ্চৈঃশব্দ করিলেন। শিলা আসিতেছে দেখিয়া বীর্য্যবান্ বজ্রদংষ্ট্র বেগে রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া গদাহস্তে দণ্ডায়মান হইল। এদিকে অঙ্গদনিক্ষিপ্ত প্রস্তর রণস্থলে উপস্থিত হইয়া, চক্র, কুবর ও অশ্বের সহিত রথ চূর্ণ করিল। অনন্তর অন্য এক বৃক্ষশোভিত শিখর উত্তোলন করিয়া অঙ্গদ রাক্ষসের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। সে পুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। পরে অবিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া, পরম ক্রুদ্ধ হইয়া বালি-পুত্রের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। তদনন্তর গদা ত্যাগ করিয়া মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বানর ও রাক্ষস পরস্পর পরস্পরকে

আঘাত করিতে লাগিল। প্রহারে শ্রান্ত হইয়া উভয়ে রুধির বমন এবং অঙ্গারক ও বুধের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর পরমতেজস্বী বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ পুষ্পফলসমন্বিত এক বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পরে উভয়ে কিঙ্কিণীজালসংযুক্ত কোষমধ্যস্থ বিপুল অসি এবং চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া বিবিধ মণ্ডলে বিচরণ ও গর্জ্জন করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। অবনীতে জানু পাতিয়া উভয়ে শ্রমসহকারে যুদ্ধ করিতে করিতে সঞ্জাত ক্ষতচিহ্ন দ্বারা দুই কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইলেন। অনন্তর প্রদীপ্তলোচন কপিকুঞ্জর অঙ্গদ দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় নিমিষমধ্যে লম্ফ প্রদান করিলেন; এবং নির্ম্মল সুশাণিত খড়্গ দ্বারা রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিলেন। তাহার দেহ রুধিরে সিক্ত এবং খড়্গাচ্ছিন্ন মস্তক দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বিপর্য্যস্তলোচনে পতিত হইল।

বজ্রদংষ্ট্র নিহত হইল দর্শন করিয়া রাক্ষসগণ ভয়ে ভীত ও বানরগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া, বিষণ্ণ ও লজ্জানিবন্ধন ঈষৎ অবনত বদনে লঙ্কামধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

ইন্দ্রতুল্যপ্রতাপশালী বালিনন্দন ঐ রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া বানরসৈন্য মধ্যে মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের, বানরগণ তেমনি চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া মহাবলের পূজা করিল।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

বালিপুত্র বজ্রদংষ্ট্রকে বিনাশ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাবণ কৃতাঞ্জলিপুটে পার্শ্বে দণ্ডায়মান সেনাধ্যক্ষকে কহিলেন, ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ সর্ব্বাস্ত্রপণ্ডিত অকম্পনকে অগ্রে করিয়া শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করুক। আমি জানি অকম্পন যুদ্ধে শত্রুর দমনকর্ত্তা;

এবং নিজ দলের রক্ষাকর্ত্তা ও নেতা; সে নিয়ত আমার হিতৈষী, এবং যুদ্ধপ্রিয়; ঐ রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে জয়, এবং অপরাপর ঘোর বানরদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে, তাহাতে সংশয় নাই।

লঘুবিক্রম মহাবল সেনাধ্যক্ষ রাবণের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, সৈন্য চালনা করিল। অনন্তর সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ ক্রমে নানাস্ত্রধারী ভীমদর্শন ভীষণলোচন রাক্ষসবৃন্দ বহির্গত হইল। তখন মেঘসঙ্কাশ মেঘবর্ণ মেঘরাবী অকম্পন তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত বিপুল রথে আরোহণ করিয়া রাক্ষসগণে বেষ্টিত হইয়া যাত্রা করিল। মহাযুদ্ধে দেবগণও তাহাকে কম্পিত করিতে সমর্থ হয় নাই, এই জন্য তাহার নাম অকম্পন, আদিত্যের ন্যায় তেজ হেতু বানরগণ তাহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারিল না। সে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ইচ্ছায় ধাবিত হইল; এই সময় তাহার রথবাহী অশ্বসকল অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে যুদ্ধের আমোদে আনন্দিত হইল, কিন্তু তাহার বাম চক্ষু স্পন্দিত হইতে থাকিল এবং মুখবর্ণ মলিন ও বাক্য গদ্গদ হইয়া আসিল। পরিষ্কার দিবা সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া, প্রবল ঝঞ্ঝা বহিতে আরম্ভ করিল; মৃগ পক্ষী সকল অশুভশংসি ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। কিন্তু সিংহসদৃশ পৃথুস্কন্ধ শার্দ্দূলসমবিক্রমশালী অকম্পন সে সকল গ্রাহ্য না করিয়া যুদ্ধস্থলে বহির্গত হইল। রাক্ষসগণের সহিত অকম্পন রাক্ষস বহির্গত হইলে পর, যেন মহাসাগর ক্ষোভিত করিয়া মহাশব্দ উত্থিত হইল। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া, মহতী বানরী-চমূ চকিত হইয়া ক্রমশৈল হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থ অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর মহাভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, রাক্ষস ও বানরগণ রাবণ ও রামের জন্য দেহ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বানর ও রাক্ষস সকলেই অতি বলশালী, সকলেই শূর, এবং সকলেই পর্ব্বতাকার, পরস্পরের প্রাণ হননজন্য চেষ্টা এবং মহারোষে গর্জ্জন করিতে থাকিল। প্রাণ হইতে লাগিল,

তাহারা বেগে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মহাক্রোধে গর্জ্জন করিতেছে। বানর ও রাক্ষসগণ কর্তৃক উত্থাপিত হইয়া অরুণবর্ণ ভয়ংকর বিপুল ধূলি দশ দিক রোধ করিল। রণস্থলে সেই ধূলি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া প্রাণী সকল কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কি ধ্বজ, কি পতাকা, কি গজ, কি বাজী, কি অস্ত্র শস্ত্র, কি রথ, সেই ধূলিবশতঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। পরস্পর আক্রমণ করিয়া যোধগণ যে মহাশব্দ করিতে লাগিল, কেবল তাহাই শ্রুত হইল, কাহারও রূপ দৃষ্ট হইল না। অন্ধকারে ক্রুদ্ধ বানরগণ বানর ও রাক্ষসগণ রাক্ষসদিগকেই বিনাশ করিতে লাগিল। এই রূপে স্বপক্ষ ও পরপক্ষ বিনাশ করিয়া বানর ও রাক্ষসগণ রুধিরে মেদিনী পঙ্কিল করিয়া তুলিল। অনন্তর রুধিরধারায় সিক্ত হইয়া ধূলি নিবারিত হইল। পৃথিবী শবদেহে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। বৃক্ষ, শক্তি, গদা, প্রাস এবং শিলা, পরিঘ ও তোমর দ্বারা রাক্ষস ও বানরগণ পরস্পরকে বেগে বিনাশ করিতে লাগিল। ভীমকর্ম্মা বানরগণ পরিঘসদৃশ বাহু দ্বারা যুদ্ধ করিয়া পর্ব্বতাকার রাক্ষসদিগকে বধ করিল। প্রাসতোমরধারী রাক্ষসগণও ক্রুদ্ধ হইয়া পরম দারুণ বিবিধ শস্ত্র দ্বারা বানরদিগকে সংহার করিল। রাক্ষসগণের সেনাপতি অকম্পন ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীমবিক্রম রাক্ষসদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বানরগণও আক্রমণ পূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর দ্বারা রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে থাকিল। এই সময়ে বীর কুমুদ, নল ও মৈন্দ বানর মহাযুদ্ধ করিতে লাগিল। এই কয় মহাবীর বানরশ্রেষ্ঠ রাক্ষসসৈন্যের অগ্রভাগে বৃক্ষ দ্বারা বিস্তর রাক্ষস বিনাশ করিল। অকম্পনের আজ্ঞায় বিবিধ শস্ত্রধারী রাক্ষসগণও নানা অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা বানরসৈন্য মর্দ্দন করিল।

— ঃ০ঃ —

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বানরেরা অতি অদ্ভুত কার্য্য করিল দর্শন করিয়া অকম্পন যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। শত্রুর কার্য্য দর্শনে ক্রোধপূর্ণ মূর্ত্তিতে প্রধান ধনু কম্পিত করিয়া সারথিকে কহিল, সারথে! ঐ বলবান্ ভীষণকোপ বানরগণ ক্রমশৈল হস্তে লইয়া আমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সকল যুদ্ধশ্লাঘী বানরকে আমি বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; দেখিতেছি, উহারা সমস্ত রাক্ষসসৈন্য মন্থন করিতেছে।

অনন্তর সারথি অশ্ব চালনা করিল, অকম্পন রথারূঢ় হইয়া দূর হইতেই শরজাল দ্বারা বানরবাহিনী আচ্ছন্ন করিল। যুদ্ধের কথা দূরে থাকুক, বানরগণ তাহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেও পারিল না। অকম্পনের শরে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া সকলেই পলায়ন করিল।

স্বজাতিদিগকে অকম্পনের শরে কাতর ও মৃত্যুর বশবর্ত্তী দর্শন করিয়া মহাবল হনুমান্ অগ্রসর হইলেন। সেই মহাবলকে দর্শন করিয়া, বীর বানরশ্রেষ্ঠগণ সকলে একত্রিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। হনুমান আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, দর্শন করিয়া, বলবানের আশ্রয় পাইয়া তাহাদিগের বল বৃদ্ধি হইল। এদিকে অকম্পন, ধারা দ্বারা মহেন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায়, শরবর্ষণ দ্বারা হনুমানকে আচ্ছন্ন করিল। মহাবল হনুমান্ শরীরপতিত সেই শরবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া অকম্পনকে বিনাশ করিবার মন করিলেন। পবননন্দন মহাতেজা হনুমান্ উচ্চৈঃহাস্য পূর্ব্বক যেন মেদিনী কম্পিত করিয়া উহার প্রতি ধাবিত হইলেন। তিনি তেজে প্রদীপ্ত হইয়া যখন শব্দ করিতে লাগিলেন, তখন প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় তাঁহার মূর্ত্তি দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া উঠিল। বানরশ্রেষ্ঠ আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া বেগে এক শৈল উৎপাটন করিলেন। এক হস্তে ঐ মহাশৈল ধারণ করিয়া

বীর্য্যবান্ মারুতি মহাশব্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। পরে, পুরাকালে বাসব যেমন বজ্রহস্তে নমুচির প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অকম্পনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অকম্পন দূর হইতে সেই মহাশৃঙ্গ দর্শন করিয়াই অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা উহা বিদারণ করিল। রাক্ষসের বাণে বিদারিত গিরিশৃঙ্গ আকাশমার্গে বিকীর্ণ ও ভূতলে পতিত হইল দর্শন করিয়া হনুমান কুণ্ঠিত হইলেন। এবং ক্রোধ ও দর্পে এক অশ্বকর্ণ বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া মহাশৈল সদৃশ সমুন্নত ঐ বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন। মহাদ্যুতি হনুমান্ মহাস্কন্ধসম্পন্ন সেই অশ্বকর্ণ ধারণ করিয়া পরম আনন্দসহকারে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন, এবং পাদন্যাসে পৃথিবী কম্পিত করিয়া ধাবন পূর্ব্বক বেগে অনেক বৃক্ষ নিপাতন করিলেন। আরোহীর সহিত বিস্তর গজ; রথীর সহিত বিস্তর রথ এবং বিস্তর ভয়ানক পদাতিক রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন। ক্রমশঃ হনুমানকে সাক্ষাৎ প্রাণহারী ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় দর্শন করিয়া রাক্ষসেরা পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর বীর অকম্পন রাক্ষসদিগের ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হনুমানকে আগমন করিতে দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং মহাশব্দ করিল। সে দেহবিদারণ চতুর্দ্দশ নিশিত বাণে মহাবীর্য্য হনুমানকে নির্দ্দয়রূপে বিদ্ধ করিল। হনুমান নারাচ ও শাণিত শক্তি সকলের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া জাতবৃক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইলেন। পুষ্পিত অশোক, ও নির্ধূম পাবকের ন্যায় মহাকায় মহাবল মহাবীর্য্য মারুতির শোভা হইল। অনন্তর তিনি আর এক বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া মহাবেগে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অকম্পনের মস্তকে আঘাত করিলেন। ক্রুদ্ধ মহাত্মা বানরশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক বৃক্ষ দ্বারা আহত হইয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ যেমন পড়িল, অমনি মরিল।

রাক্ষসপ্রধান অকম্পনকে ভূমিপতিত দর্শন করিয়া, রাক্ষসগণ, ভূমিকম্পে বৃক্ষরাজির ন্যায় বিচলিত হইল, এবং

পরাজিত হইয়া সকলেই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক লঙ্কামধ্যে ধাবিত হইল; বানরগণও তাহাদিগের অনুসরণ করিল। ভগ্ন-দর্প ও পরাজিত হইয়া রাক্ষসেরা শ্রমজন্য ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বিস্রস্ত কেশে ধাবিত হইল; পরস্পরকে মন্থন করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং বারম্বার পশ্চাতে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল।

রাক্ষসগণ এইরূপে লঙ্কায় প্রবেশ করিলে পর মহাবল বানর গণ সকলে একত্রিত হইয়া হনুমানের পূজা করিতে লাগিল। বিজয়ী উদারচেতা হনুমান্‌ও অনুকূল হইয়া সকলের প্রতিপূজা করিলেন। বানরগণ, যাহার যত বল ছিল, উচ্চৈঃশব্দ, এবং জীবিত রাক্ষসদিগকেই আকর্ষণ করিতে লাগিল।

অতুলবলশালী ভীষণ দানবকে সংহার করিয়া বিষ্ণুর ন্যায় হনুমান সেনার অগ্রে বীরশোভা প্রাপ্ত হইলেন। তখন দেবগণ, স্বয়ং রামচন্দ্র, অতিবল লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবাদি প্রধান প্রধান বানর ও মহাবল বিভীষণ হনুমানের যথেষ্ট সমাদর করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

অকম্পনের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং ঈষৎ ম্লান বদনে মন্ত্রিদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরে ক্ষণকাল চিন্তা ও মন্ত্রিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, রাক্ষসরাজ রাবণ পূর্ব্বাহ্ণে সেনানিবেশ সকল পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত লঙ্কানগরীর চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিলেন। দেখিলেন রাক্ষসগণ লঙ্কা রক্ষা করিতেছে, অনেক স্থানে সৈন্য সংস্থাপিত এবং ধ্বজ পতাকার শ্রেণী সজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু নগরী অবরুদ্ধ দর্শন করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ রণপণ্ডিত প্রহস্তকে নিজের হিত বাক্য বলিলেন,—শত্রুগণ অতি নিকটে উপনিবেশ করাতে নগরী সহসা পীড়িত হইয়াছে; হে রণনিপুণ! যুদ্ধ ভিন্ন আমি

ইহার উদ্ধারের অন্য উপায় দেখিতেছি না। আমি, কি কুম্ভকর্ণ, কি আমার সেনাপতি তুমি, কিম্বা ইন্দ্রজিৎ, কি নিকুম্ভই, এই প্রকার ভার বহন করিতে পারে। অতএব যথায় বানরেরা অবস্থিতি করিতেছে, তুমি সেনা লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক, তথায় গমন কর। তুমি বহির্গত হইলেই, গর্জ্জনকারী রাক্ষসেন্দ্রদিগের শব্দ শ্রবণ করিয়া বানরসৈন্য বিচলিত হইয়া পলায়ন করিবে। বানরগণ চপল, অশিক্ষিত ও অস্থিরমতি; হস্তী সিংহশব্দের ন্যায় তোমার গর্জ্জন সহ্য করিতে পারিবে না। প্রহস্ত সেই বানরসৈন্য পলায়ন করিলে পর, রাম অবশ ও নিরাশ্রয় হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত তোমার বশবর্ত্তী হইবে। যুদ্ধে মৃত্যু অনিশ্চিত, কিন্তু ইষ্ট নিশ্চিত, তোমার যদি অন্যথা বোধ হয় তবে ব্যক্ত কর।

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেনাপতি প্রহস্ত, শুক্রাচার্য্য যেমন অসুররাজকে, তেমনি রাক্ষসরাজকে বলিল, রাজন্! পূর্ব্বে আমরা ত নিপুণ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলাম; তাহাতে আমাদিগের বিরোধই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছিল। সীতাকে প্রদান করিলে মঙ্গল, আর প্রদান না করিলে যুদ্ধ, ইহা ত আমি তখনই বলিয়াছিলাম। আপনি দান মান ও বিবিধ মিষ্ট বাক্য দ্বারা নিয়ত আমার সমাদর করিয়াছেন; এক্ষণে সমরে আপনার হিতসাধন কেন না করিব? জীবন কি স্ত্রীপুত্র, কিছুই আমার রক্ষা করা উচিত নহে; দেখুন, আমি আপনার জন্য সমরে সমস্ত বিসর্জ্জন করিব।

সেনাপতি প্রহস্ত প্রভু রাবণকে এই কথা বলিয়া, সম্মুখস্থিত বলাধ্যক্ষদিগকে বলিল। শীঘ্র মহতী রাক্ষসীসেনা আমার নিকট আনয়ন কর। আজ ক্রব্যাদ পক্ষিগণ রণস্থলে আমার বাণবেগ দ্বারা নিহত বানরদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে।

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলাধ্যক্ষগণ সত্বর হইয়া সেই

রাক্ষস ভবনে সৈন্য চালনা করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে লঙ্কা নানাস্ত্রধারী হস্তিপ্রেক্ষ্য ভয়ংকর রাক্ষসগণে সমাকুল হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া নমস্কার করিতে লাগিলেন; বায়ু সেই ঘৃতগন্ধ আহরণ পূর্ব্বক সুগন্ধিত হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকিল। রাক্ষসগণ মন্ত্রপূত বিবিধ মাল্য গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, বর্ম্ম ও কবচধারী রাক্ষসেরা বেগে আগমন করিয়া, রাজা রাবণকে দেখিয়া প্রহস্তের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল।

অনন্তর প্রহস্ত রাজাকে আমন্ত্রণ ও মহা ভৈরব ভেরী বাদন করিয়া, সজ্জিত দিব্য রথে আরোহণ করিল। ঐ রথে মহাবেগশালী অশ্বচতুষ্টয় যোজিত; উহার সারথি অতি নিপুণ; উহা সুসংবদ্ধ, মেঘের ন্যায় উহার শব্দ; সাক্ষাৎ চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি, এবং বরূথ ও অবস্কর অতি সুন্দর, সর্পধ্বজ হেতু উহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দুঃসাধ্য; উহা কিঙ্কিণীজালে বেষ্টিত হইয়া সৌন্দর্য্যে যেন হাস্য করিতেছে।

রাবণের আজ্ঞা পাইয়া প্রহস্ত এইরূপে রথারোহণ পূর্ব্বক মহতীসেনাসমভিব্যাহারে লঙ্কা হইতে সত্বর বহির্গত হইল। সেনাপতি যাত্রা করিলে, মেঘের ন্যায় দুন্দুভির শব্দ, বিবিধ বাদ্য যন্ত্রের শব্দ ও শঙ্খের শব্দ, যেন পৃথিবী পূর্ণ করিয়া, শ্রুত হইতে লাগিল। ভীমরূপী মহাকায় রাক্ষস সকল ঘোর শব্দ করিয়া প্রহস্তের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত; প্রহস্তের এই কয় জন অমাত্য তাহাকে বেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। গজযূথসঙ্কাশ মহাসৈন্য ভীমব্যূহে ব্যূহিত করিয়া, প্রহস্ত পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বহির্গত হইল। সাগরপ্রবাহসন্নিভ মহাসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া প্রহস্ত ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায় নির্গত হইল। তাহার নির্য্যাণ শব্দ ও রাক্ষসদিগের হুঙ্কার শব্দ, শ্রবণ করিয়া, লঙ্কার যাবদীয় প্রাণী বিকট শব্দ করিতে লাগিল। মাংসশোণিতভোজী পক্ষী সকল মেঘহীন

আকাশমণ্ডলে রথের উপরিভাগে বামাবর্তে ভ্রমণ করিতে লাগিল। শিবা সকল অগ্নিজ্বালা উদ্গীরণ করিয়া ঘোররবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অন্তরীক্ষ হইতে উল্কাপাত ও প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকিল। পরস্পরের দ্বারা উপরক্ত হইয়া, গ্রহগণের প্রকাশ রহিল না। মেঘ সকল কর্কশ গর্জ্জন করিয়া, রাক্ষসের রথের উপর রুধির বর্ষণ এবং উহার অগ্রচারী সৈন্যদিগকে সিক্ত করিতে লাগিল। গৃধ্র দক্ষিণ মুখে রথের অগ্রভাগে বিলীন হইয়া নিজদেহের উভয় পার্শ্ব কণ্ডূয়ন করত রাক্ষসের সমস্ত প্রভা হরণ করিল। রণক্ষেত্রে অবগাহনার্থ যাত্রাকারী অশ্বচালক সারথির হস্ত হইতে অনেক বার রশ্মি পতিত হইল। নির্য্যাণ সময়ে যে সুদুর্লভ ভাস্বর শোভা হইয়াছিল, মুহূর্ত্তমধ্যেই সমস্ত নষ্ট হইল, এবং ঘোটক সকলের মুহুর্মুহু পাদস্খলন হইতে লাগিল।

অনন্তর প্রখ্যাতবলপৌরুষ প্রহস্ত রণস্থলে উপস্থিত হইলে পর, নানাস্ত্রধারী কপিসেনা যুদ্ধার্থ তাহার প্রতি ধাবিত হইল। তাহারা বৃক্ষ, প্রস্তর ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে, এক তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। বেগবান্, সমর্থ, পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী উভয় রাক্ষস ও বানরসৈন্য উচ্চৈঃশব্দ করিয়া পরস্পর যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল; তাহাতে এক তুমুল শব্দ কর্ণগোচর হইতে থাকিল।

অনন্তর মুমূর্ষু শলভ যেমন অগ্নিমধ্যে, দুর্ম্মতি প্রহস্ত তেমনি বিজয়াকাঙ্ক্ষায় অতিবেগে বানরসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রণোদ্যোগী প্রহস্তকে বহির্গত হইতে দেখিয়া, শত্রুদমন রামচন্দ্র, সহাস্যবদনে বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই অতি প্রকাণ্ডশরীর প্রভূত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া মহাবেগে

আগমন করিতেছে, ইহার বল এবং পৌরুষই বা কিরূপ ? হে মহাবাহো! আমায় এই বীর্য্যবান্ রাক্ষসের পরিচয় দান কর।

রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ প্রত্যুত্তর করিলেন, এই রাক্ষস রাবণের সেনাপতি, ইহার নাম প্রহস্ত; লঙ্কায় রাক্ষসরাজের যত সৈন্য আছে, তাহার তিন ভাগ ইহার সঙ্গে আগমন করিয়াছে। প্রহস্ত বীর্য্যবান্, অস্ত্রজ্ঞ ও শূর; ইহার পরাক্রম অতীব বিখ্যাত।

অনন্তর বানরীসেনা রণক্ষেত্রে সমাগত রাক্ষসসৈন্যবেষ্টিত অতি মহাকায় প্রহস্তকে গর্জ্জন করিতে দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিগর্জ্জন করিতে লাগিল। পরে রাক্ষসগণ বিজয়েচ্ছায় বানরদিগের প্রতি ধাবিত হইলে, তাহাদিগের হস্তে ধৃত শক্তি, ঋষ্টি, বাণ, শূল, মুষল, গদা, পরিঘ, প্রাস, বিবিধ পরশু ও বিচিত্র শরাসন সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। বানরেরাও যুদ্ধবাসনায় বিবিধ পুষ্পিত পাদপ, গিরি ও বিপুল দীর্ঘ শিলা গ্রহণ করিল। পরক্ষণেই পরস্পর মিলিত হইয়া, প্রস্তর ও বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। যুদ্ধে বহু বানর বহু রাক্ষসের এবং বহু রাক্ষস বহু বানরের প্রাণ হরণ করিল। কেহ কেহ শূল দ্বারা মথিত, কেহ কেহ পরিঘ দ্বারা আহত, আর কেহ কেহ চক্র, কেহ কেহ বা পরশু দ্বারা ছিন্ন হইল। কতক শ্বাসশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত, আর কতক বাণক্ষেপ দ্বারা খণ্ডিত হইল। কেহ কেহ খড়্গ দ্বারা দ্বিধাকৃত ও ভূপতিত হইয়া উচ্ছ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। বানরেরাও ক্রুদ্ধ হইয়া পাদপ ও গিরিশৃঙ্গ দ্বারা দলে দলে রাক্ষসদিগকে ভূতলে পেষণ করিতে লাগিল। অনেক রাক্ষস বজ্রস্পর্শসদৃশ মুষ্টি ও করতল দ্বারা আহত হইয়া প্রভূত রুধির বমন করিতে থাকিল, তাহাদিগের দশনপংক্তি উন্মুক্ত ও চক্ষু বিবৃত হইয়া পড়িল। বানর ও রাক্ষসগণের আর্ত্তনাদ ও সিংহনাদে রণস্থলে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। বিবৃতমুখ ক্রূর রাক্ষস ও বানরগণ পরাঙ্মুখ না হইয়া, সাহসের কার্য্য

করিতে থাকিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত, প্রহস্তের এই কয় অমাত্য সকলেই বানরদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। তাহারা বেগে আক্রমণ করিয়া বানরদিগকে সংহার করিতেছে, দশন পূর্ব্বক দ্বিবিদ গিরিশৃঙ্গ দ্বারা তন্মধ্যে নরান্তকের প্রাণ হরণ করিল। পরে দুর্ম্মুখ বিপুল বৃক্ষ হস্তে লম্ফপ্রদান করিয়া বিপুল ক্ষিপ্রহস্ত রাক্ষস সমুন্নতকে পুতিয়া ফেলিল। তেজস্বী জাম্ববান্‌ও ক্রুদ্ধ হইয়া এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক মহানাদের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। শেষে তার কুম্ভহনুকে আক্রমণ করিয়া এক সাল বৃক্ষের আঘাতে তাহার প্রাণ পৃথক করিল। এই ব্যাপার সহ্য করিতে না পারিয়া রথস্থিত ধনুষ্পাণি প্রহস্ত ভয়ংকররূপে বানরবিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন উভয়সেনামধ্যে ক্ষুভিত অনন্ত সাগরের আবর্ত্তের ন্যায় শব্দ উঠিল। রণদুর্ম্মদ প্রহস্ত রাক্ষস ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হইয়া মহাযুদ্ধে অসংখ্য শরধারা বর্ষণ করিয়া বানরদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। বানর ও রাক্ষসগণের অতিপ্রকাণ্ড শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া ধরাতল পর্ব্বতব্যাপ্তের ন্যায় লক্ষিত হইল। চৈত্রমাসে পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষে আচ্ছন্ন হইলে যেরূপ হয়, রুধিরপ্রবাহে আপ্লুত হইয়া মেদিনীর সেইরূপ শোভা হইল। রণভূমি যমসদনরূপ সাগরবাহিনী নদীর ন্যায় হইয়া উঠিল, নিহত বীরগণ উহার বেলাভূমি ভগ্ন অস্ত্র শস্ত্র সকল উহাতে মহাবৃক্ষ, শোণিতপ্রবাহ উহার গভীর জল; যকৃৎ ও প্লীহা উহার মহাপঙ্ক, বিস্রস্ত অন্ত্র সকল উহার শৈবাল; খণ্ডিত শরীর ও মুণ্ড সকল উহার মীন; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উহার শাদ্বল, গৃধ্রগণ উহার হংস; কঙ্কগণ উহার সারস, মেদ উহার ফেন ও আর্ত্তজনের চীৎকার উহার কোলাহল, গ্রীষ্মাবসানে গজযূথপতি সকল যেমন হংস সারস-নিষেবিতা পদ্মপরাগপূরিতা পদ্মশ্রেণীবিরাজিতা নদী পার হয়, রাক্ষস ও বানরবীরগণ তেমনি কাপুরুষজনের দুস্তর ঐ অপার নদী পার হইতে লাগিল।

অনন্তর নীল দেখিলেন, রথারূঢ় প্রহস্ত বলে বাণজাল বিস্তার করিয়া বানরসেনা বিনাশ করিতেছে। দর্শনমাত্র, আকাশোত্থিত প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেঘের, তিনি তেমনি প্রহস্তের প্রতি ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে সেনাপতি রক্ষিশ্রেষ্ঠ প্রহস্ত আদিত্যবর্ণ রথযোগে নীলেরই প্রতি ধাবিত হইল, এবং ধনু বিস্ফারণ করিয়া শতশত বাণ পরিত্যাগ করিল। স্থিরলক্ষ্য মহাবেগ বাণ সকল নীলের দেহে পতিত হইয়া মর্ম্মভেদ করিয়া, ক্রুদ্ধ সর্পসকলের ন্যায় ভূতলে প্রবেশ করিল। বীর্য্যবান্ মহাকপি নীল, পাবকোপম শাণিত শরসমূহদ্বারা তাড়িত হইয়া, এক বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক, আক্রমণ করিয়া দুর্দ্ধর্ষ প্রহস্তকে প্রহার করিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বানর সেনাপতির উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। দুরাত্মা রাক্ষসের সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করিতে না পারিয়া নীল, শরৎ কালে বৃষ যেমন সবেগ বর্ষণ সহ্য করে, তেমনি নিমীলিতলোচনে প্রহস্তের ঐ সুদারুণ শরবর্ষণ সহ্য করিলেন। সহ্য করতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল মহাত্মা নীল প্রহস্তকে এক সালবৃক্ষের আঘাত করিলেন। তদনন্তর দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলে সেই দুরাত্মার ধনুর্ভঙ্গ করিয়া বারম্বার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধনুর্ব্বিহীন হইয়া সেনাপতি নীল ভয়ংকর মুষল ধারণ পূর্ব্বক রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিল। অনন্তর রুধিরলিপ্তাঙ্গ দুই বলবান্ সেনাপতি কাতরেতর হইয়া ভিন্নকট দুই গজের ন্যায় পরস্পর অভিমুখে অবস্থিতি করিলেন। পরে সিংহশার্দ্দূল বিক্রান্ত সিংহশার্দ্দূল সদৃশ উভয়ে পরস্পর দংষ্ট্রা দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। উভয়েই বিজয় প্রাপ্ত; উভয়েই সমরে অপরাঙ্মুখ; বৃত্র ও বাসবের ন্যায় পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হইলেন। অনন্তর পরমোদ্যোগী প্রহস্ত নীলের ললাটে মুষলাঘাত করিল; ললাট হইতে শোণিত স্রাব হইতে লাগিল। মহাকপি নীল সর্ব্বাঙ্গে শোণিতে লিপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, এক মহা-